শ্রীশ্রীলগোপালগুরুগোস্বামিপাদানাং শিষ্যবর্য্যেণ

শ্রীশ্রীলধ্যানচন্দ্রগোস্বামিপাদেন বিরচিতা
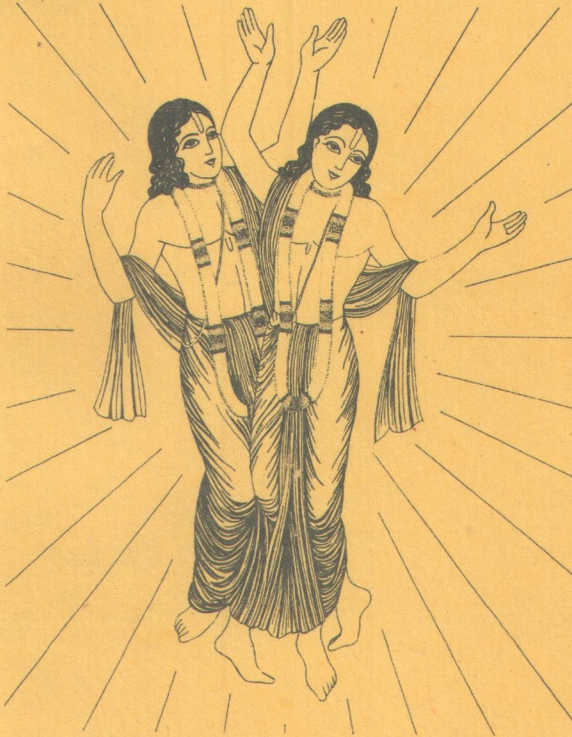
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামবাসিনা, পণ্ডিতশ্রীবৃন্দাবনদাসেন বঙ্গভাষয়া
অনূদিতা প্রকাশিতা চ ।

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

সূচীপত্র

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা

অষ্টকালীয়লীলাস্মরণক্রমপদ্ধতি

সাঙ্কেতিক চিহ্ন :—চৈঃ চঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। উঃ নীঃ শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি।

অশুদ্ধি সংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
মৌতিক	মৌক্তিক	২	২
প্রমামৃতাব্ধৌ	প্রেমামৃতাব্ধৌ	৮	১২
সেবনোৎসকম্	সেবনোৎসুকম্	১৮	৭
চৈতন্য	চৈতন্যং	১৯	৫
ক্লী	ক্লীং	৩৯	১২
স্থবকিত	স্তবকিত	৪২	৩
ইন্দুলেখা	শ্রীইন্দুলেখা	৬০	৮
একদিন	একদিনে	৭২	১৪
দুকুলেয়ং	দুকূলেয়ং	৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৭,	ক্রমে ১, ১৬, ১৭, ২

অনুবাদহীন পংক্তির অনুবাদ :—

খাদ্‌ভ্রষ্টা রুদ্রমূর্দ্ধ্নি প্রণিপতিতজলা গাং গতাসীতি গঙ্গা। (১১ পৃষ্ঠা ৮)

অর্থাৎ আকাশ মার্গে নামিয়া শ্রীরুদ্রের মস্তকে প্রবল্ররূপে নিপতিত হইয়া পৃথিবীতে আগত হইয়াছেন বলিয়া আপনার নাম গঙ্গা।

শ্রীশ্রীলধ্যানচন্দ্রগোস্বামিপাদকৃতা

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন -স্মরণপদ্ধতিঃ

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরাভ্যাং নমঃ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥

অথ স্মরণক্রমঃ—

সাধকো ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে চোত্থায় নিজেষ্টনামানি স্মরেৎ কীর্ত্তয়েদ্বা ;—

* স জয়তি বিশুদ্ধবিক্রমঃ, কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানুলম্বিসদ্ভুজো, বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ॥১॥

(শ্রীপদ্যাবলী ৩৩-৩৮)—

শ্রীরামেতি জনার্দ্দনেতি জগতাং নাথেতি নারায়ণে-
ত্যানন্দেতি দয়াপরেতি কমলাকান্তেতি কৃষ্ণেতি চ।
শ্রীমন্নামমহামৃতাব্ধিলহরীকল্লোলমগ্নং মুহু-
র্মুহ্যন্তং গলদশ্রুনেত্রমবশং মাং নাথ নিত্যং কুরু॥২॥

---

*শ্রীপাদ মুরারিগুপ্তের রচিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে এই শ্লোকে "বরজানুলম্বিষড়্ভুজ" এই পাঠ না থাকায় এই গ্রন্থোক্ত তাহা উদ্ধৃত করিলাম না, মনে হয় তাহা লিপিকারপ্রমাদজাত।

শ্রীকান্ত কৃষ্ণ করুণাময় কঞ্জনাভ, কৈবল্যবল্লভ মুকুন্দ মুরান্তকেতি।
নামাবলীং বিমল-মৌতিকহার-লক্ষ্মী-লাবণ্যবঞ্চনকরীং করবাণি কণ্ঠে ॥৩॥

কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ বামন বাসুদেব জগদ্‌গুরো
মৎস্য কচ্ছপ নারসিংহ বরাহ রাঘব পাহি মাম্‌।
দেব-দানব-নারদাদি মুনীন্দ্রবন্দ্য দয়ানিধে
দেবকীসুত দেহি মে তব পাদভক্তিমচঞ্চলাম্‌ ॥৪॥
হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব।

অনুবাদ—মঙ্গলময় স্মরণক্রম বলা হইতেছে— সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় ইষ্টদেবের নামসমূহ স্মরণ কিম্বা কীর্ত্তন করিবেন। যিনি কমলের ন্যায় আয়তনেত্র, যাঁহার সুন্দর ভুজদ্বয় শ্রেষ্ঠজানু পর্য্যন্ত লম্বমান, যিনি বহুপ্রকার ভক্তিরসময় নৃত্য প্রকট করিয়া থাকেন সেই বিশুদ্ধ প্রভাবযুক্ত কনকগৌর (শ্রীগৌর হরি) জয়যুক্ত হউন ।১। হে শ্রীরাম ! হে শ্রীজনার্দ্দন ! হে জগন্নাথ ! হে নারায়ণ ! হে আনন্দ ! হে দয়াপর ! হে কমলাকান্ত ! হে কৃষ্ণ ! হে স্বামিন্‌ ! তোমার এই সকল শ্রীমন্নামরূপ মহামৃত সাগরের মহাতরঙ্গাবলীতে বারম্বার আমাকে মোহমুক্ত সজলনেত্র এবং বিবশতাপন্ন করিয়া সর্ব্বদা মগ্ন কর ॥ (পদ্যাবলীগ্রন্থে বিশেষ অর্থ দ্রষ্টব্য) ॥২॥

শ্রীকান্ত, কৃষ্ণ, করুণাময়, কঞ্জনাভ, কৈবল্যপতি, মুকুন্দ ও মুরান্তক, এই নামাবলী নির্ম্মল মুক্তাহারের শোভাকেও তিরস্কার করিয়া থাকেন, আমি এই নামমালা কণ্ঠে ধারণ করিব ॥৩॥ হে কৃষ্ণ ! হে রাম ! হে মুকুন্দ ! হে বামন ! হে বাসুদেব ! হে জগদ্‌গুরো ! হে মৎস্য ! হে কচ্ছপ ! হে নারসিংহ ! হে বরাহ ! হে রাঘব ! আমাকে রক্ষা কর। হে দেব-দানব-নারদাদি মুনীন্দ্রবন্দ্য ! হে দয়ানিধে ! হে দেবকী-সুত ! তোমার চরণারবিন্দে আমাকে অচলা ভক্তি দান কর ॥৪॥ হে গোপালক ! হে কৃপাজলনিধে ! হে সিন্ধুকন্যাপতে ! হে কংসান্তক ! হে গজেন্দ্র করুণাকারিন্‌ ! হে রামানুজ ! হে জগত্রয়গুরো !

হে রামানুজ হে জগত্ত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং
হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥৫॥

শ্রীনারায়ণ পুণ্ডরীকনয়ন শ্রীরাম সীতাপতে
গোবিন্দাচ্যুত নন্দনন্দন মুকুন্দানন্দ দামোদর।
বিষ্ণো রাঘব বাসুদেব নৃহরে দেবেন্দ্রচূড়ামণে
সংসারার্ণব-কর্ণধারক হরে শ্রীকৃষ্ণ তুভ্যং নমঃ ॥৬॥

ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডমণ্ডন বর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে
বৃন্দারণ্যপুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবর শ্যামল।
কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয় ॥৭॥

ততো ভূমিং প্রণমেদ্ যথা—

সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে ॥৮॥

ততো বহির্গত্বা মৈত্রকৃত্যাদিবিধিং কুর্য্যাৎ, দন্তধাবনাদিমাচরেৎ, শুদ্ধাসনে পূর্ব্বাভিমুখী উপবিশ্য নিশ্চলমনাঃ

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে গোপীজননাথ! আমি তোমা ভিন্ন অন্যকে জানি না, আমাকে রক্ষা কর ॥৫॥ হে নারায়ণ! হে পুণ্ডরীকনয়ন! হে শ্রীরাম! হে সীতা-পতে! হে গোবিন্দ! হে অচ্যুত! হে নন্দনন্দন! হে মুকুন্দ! হে আনন্দন! হে দামোদর! হে বিষ্ণো! হে রাঘব! হে বাসুদেব! হে নৃহরে! হে দেবেন্দ্র-চূড়ামণে! হে সংসারসিন্ধুকর্ণধার! হে হরে! হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার করি ॥৬॥ হে ভাণ্ডীরবটেশ্বর! হে ময়ূরপিচ্ছ ভূষণ! হে শ্রেষ্ঠ! হে চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ! হে বৃন্দাবনেন্দ্র! হে দেদীপ্যমান উৎকৃষ্ট ইন্দীবরতুল্য শ্যামল! হে কালিন্দীপ্রিয়! হে নন্দনন্দন! হে পরমানন্দ! হে গোবিন্দ! হে মুকুন্দ! হে সুন্দরতনো! আমি দীন, আমাকে আনন্দিত কর ॥৭॥ তদনন্তর সাধক পৃথিবীকে প্রণাম করিবেন। প্রণাম বাক্য যথা—হে সমুদ্রমেখলে! হে পর্ব্বতস্তন মণ্ডলে! হে দেবি বিষ্ণুপত্নি! আপনাকে নমস্কার করি, আমার

শ্রীশ্রীনবদ্বীপং ধ্যায়েৎ ;—

স্মরেৎ শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রং স্বর্ধুন্যা দক্ষিণে তটে ।
চিন্তামণিচিত্তধাম্নি শ্রীনবদ্বীপনামকে ॥৯॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধ্যানং যথা—

স্বর্ধুন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিতমতিবৃহৎকূর্ম্মপৃষ্ঠাভগাত্রং
রম্যারামাবৃতং সন্মণিকনকমহাসদ্মষণ্ডৈঃ পরীতম্ ।
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎপ্রণয়ভরলসৎকৃষ্ণসংকীর্ত্তনাঢ্যং
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে ॥১০॥
ফুল্লচ্ছ্রীমদ্রুমবল্লীতল্লজ-লসত্তীরা তরঙ্গাবলী-
রম্যা মন্দমরুন্মরালজলজশ্রেণীষু ভৃঙ্গাস্পদম্ ।
সদ্রত্নাচিতদিব্যতীর্থনিবহা শ্রীগৌরপাদাম্বুজ-
ধূলিধূসরিতাঙ্গভাবনিচিতা গঙ্গাস্তি সংপাবনী ॥১১॥

পাদস্পর্শজনিত অপরাধ ক্ষমা করুন ॥৮॥ তারপর সাধক বহির্গমন করিয়া যথাবিধানে মূত্র পুরীষ বিসর্জ্জন ও দন্তধাবন করিবেন। তদনন্তর শুদ্ধাসনে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করত * নিশ্চলমনে শ্রীশ্রীনবদ্বীপের ধ্যান করিবেন। শ্রীগঙ্গার দক্ষিণ তটে চিন্তামণিময় শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রের স্মরণ করিবেন ॥৯॥ শ্রীনবদ্বীপধ্যান যথা—শ্রীগঙ্গার মনোরম তীরে রম্যোপবনে আবৃত হইয়া যে ধাম বৃহৎ কূর্ম্মপৃষ্ঠসদৃশ গাত্রে স্ফূর্ত্তিত হইতেছেন। যাঁহাতে সন্মণিকনক রচিত মহাগৃহাবলী আছে এবং প্রতি গৃহে গৃহে প্রেম-রসাতিশয় শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন নিত্যই হইতেছেন। **শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে সর্ব্বথা** অভিন্ন ; সুতরাং ত্রিজগতে উপমারহিত সেই **শ্রীনবদ্বীপ ধামকে** স্তব করি ॥১০॥ প্রফুল্লিত ও প্রশস্ত শ্রীমদ্রুমলতারাজিতে যাঁহার তীর সুশোভিত ; মন্দ বায়ুর সংযোগে সমুত্থিত তরঙ্গমালায় এবং ভৃঙ্গগণের বিহারাস্পদ চতুর্ব্বিধ কমলে যিনি রম্যা হইয়াছেন, যাঁহার জলে হংসচক্রবাকাদি পক্ষীরা ক্রীড়া

---

* আচমন করিয়া ধ্যান করিবেন। সাধনামৃত চন্দ্রিকা গ্রন্থের মৎকৃত অনুবাদে প্রথম প্রকাশে বৈষ্ণবাচমনের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে দ্রষ্টব্য।

তস্যাস্তীর-সুরম্যহেমসুরসা-মধ্যে লসচ্ছ্রীনব-
দ্বীপো ভাতি সুমঙ্গলো মধুরিপোরানন্দবন্যো মহান্‌।
নানা-পুষ্পফলাঢ্য-বৃক্ষলতিকারম্যো মহৎসেবিতো
নানা-বর্ণ-বিহঙ্গমালি-নিনদৈর্হৃৎকর্ণহারী হি যঃ ॥১২॥
কাণ্ডং মারকতং প্রভূতবিটপীশাখা সুবর্ণাত্মিকা
পত্রালিঃ কুরুবিন্দকোমলময়ী প্রাবালিকাঃ কোরকাঃ।
পুষ্পাগাং নিকরঃ সুহিরকময়ো বৈদূর্য্যকীয়া ফল-
শ্রেণী যস্য স কোঽপি শাখিনিকরো যত্রাতিমাত্রোজ্জ্বলঃ ॥১৩॥
তন্মধ্যে দ্বিজভব্যল্লোকনিকরাগারালিরম্যাঙ্গন-
ম্নারামোপবনালিবিলসদ্বেদীবিহারাস্পদম্‌।
সদ্ভক্তিপ্রভয়া বিরাজিতমহাভক্তালিনিত্যোৎসবং
প্রত্যাগারমঘারিমূর্ত্তিসুমহদ্ ভাতীহ যৎ পত্তনম্‌ ॥১৪॥

করিতেছে, যাঁহার দিব্য সোপানরাজি সদ্রত্নাচিত, এবম্ভূতা সম্যক্ পবিত্র কারিণী শ্রীগঙ্গাদেবী শ্রীগৌরাঙ্গের পাদাম্বুজ ধূলিতে ধূসরিত অঙ্গে বিচিত্র ভাবাবলী প্রকাশ করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥১১॥ তাঁহার তীরে সুরম্য স্বর্ণ ভূমি মধ্যে **মহাধাম শ্রীনবদ্বীপ** শোভা পাইতেছেন। ঐ সুমঙ্গলময় ধাম শ্রীকৃষ্ণ প্রেমানন্দ বন্যায় প্লাবিত হইয়াছেন এবং মহদ্গণ কর্ত্তৃক সেবিতও হইতেছেন। নানাবিধ পুষ্পফলাঢ্য বৃক্ষলতায় রমণীয়রূপ প্রকাশ করিয়া ঐ ধাম নানাবিধ বিহঙ্গমগণের প্রেম বিভাবিত সুমধুর নিনাদদ্বারা সকলের হৃদয় ও কর্ণকে হরণ করিতেছেন ॥১২॥ শ্রীনবদ্বীপের লোকাতীত ঐশ্বর্য্যময় বৃক্ষাবলীর স্কন্ধ মরকতময়, শাখাশ্রেণী সুবর্ণাত্মিকা, কোমল পত্রশ্রেণী কুরুবিন্দ মণিময়ী, কোরক সমূহ প্রবালরত্নময়, পুষ্পনিকর সুহিরকময় ও ফলশ্রেণী বৈদূর্য্যময়ী এবম্ভূত অনির্ব্বাচ্য বৃক্ষাবলী যে ধামে সমুজ্জ্বলিত হইয়া চিরকালই অবস্থান করিতেছে ॥১৩॥ তন্মধ্যে ত্রিকালবর্ত্তী মহানগর আছেন,—তাঁহাতে সুশীল ব্রাহ্মণগণের মনোরম প্রাঙ্গণযুক্ত গৃহাবলী আরাম ও উপবনে সুশোভিত, উপবনের মধ্যে মধ্যে বিহারাস্পদ বেদী সকলও আছে, সদ্ভক্তিপ্রভার মহাভক্তগণ তথায় নিত্যই মহোৎসব অনুষ্ঠান করেন, যেহেতু প্রত্যেক ভক্তের আলয়ে

এবম্ভূতে শ্রীনবদ্বীপমধ্যে মনসি নিবাসং কৃত্বা তত্র শ্রীগুরুদেবস্য শয্যোত্থানমুখপ্রক্ষালনদন্তধাবনাদিক্রমেণ যথাযোগ্যং সেবাং কুর্য্যাৎ। সেবানন্তরং ধ্যায়েৎ যথা যামলে—

তত্র **শ্রীগুরুধ্যানম্** —

কৃপামরন্দান্বিতপাদপঙ্কজং শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনম্।
শন্দং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং, স্মরামি সদ্ভক্তমহং গুরুং হরিম্॥ ইতি ॥১৫

শ্রীগুরুপরমগুরুপরাৎপরগুরুপরমেষ্ঠিগুরূণামনুগামিত্বেন শ্রীমন্মহাপ্রভো-র্মন্দিরং গচ্ছেৎ। তত্র তদাজ্ঞয়া শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রস্য শয্যোত্থানং সুবাসিতজলেন শ্রীমুখপ্রক্ষালনাদিক্রমেণ সেবাং কুর্য্যাৎ।

তত্র **শ্রীমন্মহাপ্রভোর্ধ্যানং** যথা ঊর্দ্ধাম্নায়ে (৩।১৫)—

দ্বিভুজং স্বর্ণরুচিরং বরাভয়করং তথা।
প্রেমালিঙ্গনসম্বদ্ধং গৃণন্তং হরিনামকম্॥ ইতি ॥১৬

অনন্তরং **শ্রীবৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ**—

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং, লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণ্যপি স্ফীতমধুব্রতানি, মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥১৭॥

শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি বিরাজ করেন॥১৪॥ এবম্ভূত শ্রীনবদ্বীপমধ্যে সাধক মানস দেহে (শ্রীগুরুদত্ত গৌরকিঙ্কররূপ সিদ্ধ দেহে) নিবাস করিয়া শ্রীনবদ্বীপ মধ্যে শ্রীগৌরপরিকররূপে নিত্যই বিরাজিত শ্রীগুরুদেবের শয্যোত্থান, মুখপ্রক্ষালন ও দন্তধাবনাদি যথাযোগ্য সেবা ক্রমপূর্ব্বক করিবেন। অনন্তর শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিবেন। যামলে উক্ত শ্রীগুরুধ্যান যথা—যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম কৃপা-মকরন্দে পূর্ণ, যিনি শুক্লাম্বরধারী, গৌরকান্তি, সুমাল্যে বিভূষিত, গুণালয় মঙ্গল-প্রদ সেই নিত্যতনু সদ্ভক্তিময় শ্রীগুরুরূপী হরিকে স্মরণ করি॥১৫॥ অনন্তর ঐ মানস দেহে সাধক শ্রীগুরু, পরমগুরু, পরাৎপরগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরুর অনুগামী হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে গমন করিবেন। ঐ মন্দিরে তাঁহাদের আদেশে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের শয্যোত্থান ও সুবাসিতজলে শ্রীমুখ প্রক্ষালনাদি সেবা ক্রম পূর্ব্বক করিবেন। অনন্তর ঐ মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান করিবেন। ঊর্দ্ধাম্নায়-সংহিতায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান যথা—প্রেমালিঙ্গন সম্বদ্ধ হরিনাম গ্রহণকারী

মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশৎকুঞ্জমণ্ডিতে
কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জে তু দিব্যরত্নময়ে গৃহে ॥১৮॥

তত্র সিদ্ধদেহেন শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্নিশান্তলীলাং স্মরেদ্ যথা—

নিশাবসানে শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ শ্রীবৃন্দা-নিযুক্ত-রসময়-পরমবিদগ্ধশুক-শারিবৃন্দপদ্যপঠনজনিত-প্রবোধাবপি গাঢ়োপগূহনসুখভঙ্গাদসহিষ্ণুতয়া ক্ষণ-মবকাশ্যমানজাগরৌ তত্তৎপদ্যপ্রপঠিত-নিশাবসানসাতঙ্কৌ পুষ্পময়ানন্দ-তল্পোত্থিতৌ স্ব-স্ব-কুঞ্জাত্তৎকালাগত-শ্রীমল্ললিতাবিশাখাদি-প্রিয়সখীবৃন্দ-সনর্ম্মবাগ্‌বিলাসেন সান্তরানন্দৌ কক্‌খট্যুদিত-জটিলাশ্রবণাৎ সশঙ্কৌ সঙ্গত্যাগভয়মসহমানৌ তৌ ভীত্যোৎকণ্ঠাকুলৌ স্ব-স্ব-গৃহং গচ্ছতঃ।

এবং ক্রমেণ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্লীলাং স্মরেৎ। নিশান্ত-লীলাস্মরণানন্তরং গুর্ব্বাদীন্ দণ্ডবৎ প্রণমেৎ যথা—

অর্থাৎ প্রেমে শ্রীহরিনামকে নিরবচ্ছিন্ন আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন সেই বরাভয়কব (একহস্তে বর আর এক হস্তে অভয়দানকারী-দ্বিভুজ স্বর্ণগৌরকে ধ্যান করিবেন ॥১৬॥ অনন্তর শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান করিবেন—শ্রীবৃন্দাবন দিব্যলতায় ব্যাপ্ত, লতাসমূহের অগ্রদেশ পুষ্পরাজিতে পূর্ণ, পুষ্পরাজিও স্ফীত মধুপগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট, মধুপগণও শ্রুতিহারিগান-পরায়ণ ॥১৭॥ রমণীয় মধ্যবৃন্দাবন পঞ্চাশৎ কুঞ্জে মণ্ডিত, কল্পবৃক্ষময় নিকুঞ্জেও দিব্যরত্নময় গৃহ আছে ॥১৮॥ এতাদৃশ মধ্যবৃন্দাবনে রত্নময় গৃহে সাধক সিদ্ধদেহে (গুরুদত্তরাধাকৈঙ্কর্য্যভাবনাময় দেহে) শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিশান্তলীলা স্মরণ করিবেন। যথা—নিশাবসানে শ্রীবৃন্দাকর্তৃক নিযুক্ত রসময় পরম পণ্ডিত শুকশারিকাগণের পদ্যপাঠ জনিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রবোধিত হইয়াও গাঢ়ালিঙ্গন সুখভঙ্গহেতু অসহিষ্ণু হইয়া ক্ষণমাত্র জাগরণের অবকাশ প্রাপ্ত হন। শুকশারিকাকর্ত্তৃক সেই সেই পদ্য প্রকৃষ্টরূপে পাঠ হওয়াতে যুগলকিশোর নিশাবসান জানিয়া আতঙ্কিত হইয়া পড়েন এবং পুষ্পময় আনন্দশয্যা হইতে উত্থিত হন। এমন সময়ে শ্রীললিতাবিশাখাদি প্রিয়সখীবৃন্দ স্ব-স্ব কুঞ্জ হইতে সমাগত হইয়া পরিহাসময় বাগ্‌বিলাস প্রকাশ করিলে তাহাতে উভয়ে অন্তরে আনন্দ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১৯॥

ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা শ্রীগুরুং দণ্ডবৎপ্রণম্য এবং পরমগুরু-পরাৎপর-গুরু-পরমেষ্ঠিগুরু-গোস্বামিচরণান্ ক্রমেণ দণ্ডবৎ প্রণমেৎ। ততঃ **শ্রীগৌর-চন্দ্রং** প্রণমেৎ,

বিশ্বম্ভরায় গৌরায় চৈতন্যায় মহাত্মনে।

শচীপুত্রায় মিত্রায় লক্ষ্মীশায় নমো নমঃ ॥২০॥

ততঃ **শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং** প্রণমেৎ—

নিত্যানন্দমহং বন্দে কর্ণে লম্বিতমৌক্তিকম্।

চৈতন্যাগ্রজরূপেণ পবিত্রীকৃতভূতলম্ ॥২১॥

ততঃ **শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রং** প্রণমেৎ—

নিস্তারিতাশেষজনং দয়ালুং প্রেমামৃতাব্ধৌ পরিমগ্নচিত্তম্।

চৈতন্যচন্দ্রাদৃতমর্চ্চিতং তং-মদ্বৈতচন্দ্রং শিরসা নমামি ॥২২॥

ততঃ **শ্রীগদাধর-শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতৌ** প্রণমেৎ—

গদাধর নমস্তুভ্যং যস্য গৌরাঙ্গো জীবনম্।

নমস্তে শ্রীশ্রীনিবাসপণ্ডিত প্রেমবিগ্রহ ॥২৩॥

প্রাপ্ত হন এবং কক্খটী বানরীর বাক্যে জটিলার নাম শ্রবণে সশঙ্কিত হইয়া পড়েন সঙ্গত্যাগ ভয়ও সহ্য করিতে পারেন না। ভীতিবশতঃ উৎকণ্ঠায় আকুলিত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্ব-স্ব গৃহের প্রতি গমন করেন। এই ক্রমেই সাধক শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করিবেন। নিশান্তলীলাস্মরণানন্তর শ্রীগুরু প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। যথা—যিনি অজ্ঞানরূপ তিমিরে অন্ধীভূতমাদৃশ জনের চক্ষুকে জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা উন্মীলিত করিয়াছেন সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি ॥১৯॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীগুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। এই প্রকার পরমগুরু, পরাৎপরগুরু পরমেষ্ঠিগুরু ও গোস্বামিপাদদিগকে ক্রমপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। তারপর শ্রীগৌরচন্দ্রকে প্রণাম করিবেন —যিনি প্রেমদ্বারা বিশ্বের ভরণ পোষণ করেন বলিয়া বিশ্বম্ভর, সকল

এবং ক্রমেণ গৌরভক্তগণান্ দণ্ডবৎপ্রণমেৎ। শ্রীনবদ্বীপধাম্নে নমঃ শ্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ, শ্রীসংকীর্ত্তনায় নমঃ, শ্রীগৌড়মণ্ডলায় নমঃ। ততঃ **শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান্ প্রণমেৎ**—(স্তবমালা, প্রণামপ্রণয়াখ্যস্তবঃ ১)—

"কন্দর্পকোটিরম্যায় স্ফুরদিন্দীবরত্বিষে।
জগন্মোহনলীলায় নমো গোপেন্দ্রসূনবে॥"২৪॥
তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥২৫॥

ততোঽনঙ্গমঞ্জরীং প্রণমেৎ—

শ্রীরাধিকাপ্রাণসমাং কনীয়সীং বিশাখিকাশিক্ষিতসৌখ্য-সৌষ্ঠবাম্।
লীলামৃতেনোচ্ছলিতাঙ্গমাধুরী,-মনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীম্॥২৬॥

জীবের মিত্র বলিয়া কৃষ্ণজ্ঞানদানে তাহাদের চৈতন্য সম্পাদক, সেই মহাত্মা লক্ষ্মীকান্ত শচীপুত্র শ্রীগৌরাঙ্গকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি॥২০॥ তারপর শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রকে প্রণাম করিবেন—যাঁহার এককর্ণে একটি মৌক্তিক কুণ্ডল ঝুলিতেছে, যিনি শ্রীচৈতন্যের অগ্রজরূপে ভূতলকে পবিত্র করিতেছেন আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দনা করি॥২১॥ তদনন্তর শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রকে প্রণাম করিবেন—যাঁহার চিত্ত প্রেমামৃত সাগরে পরিমগ্ন হইয়াছে, যিনি অশেষ জনকে নিস্তার করিয়াছেন, যিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকর্ত্তৃক আদৃত ও অর্চ্চিত হন, সেই দয়ালু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রকে মস্তকে প্রণাম করি॥২২॥ তদনন্তর শ্রীগদাধর ও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে প্রণাম করিবেন—হে শ্রীগদাধর আপনার শ্রীগৌরাঙ্গই জীবন, আপনাকে প্রণাম করি। হে প্রেম-বিগ্রহ শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত! আপনাকে নমস্কার করি॥২৩॥ এইরূপ ক্রম-পূর্ব্বক শ্রীগৌরভক্তগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। তারপর শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রভৃতিকে নমস্কার করিবেন—শ্রীনবদ্বীপধামকে নমস্কার, শ্রীগঙ্গাকে নমস্কার, শ্রীসংকীর্ত্তনকে নমস্কার ও শ্রীগৌড়মণ্ডলকে নমস্কার করি। তার-পর শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণে প্রণাম করিবেন, যিনি কোটিকন্দর্পসদৃশ রমণীয়, যাঁহার অঙ্গের কান্তি ইন্দীবর (নীলোৎপল) তুল্য স্ফুরিত হইতেছে যিনি লীলাদ্বারা জগতকে মোহন করেন সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম

ততোঽষ্টসখীঃ প্রণমেৎ—

ললিতাদিপরমপ্রেষ্ঠসখীবৃন্দেভ্যো নমঃ ; কুসুমিকাদি-সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ ; কস্তূর্য্যাদি-নিত্যসখীবৃন্দেভ্যো নমঃ ; শশিমুখ্যাদি-প্রাণসখীবৃন্দেভ্যো নমঃ ; কুরঙ্গাক্ষ্যাদিপ্রিয়সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ ; শ্রীরূপাদিমঞ্জরীভ্যো নমঃ ; শ্রীদামাদি-সখিবৃন্দেভ্যো নমঃ ; সর্ব্বগোপগোপীভ্যো নমঃ ; ব্রজবাসিভ্যো নমঃ ; শ্রীবৃন্দা-বিপিনেভ্যো নমঃ ; শ্রীরাসমণ্ডলায় নমঃ ; শ্রীযমুনায়ৈ নমঃ ; শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডাভ্যাং নমঃ ; শ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ ; শ্রীদ্বাদশবিপিনেভ্যো নমঃ ; শ্রীব্রজ-মণ্ডলায় নমঃ ; শ্রীমথুরামণ্ডলায় নমঃ ; সর্ব্বাবতারেভ্যো নমঃ ; অনন্তকোটি-বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।

শ্রীবৈষ্ণবান্ প্রণমেদ্ যথা—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥২৭॥

অথ স্নানমাচরেৎ যথা—নদ্যাদৌ প্রবাহাভিমুখে তড়াগাদিষু পূর্ব্বা-ভিমুখী তীর্থানি আহ্বয়েদ্ যথা—

করি ॥২৪॥ হে তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি হে বৃন্দাবনেশ্বরি হে হরিপ্রিয়ে হে বৃষভানুসুতে দেবি রাধে! আপনাকে প্রণাম করি ॥২৫॥ তদনন্তর শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরীকে প্রণাম করিবেন—লীলামৃতে যাঁহার অঙ্গমাধুর্য্য উচ্ছলিত, যিনি বিশাখাকর্ত্তৃক সেবা সৌখ্য সৌষ্ঠব শিক্ষা করিয়াছেন সেই শ্রীরাধাপ্রাণ-তুল্যা তদীয় কনিষ্ঠা ভগিনী অনঙ্গপূর্ব্বা মঞ্জরীকে অর্থাৎ অনঙ্গমঞ্জরীকে প্রণাম করি ॥২৬॥ তদনন্তর অষ্টসখী প্রভৃতিকে প্রণাম করিবেন—ললিতাদি পরমপ্রেষ্ঠ সখীদিগকে নমস্কার করি, কুসুমিকাদি সখীবৃন্দকে, কৌস্তূর্য্যাদি নিত্যসখীদিগকে, শশিমুখ্যাদি প্রাণসখীবৃন্দকে, কুরঙ্গাক্ষ্যাদি প্রিয়-সখীবৃন্দকে, শ্রীরূপাদিমঞ্জরীদিগকে শ্রীদামাদিসখাবৃন্দকে, সর্ব্বগোপগোপীদিগকে, ব্রজবাসীগণকে, শ্রীবৃন্দাবিপিনসমূহকে, শ্রীরাসমণ্ডলকে, শ্রীযমুনাকে, শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডকে, শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে, শ্রীদ্বাদশবনকে, শ্রীব্রজ-মণ্ডলকে শ্রীমথুরামণ্ডলকে সর্ব্বাবতারকে ও অনন্তকোটিবৈষ্ণবকে নমস্কার করি। বৈষ্ণবপ্রণাম মন্ত্র যথা—বাঞ্ছাকল্পতরু, করুণাসাগর ও

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥২৮॥

তীর্থপ্রার্থনাপদ্যানি যথা—

মহাপাপভঙ্গে দয়ালো নু গঙ্গে, মহেশোত্তমাঙ্গে লসচ্চিত্তরঙ্গে।
দ্রবব্রহ্মধামাচ্যুতাঙ্ঘ্র্যব্জজন্যে মা, পুনীহীনকন্যে প্রবাহোর্ম্মিধন্যে ॥২৯॥

বিষ্ণোর্নাভ্যম্বুমধ্যাদ্বরকমলমভূত্তস্য নালীসুমেরো-
র্মধ্যে নিঃস্যন্দমানা ত্বমসি ভগবতি ব্রহ্মলোকং প্রসূতা।
খাদ্‌ভ্রষ্টা রুদ্রমূর্দ্ধ্নি প্রণিপতিতজলা গাং গতাসীতি গঙ্গা
কস্ত্বাং যো নাভিবন্দেন্মধুমথনহরব্রহ্মসম্পর্কপূতাম্ ॥৩০॥

গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৩১॥

পতিতপাবন বৈষ্ণবদিগকে প্রণাম করি ॥২৭॥ অনন্তর স্নানাচরণ করিবেন যথা—নদী প্রভৃতিতে প্রবাহাভিমুখে ও তড়াগাদিতে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া তীর্থসমূহকে আহ্বান করিবেন। যথা—

হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে গোদাবরি! হে সরস্বতি! হে নর্ম্মদে! হে সিন্ধো! হে কাবেরি! এই জলে আপনার আগমন করুন ॥২৮॥ হে মহাপাপভঙ্গে! দয়াবতি গঙ্গে! আপনি সর্ব্বদা মহেশের উত্তমাঙ্গে আনন্দচিত্তে বিহার করেন, হে দ্রবব্রহ্মস্বরূপে! হে বিষ্ণুপাদসম্ভূতে! হে ইনকন্যে! (ইন শব্দে—প্রভু অর্থও বুঝায় তৎ কন্যে) অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দসুতে (শ্রীগঙ্গা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কন্যারূপে প্রকট হইয়াছেন)। হে প্রবাহোর্ম্মিমালিনি! হে ধন্যে! আমাকে পবিত্র করুন ॥২৯॥ হে ভগবতি! আপনি ব্রহ্মলোক হইতে প্রসূতা হইয়াছেন অর্থাৎ ত্রিবিক্রম ভগবানের শ্রীচরণস্পৃষ্টা হইয়া ধ্রুবলোকাদিক্রমে ব্রহ্মসদনে আবির্ভূতা হইয়াছেন, সেই স্থান হইতে শ্রীবিষ্ণুর নাভিরূপস্থলে জাত শ্রেষ্ঠকমলের নালীস্বরূপ সুমেরু পর্ব্বতের মধ্যে প্রবহমানা হইয়া পৃথিবীতে আগত হইয়াছেন বলিয়া আপনার নাম গঙ্গা। শ্রীহরি, হর ও ব্রহ্মার সম্পর্কে আপনি পূতা হইয়াছেন, আপনাকে যে অভিনন্দন করে না সে কে? অর্থাৎ সে

অথ শ্রীযমুনামহ্বয়েৎ, যথা—

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।

মনুষ্য মধ্যে গণ্য নহে সে পশু তুল্যই ॥৩০॥ যিনি শত যোজনান্তরেও 'গঙ্গা গঙ্গা' বলিয়া উচ্চারণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-লোকে গমন করিয়া থাকেন ॥৩১॥ *

---

* গঙ্গাস্নান সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাভিধানে ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবাক্যে শ্রীগঙ্গাজলে নিষেধ—গঙ্গাং পুণ্যজলাং প্রাপ্য ত্রয়োদশ বিবর্জ্জয়েৎ। শৌচমাচমনং সেকং নির্ম্মাল্যং মলঘর্ষণম্। গাত্রসম্বাহনং ক্রীড়াং প্রতিগ্রহমথো রতিম্। অন্যতীর্থরতিঞ্চৈব অন্যতীর্থপ্রশংসনম্। বস্ত্রত্যাগমথাঘাতং সন্তারঞ্চ বিশেষতঃ ॥

অর্থ—পবিত্রসলিলা শ্রীগঙ্গাকে পাইয়া ত্রয়োদশ নিষেধ ত্যাগ করিবেন। যথা—শ্রীগঙ্গাজলে শৌচ, আচমন (হস্তমুখ প্রক্ষালন), সেচন, বিষ্ণুনির্ম্মাল্য ভিন্ন অন্যান্য নির্ম্মাল্য ত্যাগ, মলঘর্ষণ, গাত্রসম্বাহন, ক্রীড়া, দানগ্রহণ, রতি, অন্যতীর্থপ্রীতি, অন্যতীর্থপ্রশংসা, বস্ত্রত্যাগ ও আঘাত। বিশেষতঃ সন্তরণ ত্যাগ করিবেন। ঐ অভিধানে শ্রীগঙ্গাস্নান সম্বন্ধে উক্ত আছে—শ্রীগঙ্গাতে মৌষলস্নানই বিহিত। যথা—গঙ্গায়াং মৌষলস্নানং মহাপাতকনাশনম্। অজ্ঞানাৎ স্বর্গসংপ্রাপ্তির্জ্ঞানাৎ মুক্তির্নসংশয়ঃ ॥ অর্থ—শ্রীগঙ্গায় মুষলবৎ স্নানে মহাপাতক নষ্ট হয়, শ্রীগঙ্গার স্বরূপমহিমা প্রভৃতি না জানিয়া স্নান করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে, তৎ স্বরূপ মহিমাদি যথার্থ অবগত হইয়া স্নান করিলে মুক্তি (পার্ষদস্বরূপপ্রাপ্তি) হইয়া থাকে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও (১।৩) "অথ স্নানাদৌ সদ্ভাবাপেক্ষা" উক্ত আছে অর্থাৎ তীর্থস্নান ও তীর্থবাস বিষয়ে সাধুআচরণের অপেক্ষা আছে শাস্ত্রবিহিত আচরণের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্তিকতা না রাখিয়া স্নানাদি করিলে তীর্থফলপ্রাপ্তি ঘটে না। ঐ গ্রন্থে ঐ প্রমাণে ধৃত ভবিষ্যপুরাণের উত্তরবিভাগবাক্য—

অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ ॥

অর্থ—অশ্রদ্ধালু পাপী নাস্তিক, সংদিগ্ধচিত্ত ও কুতর্কনিষ্ঠ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তি তীর্থফলভাগী হইতে পারে না। কাশীখণ্ড প্রমাণে দৃষ্টান্ত সহকারে উক্ত আছে—নক্তং দিনং নিমজ্জ্যাপ্সু কৈবর্ত্তাঃ কিমু পাবনাঃ। শতশোঽপি তথা স্নাতা ন শুদ্ধা ভাবদূষিতাঃ॥ অর্থাৎ কৈবর্ত্তেরা অহর্নিশ শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি তীর্থজলে মজ্জন করিতেছে, তাহাতে কি তাহারা বিশুদ্ধ হইবে? তদ্রূপ নাস্তিক ব্যক্তি (স্নানবিধি অমান্যকারী) শত শতবার স্নান করিলেও পবিত্র হইতে পারে না। শ্রীগঙ্গাস্নানবৎ শ্রীযমুনা শ্রীরাধাকুণ্ডাদি স্নান সম্বন্ধেও তথা শ্রীধামবাসাদি সম্বন্ধেও সাধু আচরণের অপেক্ষা আছে বুঝিতে হইবে।

শ্রীগঙ্গামহিমা সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য—
"গঙ্গাশতগুণা প্রোক্তা" ইত্যাদি আদি বরাহ পুরাণ বাক্যানুসারে শ্রীগঙ্গা হইতে শ্রীমথুরামণ্ডলে প্রবাহিতা শ্রীযমুনার মহিমা শতগুণ অধিক দেখা যায়। শ্রীযমুনার এইরূপ সৌভাগ্যের কারণ—শ্রীবৃন্দাবনধাম সংসর্গ ও লীলাবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সংস্পর্শ। সেই শ্রীযমুনার সহিত শ্রীগঙ্গা যে স্থানে মিলিত হন সেই স্থান হইতে (ত্রিবেণী হইতে) প্রবহমানা শ্রীগঙ্গার মহিমা শ্রীযমুনার সমতুল্যাই বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহা সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে (১।১৯।৬) যা বৈ লসচ্ছ্রীতুলসীবিমিশ্র-কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী। পুনাতি শেষানুভয়ত্র লোকান্, কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ॥

অর্থ—নিত্যই শ্রীযমুনাজলবিহারে রত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্যুত নির্ম্মাল্য-রূপা শ্রীমতী তুলসীর সহিত বিমিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণচরণরেণু সমূহের সংযোগে যে জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছেন, সেই শ্রীযমুনাজলের বহনকারিণী শ্রীগঙ্গা শ্রীমহাদেবাদি লোকপালসহ সমস্ত লোকের অন্তর ও বাহির পবিত্র করিয়া থাকেন। মরণকালের অনিশ্চয়তা থাকা হেতু কোন ব্যক্তি সেই জগৎ তারিণী শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবাদায়িনী শ্রীগঙ্গার সেবা না করিয়া থাকিতে পারে?

শ্রীযমুনাদেবীর ন্যায় শ্রীগঙ্গাদেবীও শ্রীবৃন্দাবনের আবির্ভাব বিশেষ শ্রীনবদ্বীপের সংসর্গ পাইয়া ও নিত্যই পরম রসময় জলকেলি কৌতুকে রত সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গকে স্পর্শ করিয়া রসময় প্লাবনে প্লাবিতা

অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী, পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥৩২॥

অথ শ্রীরাধাকুণ্ডমাহ্বয়েৎ, যথা—

রাধিকাসমসৌভাগ্য সর্ব্বতীর্থপ্রবন্দিত
প্রসীদ রাধিকাকুণ্ড স্নামি তে সলিলে শুভে ॥৩৩॥

ততঃ শুক্লবস্ত্রে পরিধায় শ্রীহরিমন্দিরধারণং কৃত্বা শ্রীহরিনামাক্ষরম-ঙ্কয়েদ্ গাত্রে—

অথ দ্বাদশতিলকং যথা পদ্মোত্তরখণ্ডে—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবঞ্চ গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥৩৪॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে ॥৩৫॥

হইয়াছেন এবং নববিধ ভক্তি রসের সাম্রাজ্য স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধামকে বেষ্টন-ছলে আলিঙ্গন করিয়া যে সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা বর্ণনা করিতে চতুর্দ্দশ ভুবনে কেহ আছেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীনবদ্বীপসংসর্গীভূত শ্রীগঙ্গাজলে স্নানকারী মনুষ্যাদি জীবগণ অসংখ্যতীর্থের স্নানফলও লাভ করিয়া থাকে ; কারণ শ্রীনবদ্বীপে সংখ্যাতীত তীর্থ সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। প্রমাণ—শ্রীভক্তিরত্নাকর দ্বাদশতরঙ্গে মধ্যদ্বীপ ও ব্রাহ্মণপুষ্কর বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত আছে—

আছয়ে যতেক তীর্থ জগত ভিতরে।
সেই সব তীর্থের স্থিতি নদীয়া নগরে॥
অসংখ্য তীর্থের স্থিতি নবদ্বীপধামে।
নবদ্বীপের মহিমা ব্রহ্মাদি নাই জানে॥

শ্রীনবদ্বীপের সংসর্গে প্রেমরসবাহিনী শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর অতুলনীয় মহিমা জগতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার সান্নিধ্যে বাস ও তদীয় জলসেবনে (স্নান ও পানে) মনুষ্য ভগবৎ-প্রেমসম্পত্তিলাভে ধন্য হয়, ইহা প্রসঙ্গক্রমে দেখান হইল।

শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্ত কন্ধরে ।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ।
তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি ॥ ইতি ॥৩৬॥

পূর্ব্ববৎ স্থিরাসনে স্থিরচিত্তঃ তত্রাদৌ শ্রীনবদ্বীপমধ্যে শ্রীরত্নমন্দিরে রত্নসিংহাসনোপরি ভক্তবৃন্দপরিসেবিতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং গুর্ব্বাদিক্রমেণ ধ্যাত্বা পূজয়েৎ ।

তত্রাদৌ শ্রীজগন্নাথমিশ্রস্য মন্দিরং ধ্যায়েৎ—

যথা চৈতন্যার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্—

শ্রীজগন্নাথমিশ্রস্য মন্দিরাঙ্গনমুত্তমৈঃ ।
নানারত্নমণিযুক্তৈর্বিচিত্রমন্দিরপুরম ॥৩৭॥

শ্রীগঙ্গার আহ্বানানন্তর শ্রীযমুনার আহ্বান করিবেন, যথা—চিদানন্দ প্রকাশ শ্রীনন্দনন্দনের যিনি প্রেমপাত্রী ও দ্রবব্রহ্মগাত্রী সুতরাং পাপসকলের ছেদনকর্ত্রী এবং জগতের মঙ্গলবিধায়িনী, সেই সূর্য্য নন্দিনী শ্রীযমুনা আমাদের দেহ পবিত্র করুন ॥৩২॥ তদনন্তর শ্রীরাধাকুণ্ডের আহ্বান করিবেন। যথা —হে শ্রীরাধিকাকুণ্ড! আপনি শ্রীরাধিকাসম সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন ও সর্ব্বতীর্থ কর্তৃক প্রবন্দিত হন, আপনার পুণ্য সলিলে স্নান করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৩৩॥ তারপর শুক্লবস্ত্র দুইটি পরিধান করিয়া শ্রীহরি মন্দির (তিলক) ধারণ করত দেহে শ্রীহরিনামাক্ষর অঙ্কন করিবেন। দ্বাদশ তিলক ধারণের বিধান পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উক্ত আছে—ললাটে কেশবকে, উদরে নারায়ণকে, বক্ষঃস্থলে মাধবকে, কণ্ঠকূপে গোবিন্দকে, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদনকে, দক্ষিণ কন্ধরে ত্রিবিক্রমকে, বামপার্শ্বে বামনকে, বাম বাহুতে শ্রীধরকে, বাম কন্ধরে হৃষীকেশকে, পৃষ্ঠে পদ্মনাভকে ও কটিতে দামোদরকে ন্যাস করিতে হইবে ('ধ্যায়েৎ ন্যসেৎ' টীকা) অর্থাৎ ধ্যান করিতে হইবে, হস্তদ্বয়সংস্পৃষ্ট তিলক প্রক্ষালন জল 'বাসুদেবায়' নমঃ উচ্চারণ করিয়া মস্তকে দিবেন ॥৩৪—৩৬॥ সাধক পূর্ব্ববৎ স্থিরাসনে স্থিরচিত্ত হইয়া প্রথমে শ্রীনবদ্বীপমধ্যে শ্রীরত্নমন্দিরে রত্ন-সিংহাসনোপরি বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে গুর্ব্বাদিক্রমে (শ্রীগুরু

তন্মধ্যে রবিকান্তিনিন্দিকনকপ্রাকারসত্তোরণং
শ্রীনারায়ণগেহমগ্রবিলসৎসংকীর্ত্তনপ্রাঙ্গণম্।
লক্ষ্ম্যন্তঃপুরপাকভোগশয়নশ্রীচন্দ্রশালং পুরং
যদ্‌গৌরাঙ্গহরের্বিভাতি সুখদং স্বানন্দসংবৃংহিতম্ ॥৩৮॥
তন্মধ্যে নবচূড়রত্নকলসং ব্রজেন্দ্ররত্নান্তরা-
মুক্তাদামবিচিত্রহেমপটলং সম্ভক্তিরত্নাচিতম্।
বেদদ্বারসদষ্টমৃষ্টমণিরুট্‌শোভাকবাটান্বিতং
সচ্চন্দ্রাতপপদ্মরাগবিধুরত্নালম্বিযন্মন্দিরম্ ॥৩৯॥
তন্মধ্যে মণিচিত্রহেমরচিতে মন্ত্রার্ণযন্ত্রান্বিতে
ষট্‌কোণান্তরকর্ণিকারশিখরশ্রীকেশরৈঃ সন্নিভে।
কূর্ম্মাকারমহিষ্ঠযোগমহসি শ্রীযোগপীঠাম্বুজে
রাকেশাবলিসূর্য্যলক্ষবিমলে যদ্‌ভাতি সিংহাসনম্ ॥৪০॥

স্মরণাদিক্রমে) ধ্যান করিয়া পূজা করিবেন। সেই ধ্যানপূজার পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের মন্দির ধ্যান করিবেন। শ্রীচৈতন্যার্চ্চনচন্দ্রিকাগ্রন্থে এই শ্রীমন্দিরের ধ্যান উক্ত আছে—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র মহাশয়ের নানাবিধ মণিময় উত্তম প্রাঙ্গণ ও মন্দির সমন্বিত পুর (ভবন) বিরাজ করিতেছেন ॥৩৭॥ ঐ পুরমধ্যে সূর্য্যকান্তিনিন্দি সত্তোরণ কনকপ্রাচীর ও শ্রীনারায়ণগৃহ বিরাজমান, তদগ্রে সংকীর্ত্তনপ্রাঙ্গণ, শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অন্তঃপুর পাকগৃহ, ভোগমন্দির, শয়নগৃহ ও চন্দ্রশালিকাদি শোভা পাইতেছে, শ্রীগৌরাঙ্গহরির ঐ সুখদপুর স্বানন্দে পরিবৃত হইয়া বিশেষরূপে শোভাযুক্ত হইয়াছেন ॥৩৮॥ ঐ পুরমধ্যে সদ্ভক্তিরত্নখচিত এক মন্দির বিদ্যমান আছেন, তাঁহার নবচূড়া রত্নকলসে সুশোভিত, অভ্যন্তর হরিরত্নময় (ইন্দ্রনীলরত্নময়) ও ছাদ মুক্তাদাম বিচিত্র স্বর্ণময়। ঐ মন্দিরে চারিটি দ্বার আছে—চারিদ্বারে অষ্টমণিরচিত অষ্টকপাট সংলগ্ন আছে। অভ্যন্তরের উপরিভাগে বিরাজমান চন্দ্রাতপের চারিপাশে পদ্মরাগ ও চন্দ্রকান্তমণির ঝালর দুলিতেছে ॥৩৯॥ ঐ মন্দিরের মধ্যে মণিচিত্র স্বর্ণরচিত ও মন্ত্রবর্ণ (গৌরমন্ত্র ষড়ক্ষর) যন্ত্রান্বিত শ্রীযোগপীঠাম্বুজ কূর্ম্মাকাররূপে শোভা পাইতেছে, তাহা মহীয়ান্ যোগ (মিলন) মহোৎসব স্বরূপই

পার্শ্বাধঃপদ্মপটীঘটিতহরিমণিস্তম্ভবৈদূর্য্যপৃষ্ঠং
চিত্রচ্ছাদাবলম্বিপ্রবরমণিমহামৌক্তিকং কান্তিজালম্।
তূলান্তশ্চীনচেলাসনমুডুপমৃদুপ্রান্তপৃষ্ঠোপধানং
স্বর্ণান্তশ্চিত্রমন্ত্রং বসুহরিচরণধ্যানগম্যাষ্টকোণম্ ॥৪১॥

তন্মধ্যে শ্রীগৌরচন্দ্রং বামে শ্রীমদ্গদাধরম্।
তদ্দক্ষিণেঽবধূতেন্দ্রং শ্রীলাদ্বৈতং ততঃ স্মরেৎ ॥৪২॥

তদ্দক্ষিণে শ্রীনিবাসং স্মরেৎ শ্রীপণ্ডিতোত্তমম্।
স্মরেৎ শ্রীভক্তবৃন্দঞ্চ চতুর্দিক্ষু সুবেষ্টিতম্ ॥৪৩॥

শ্রীমদ্গৌরভক্তবৃন্দে স্বীয়স্বীয়গণান্বিতে।
রূপস্বরূপপ্রমুখে স্বগণস্থান্ গুরূন্ স্মরেৎ ॥৪৪॥

অর্থাৎ যে স্থলে ভক্ত ও ভগবানের সর্ব্বদাই মিলনরূপ মহোৎসব ঘটিয়া থাকে। ঐ যোগপীঠপদ্মের ষট্‌কোণান্তর কর্ণিকার শিখর (অর্থাৎ বীজকোষ স্বরূপ ষট্‌কোণান্তর শিখর প্রদেশ) কেশরপুঞ্জসদৃশ হইয়াছে। ঐ পীঠাম্বুজ লক্ষ লক্ষ চন্দ্র এবং সূর্য্য অপেক্ষাও সুবিমল ॥৪০॥ ঐ যোগপীঠাম্বুজে যে সিংহাসন আছে, তাহার দুই পার্শ্বের অধোদেশটি পদ্মরাগমণিতে খচিত হইয়াছে। ঐ সিংহাসনের স্তম্ভ ইন্দ্রনীলমণিময়, পৃষ্ঠ বৈদূর্য্যমণিময়, কান্তিপুঞ্জযুক্ত বিচিত্র আচ্ছাদনকে অর্থাৎ উহার ছাদকে প্রবরমণি ও মুক্তাসমূহ অবলম্বন করিয়াছে। ঐ সিংহাসনে তূলাপূর্ণ বস্ত্রনির্মিত আসন ও চন্দ্রতুল্য মৃদুপ্রান্তযুক্ত পৃষ্ঠোপধান (পৃষ্ঠবালিশ) শোভা পাইতেছে। স্বর্ণমণিময় মন্ত্রাক্ষরে চিত্রিত ও অষ্টকোণে অষ্টচরণযুক্ত ঐ সিংহাসন ধ্যানগম্য হইতেছে ॥৪১॥ ঐ সিংহাসনমধ্যে শ্রীগৌরচন্দ্রকে স্মরণ করিবেন। শ্রীগৌরের বামে শ্রীল গদাধর এবং দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দকে স্মরণ করিয়া শ্রীঅদ্বৈত এবং তাঁহার দক্ষিণে পণ্ডিতোত্তম শ্রীবাসকে স্মরণ করিবেন। তারপর সিংহাসনের চতুর্দিকে সুবেষ্টিত শ্রীভক্তবৃন্দকে স্মরণ করিবেন। স্বীয় স্বীয়গণান্বিত রূপ-স্বরূপপ্রমুখ শ্রীগৌরভক্তবৃন্দমধ্যে স্বগণস্থ গুরুবর্গকে স্মরণ করিবেন ॥৪২--৪৪॥ এই সকল স্মরণ বিষয়ে প্রথমে শ্রীগুরুস্মরণ কর্ত্তব্য, উহা সনৎকুমার সংহিতায় উক্ত আছে;

তত্রাদৌ শ্রীগুরুস্মরণং যথা সনৎকুমারসংহিতায়াম্—

শশাঙ্কাযুতসংকাশং বরাভয়লসৎকরম্ ।
শুক্লাম্বরধরং দিব্যশুক্লমাল্যানুলেপনম্ ॥৪৫॥
প্রসন্নবদনং শান্তং ভজনানন্দনির্বৃতম্ ।
দিব্যরূপধরং ধ্যায়েৎ বরদং কমলেক্ষণম্ ॥৪৬॥
সুন্দরং দ্বিভুজং গৌরং কৈশোরবয়সোজ্জ্বলম্ ।
রূপপূর্ব্বগুরুগণানুগতং সেবনোৎসকম্ ।
এবং রূপং গুরুং ধ্যায়েন্মনসা সাধকঃ শুচিঃ ॥৪৭॥

তৎসমীপে সেবোৎসুকমাত্মানং ভাবয়েদ্ যথা—

দিব্যশ্রীহরিমন্দিরাঢ্যতিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনামবর্ণসুভগং শ্রীখণ্ডলিপ্তং পুনঃ ।
শুদ্ধং শুভ্রনবাম্বরং বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েচ্ছ্রীগুরুপাদপদ্মনিকটে সেবোৎসুকাঞ্চাত্মনঃ ॥৪৮॥

যথা—যিনি অযুতচন্দ্রতুল্য সমুজ্জ্বল ও সুশীতল, বর ও অভয়দানমুদ্রায় যাঁহার করযুগল শোভমান, যিনি শুক্লাম্বরধারী, অলৌকিক শুক্ল মাল্য ও অনুলেপনে ভূষিত, প্রসন্ন বদন, শান্ত, ভজনানন্দে আনন্দিত, দিব্যরূপধর অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, বরদ, কমলনেত্র, সুন্দর, দ্বিভুজ, গৌরবর্ণ, কৈশোর বয়সে উজ্জ্বল, শ্রীরূপপ্রমুখ গুরু (আচার্য্য) গণের অনুগত ও ভগবৎসেবনে উৎকণ্ঠিত, এইরূপ গুরুদেবকে সাধক শুচি হইয়া মনদ্বারা স্মরণ করিবেন ॥৪৫—৪৭॥ সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ সমীপে সাধক নিজকে সেবোৎসুকরূপে ভাবনা করিবেন। যথা—ললাটে শ্রীহরিমন্দির (তিলক), কণ্ঠে সুমাল্য, বক্ষঃস্থলে সুন্দর শ্রীনামাক্ষর ও প্রসাদী চন্দন, অঙ্গে নিত্যই শুভ্র সূক্ষ্ম নবাম্বর ধারণ করেন, সাধক এই প্রকার স্বীয় সুবিমল তনুকে শ্রীগুরুপাদপদ্মনিকটে সেবোৎসুকতার সহিত ধ্যান করিবেন ॥৪৮॥ তদনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের ধ্যান করিবেন—সুন্দর মুক্তামালায় যাঁহার কেশ নিবদ্ধ হইয়াছে, যাঁহার বদনচন্দ্রে সুমৃদুহাস্যসুধা, শ্রীঅঙ্গে চন্দনাগুরুচর্চ্চা এবং বিচিত্র বসন বিরাজ করিতেছে,

ততঃ শ্রীগৌরচন্দ্রং ধ্যায়েৎ—

শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং সুস্মেরচন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরুচারুচিত্রবসনং স্রগ্ দিব্যভূষাঞ্চিতম্।
নৃত্যাবেশরসানুমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যকনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে ॥৪৯॥

ততঃ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুং ধ্যায়েৎ—

কঞ্জারেন্দ্রবিনিন্দিসুন্দরগতিং শ্রীপাদমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামসদম্বরং তনুরুচা সান্ধ্যেন্দুসংমর্দ্দকম্।
প্রেমোদ্ঘূর্ণসুকঞ্জখঞ্জনমদাজিন্নেত্রহাস্যাননং
নিত্যানন্দমহং স্মরামি সততং ভূষোজ্জ্বলাঙ্গশ্রিয়ম্ ॥৫০॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুং ধ্যায়েৎ—

সদ্ভক্তালিনিষেবিতাঙ্ঘ্রিকমলং কুন্দেন্দুশুক্লাম্বরং
শুদ্ধস্বর্ণরুচিং সুবাহুযুগলং স্মেরাননং সুন্দরম্।
শ্রীচৈতন্যদৃশং বরাভয়করং প্রেমাঙ্গভূষাঞ্চিত-
মদ্বৈতং সততং স্মরামি পরমানন্দৈককন্দং প্রভুম্ ॥৫১॥

যিনি মাল্য ও দিব্যভূষায় বিভূষিত এবং নৃত্যাবেশরূপ রসানন্দে মধুর, কন্দর্প হইতেও বেশে সমুজ্জ্বল সেই কনকদ্যুতি শ্রীচৈতন্য নিজজনগণ কর্তৃক সংসেব্যমান হইতেছেন, আমি তাঁহাকে ভজন করি ॥৪৯॥ অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ধ্যান করিবেন—যাঁহার সুন্দর চরণগতি শ্রেষ্ঠ গজগতিকে নিন্দা করে, যাঁহার শ্রীঅঙ্গে ইন্দীবর শ্রেণীর ন্যায় সুন্দর নীলাম্বর শোভা পায়, যিনি তনুকান্তিতে সন্ধ্যা-কালীন পূর্ণেন্দুকে সংমর্দ্দন করেন, যাঁহার প্রেম ঘূর্ণন নেত্রযুগল সুকঞ্জ ও খঞ্জনের গর্ব্বকে জয় করিতেছে, যাঁহার উজ্জ্বলাঙ্গশ্রী ভূষণস্বরূপ সেই সহাস্যবদন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে নিত্যই স্মরণ করি ॥৫০॥ সেই প্রকার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ধ্যান করিবেন—যাঁহার শ্রীপদকমল ভক্তগণ কর্তৃক নিষেবিত হন, যিনি কুন্দেন্দুবৎ শুক্লবস্ত্রধারী, শুদ্ধস্বর্ণকান্তি, সুবাহুযুগলে সুশোভিত, স্মেরানন ও সুন্দর, যিনি শ্রীচৈতন্যবদনদর্শনে নেত্রার্পণ করিতেছেন, বরাভয়কর, প্রেমাঙ্গ-ভূষায় বিভূষিত সেই পরমানন্দকন্দ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে সর্ব্বদা স্মরণ করি ॥৫১॥

ততঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতং ধ্যায়েৎ

কারুণ্যৈকমরন্দপদ্মচরণং চৈতন্যচন্দ্রদ্যুতিং
তাম্বূলার্পণভঙ্গিদক্ষিণকরং শ্বেতাম্বরং সদ্বরম্।
প্রেমানন্দতনুং সুধাস্মিতমুখং শ্রীগৌরচন্দ্রেক্ষণং
ধ্যায়েচ্ছ্রীলগদাধরং দ্বিজবরং মাধুর্য্যভূষোজ্জ্বলম্ ॥৫২॥

ততঃ শ্রীবাসাদীন্ ধ্যায়েৎ—

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপাঃ সৎপ্রেমভূষোজ্জ্বলাঃ
শুদ্ধস্বর্ণরুচো দৃগম্বুপুলকস্বেদৈঃ সদঙ্গশ্রিয়ঃ।
সেবোপায়নপাণয়ঃ স্মিতমুখাঃ শুক্লাম্বরাঃ সদ্বরাঃ
শ্রীবাসাদিমহাশয়ান্ সুখময়ান্ ধ্যায়েম তান্ পার্ষদান্ ॥৫৩॥

অনন্তর শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে ধ্যান করিবেন—যাঁহার চরণপদ্ম কারুণ্যমকরন্দে পূর্ণ, যিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রতুল্য দীপ্তিবিশিষ্ট, শ্রীচৈতন্যবদনে তাম্বূলার্পণ করিতে যাঁহার দক্ষিণহস্ত ভঙ্গিযুক্ত, যিনি শ্বেতাম্বরধারী, সাধুশ্রেষ্ঠ, প্রেমানন্দবিগ্রহ ও সুধাস্মিতমুখ, শ্রীগৌররূপদর্শনে যাঁহার নেত্র সমাসক্ত, মাধুর্য্যভূষায় বিভূষিত সেই দ্বিজবর গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুকে ধ্যান করি ॥৫২॥ তারপর শ্রীবাস প্রভৃতিকে ধ্যান করিবেন—যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-পদকমলমধুপ, সৎপ্রেমভূষায় উজ্জ্বল, ও শুদ্ধস্বর্ণবর্ণ, অশ্রুপুলক ও স্বেদে যাঁহাদের অঙ্গ সুশোভিত, হস্তে সেবোপায়ন ও বদনে স্মিত বিরাজিত, এবম্ভূত সাধুশ্রেষ্ঠ শুক্লবসনধারী শ্রীবাসাদি সুখময় পার্ষদগণকে আমরা ধ্যান করি ॥৫৩॥ এই সকল স্মরণের পর শ্রীগুরুদেবের আদেশে * ষোড়শোপচারাদি-দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূলমন্ত্রেই (ষড়ক্ষর গৌরমন্ত্রেই) শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা

---

* আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দনা—এই ষোড়শ উপাচার।

দশোপচার—অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, মধুপর্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

ইতি স্মরণানন্তরং শ্রীগুরোরাজ্ঞয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুং ষোড়শোপচারাদিভিঃ তন্মূলমন্ত্রেণৈব পূজয়েৎ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুমন্ত্রোদ্ধারো যথা উর্দ্ধাম্নায়ে শ্রীব্যাসং প্রতি শ্রীনারদ-বাক্যম্ (৩।১৪—১৬)

অহো গূঢ়তমঃ প্রশ্নো ভবতা পরিকীর্ত্তিতঃ।
মন্ত্রং বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্ মহাপুণ্যপ্রদং শুভম্ ॥৫৪॥
'ক্লীং গৌরায় নমঃ' ইতি সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ।
মায়ারমানঙ্গবীজৈঃ বাগ্‌বীজেন চ পূজিতঃ।
ষড়ক্ষরঃ কীর্ত্তিতোহয়ং মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ ॥৫৫॥

মন্ত্রো যথা—"ক্লীং গৌরায় নমঃ ; "হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ গৌরায় নমঃ"

"এতৎ পাদ্যম্, এতদর্ঘ্যম্, এতদাচমনীয়ম্, এষ গন্ধঃ, এতৎ পুষ্পম্, এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতন্নৈবেদ্যম্, এতৎ পানীয়জলম্, ইদমাচমনীয়ম্, এত-ত্তাম্বূলম্, এতদ্‌গন্ধমাল্যম্, এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ" ইত্যাদি।

করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্রোদ্ধার উর্দ্ধাম্নায় সংহিতায় উক্ত আছে। শ্রীবেদব্যাসের প্রতি শ্রীনারদবাক্য—হে ব্রহ্মন্ আপনি প্রশ্ন করিতেছেন ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ কোন্ মন্ত্রে পূজিত হন ? এইরূপ প্রশ্নই গূঢ়তম। ঐ মন্ত্র বলিতেছি—উহা মহাপুণ্যপ্রদ ও শুভ স্বরূপ ॥৫৪॥ মায়া, রমা, অনঙ্গ ও বাক্ (সরস্বতী) বীজের সংযোগে "গৌরায় নমঃ" পূজিত হয় অর্থাৎ যেরূপ 'ক্লীং গৌরায় নমঃ' তদ্রূপ 'হ্রীঁ গৌরায় নমঃ' শ্রীঁ গৌরায় নমঃ' ইত্যাদি রূপে ষড়ক্ষর মন্ত্র আদৃত হয়। ইহা হইলেও কামবীজ সংপুটিত 'ক্লীং গৌরায় নমঃ' এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সকল লোকেই পূজিত হইয়া থাকেন (এতাদৃশ গৌরমন্ত্র মহাপ্রেমদান করেন)। আপনার নিকট এই ষড়ক্ষর মন্ত্ররাজ কীর্ত্তন করিলাম, ইহা কল্পদ্রুম সদৃশই অর্থাৎ সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধিদায়ক ॥৫৫॥ "এতৎ পাদ্যং ক্লীং গৌরায় নমঃ" বলিয়া পাদ্য দিবেন। এইরূপ অন্যান্য উপচার প্রয়োগও বুঝিতে হইবে *। এইরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পূজা করিতে

---

* মৎপ্রকাশিত শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা গ্রন্থের অনুবাদে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রভৃতির পূজাবিধি সাধকগণের সুবোধ্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে দ্রষ্টব্য।

এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুং পূজয়েৎ, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভোর্মন্ত্রোদ্ধারো যথা (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ধরণীশেষসম্বাদে)—

ইতি নামাষ্টশতকং মন্ত্রং নিবেদিতং শৃণু।
ময়া ত্বয়ি পুরা প্রোক্তং কামবীজেতি সংজ্ঞকম্ ॥৫৬॥
বহ্নিবীজেন পূতান্তে চাদৌ দেব নমস্তথা।
জাহ্নবীপদং তত্রৈব বল্লভায় ততঃ পরম্ ॥
ইতি মন্ত্রো দ্বাদশার্ণঃ সর্ব্বত্রৈব মনোহরঃ ॥৫৭॥

মন্ত্রো যথা—"ক্লীং দেবজাহ্নবীবল্লভায় স্বাহা"
ইতি মন্ত্রেণৈব পূজয়েৎ, এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুং পূজয়েৎ।
অথ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভোর্মন্ত্রোদ্ধারো যথা পাদ্মে—

অহো গূঢ়তমঃ প্রশ্নো নারদ মুনিসত্তম।
ন প্রকাশ্যস্ত্বয়া হ্যেতদ্ গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং মহৎ ॥৫৮॥
কামবীজসমাযুক্তা অদ্বৈত-বহ্নিনায়িকা।
ঙেহন্তা বৈ ঋষিবর্ণোঽয়ং মন্ত্রঃ সর্ব্বাতিদুর্ল্লভঃ ॥৫৯॥

হইবে। শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রোদ্ধার ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শেষ ধরণী সম্বাদে উক্ত আছে। উক্তির তাৎপর্য্য যথা—মন্ত্রের আদিতে কামবীজ সংযুক্ত দেব তথা নমঃ শব্দ থাকিবে, অন্তে স্বাহা, এই মন্ত্রে জাহ্নবী পদের পর বল্লভায় পদ থাকিবে। কামবীজসংযুক্ত দেব শব্দ দিয়াই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নিত্যানন্দপ্রভুর এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রই সর্ব্ব-মনোহর ॥৫৬, ৫৭॥ মন্ত্র যথা—ক্লীং দেব ইত্যাদি। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর এই মন্ত্র দ্বারাই তাঁহার পূজা করিয়া অনন্তর সেই প্রকার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মন্ত্র দ্বারাই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পূজা করিবেন। শ্রীঅদ্বৈত মন্ত্রোদ্ধার পদ্মপুরাণে উক্ত আছে—হে মুনিসত্তম নারদ! আপনি গূঢ়তম প্রশ্ন (শ্রীঅদ্বৈতমন্ত্র বিষয়ক প্রশ্ন) করিতেছেন, এই মহৎ প্রশ্নের উত্তর আপনি কোন স্থানে প্রকাশ করিবেন না, যেহেতু ইহা গুহ্য হইতে গুহ্যতর। কামবীজ সমাযুক্ত অদ্বৈত চতুর্থ্যন্ত এবং বহ্নিনায়িকা (স্বাহা) এই সপ্তার্ণ অদ্বৈতমন্ত্র সকলের পক্ষে অতি দুর্ল্লভ জানিবেন ॥৫৮, ৫৯॥ মন্ত্র যথা—ক্লীং অদ্বৈত ইত্যাদি।

মন্ত্রো যথা—"ক্লীং অদ্বৈতায় স্বাহা"

তদনন্তরং শ্রীমন্মহাপ্রভোঃ শেষনির্ম্মাল্যেন শ্রীগদাধরপণ্ডিতং পূজয়েৎ তন্মন্ত্রেণৈব, শ্রীগদাধরপণ্ডিতমন্ত্রো যথা—"শ্রীঁ গদাধরায় স্বাহা"

অথ তত্রৈব শ্রীশ্রীবাসাদিভক্তান্ গুরুবর্গাদীন্ মহাপ্রভুনির্ম্মাল্যপ্রসাদেন পূজয়েৎ, স্বস্বনামচতুর্থ্যন্তেন শ্রীগুরুদেবং তু তন্মূলমন্ত্রেণৈব পূজয়েৎ।

শ্রীগুরুমন্ত্রোদ্ধারো যথা বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে সূতশৌনকসম্বাদে—

"শ্রীঁ গুমিত্যেব ভগবদ্‌গুরবে বহ্নিবল্লভা।
দশার্ণমন্ত্ররাজশ্চ সর্ব্বকার্য্যেষু রক্ষিতা॥"৬৩॥

মন্ত্রো যথা—"শ্রীং গুং ভগবদ্‌গুরবে স্বাহা"

ততোঽবশেষনির্ম্মাল্যাদিকং গৃহ্নীয়াৎ; স্থানান্তরে চ সংস্থাপ্য প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা আরাত্রিকং কুর্য্যাৎ। তদনন্তরং চামরব্যজনাদিকং কৃত্বা শ্রীগুরুপার্শ্বে তিষ্ঠন্ ধ্যানানুক্রমেণ নিরীক্ষণং কৃত্বা ততো বহিঃপূজয়েৎ। বহিঃপূজাং কৃত্বানন্তরং স্বস্বগায়ত্রীমন্ত্রান্ জপেৎ ক্রমাৎ—

তত্রাদৌ শ্রীগুরুগায়ত্রী যথা পাদ্মে—

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পূজানন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষনির্ম্মাল্যদ্বারা শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে তদীয় মন্ত্রেই পূজা করিবেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত মন্ত্র যথা—শ্রীঁ ইত্যাদি। অনন্তর সেই প্রকার শ্রীশ্রীবাসাদিভক্তগণকে এবং শ্রীগুরুবর্গাদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ম্মাল্যপ্রসাদে পূজা করিবেন। শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তগণকে এবং পরমগুরুপ্রভৃতিকে তাঁহাদের স্বস্বনামের চতুর্থ্যন্ত উচ্চারণ করিয়া (অর্থাৎ "এষ প্রসাদী গন্ধঃ শ্রীবাসায় নমঃ" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া) পূজা করিবেন। শ্রীগুরুপূজা কিন্তু তদীয় মন্ত্রদ্বারাই (শ্রীগুরুমন্ত্রদ্বারাই) করিতে হইবে। বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে সূতশৌনকসংবাদে শ্রীগুরুমন্ত্র উক্ত আছে। যথা—"শ্রীং গুং এই বীজ তদনন্তর 'ভগবদ্‌গুরবে' অন্তে বহ্নিবল্লভা (স্বাহা)। এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ (গুরুমন্ত্র) সর্ব্বকার্য্যের রক্ষাকারী অর্থাৎ প্রতিটী মঙ্গলকার্য্যই শ্রীগুরুমন্ত্রজপাদিকে অপেক্ষা করে বলিয়া সর্ব্বকার্য্যের শ্রীগুরুমন্ত্রই রক্ষাকর্ত্তা। মন্ত্র যথা—শ্রীং গুং ইত্যাদি। তদনন্তর অবশেষ নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ করিবেন। তাহা স্থানান্তরে স্থাপন

শ্রীং গুরুদেবায় বিদ্মহে গৌরপ্রিয়ায় ধীমহি তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ।

প্রথমং মন্ত্রগুরোঃ পূজা পশ্চাচ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥৬১॥
ধ্যানাদৌ শ্রীগুরোর্মূর্ত্তিং পূজাদৌ চ গুরোঃ পূজাম্।
জপাদৌ চ গুরোর্মন্ত্রং হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥৬২॥

ততো জপলক্ষণং যথা (শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ১৭।১৪৩, ১২৯)—

ন কম্পয়েচ্ছিরো গ্রীবাং দন্তান্নৈব প্রকাশয়েৎ
মনঃসংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনম্ ॥৬৩॥
মনোমধ্যে স্থিতো মন্ত্রো মন্ত্রমধ্যে স্থিতং মনঃ।
মনোমন্ত্রং সমাযুক্তমেতদ্ধি জপলক্ষণম্ ॥৬৪॥

অথ জপাঙ্গুল্যাদিনিয়মঃ (শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ১৭।১১৬—১২০)—

তত্রাঙ্গুলিজপং কুর্ব্বন্ সাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিভির্জপেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন বিনা কর্ম্ম কৃতন্তদফলং ভবেৎ ॥৬৫॥

করিয়া প্রভুপাদপদ্মে (প্রভুত্রয়ের পাদপদ্মে) পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আরতি করিবেন, তদনন্তর চামরব্যজনাদি করিয়া শ্রীগুরুপার্শ্বে অবস্থিত হইয়া ধ্যানানুক্রমে নিরীক্ষণ করিয়া তারপর (এ পর্য্যন্ত কথিত মানসপূজার পর) সাধক যথাবস্থিত দেহে বহিঃপূজা (শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রভৃতির শ্রীমূর্ত্তিপূজা) করিবেন। পূজা শেষ করিয়া স্ব-স্ব গায়ত্রীমন্ত্রসমূহ ক্রমপূর্ব্বক জপ করিবেন। প্রথমে জপ্য শ্রীগুরুগায়ত্রী যথা—শ্রীগুরুদেবায় ইত্যাদি। শ্রীভগবান বলেন—প্রথমে মন্ত্রগুরুর পূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিলে সিদ্ধি (প্রেম) প্রাপ্তি হয়, নতুবা পূজা নিষ্ফল হয়। ধ্যানের প্রথমে শ্রীগুরুমূর্ত্তির ধ্যান, পূজার আদিতে শ্রীগুরুপূজা, মন্ত্রজপের প্রথমে শ্রীগুরুমন্ত্র জপ করিতে হয়, নতুবা ধ্যানাদি নিষ্ফল হয় ॥৬০—৬২॥ * তারপর জপ লক্ষণ যথা—সাধক মস্তক গ্রীবা কম্পন করিবেন না। দন্তসমূহ প্রকাশ করিবেন না। বিষয় সমূহ হইতে মনের প্রত্যাহারকে শৌচ, মন্ত্রার্থ চিন্তনকে মৌন বলে ॥ ৬৩ ॥ মনমধ্যে স্থিত মন্ত্র ও মন্ত্রমধ্যে স্থিত মন অর্থাৎ মন ও মন্ত্র সমাযুক্ত হইলে

---

* শ্রীগুরুপূজাবিধি মৎপ্রকাশিত সাধনামৃতচন্দ্রিকাগ্রন্থের অনুবাদে দ্রষ্টব্য।

কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা চতুর্থী তর্জ্জনী মতা।
তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বা স্যুর্মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা ॥৬৬॥
পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া জপকালে বিবর্জ্জয়েৎ।
এবং মেরুং বিজানীয়াদ্ ব্রহ্মণা দূষিতং স্বয়ম্ ॥৬৭॥
আরভ্যানামিকামধ্যাৎ প্রদক্ষিণমনুক্রমাৎ।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং ক্রমাদ্ দশসু পর্ব্বসু ॥৬৮॥
অঙ্গুলীর্ন বিযুঞ্জীত কিঞ্চিৎ সঙ্কোচয়েত্তলম্।
অঙ্গুলীনাং বিয়োগে তু ছিদ্রেষু স্রবতে জপঃ ॥৬৯॥

'মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা' ইত্যুক্তেঃ কেচিৎ মধ্যমামধ্যপর্ব্ব গৃহ্নন্তি তন্ন।

অথ জপক্রমো যথা—

প্রথমং গুরুদেবস্য মন্ত্রগায়ত্রীং সংস্মরেৎ।
ততঃ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য গায়ত্র্যুচ্চারণং তথা ॥৭০॥

জপলক্ষণ প্রকাশ পায় বুঝিতে হইবে ॥৬৪॥ অনন্তর জপে অঙ্গুলী প্রভৃতির নিয়ম বলা হইতেছে—অঙ্গুলীজপে অঙ্গুষ্ঠসহ অঙ্গুলীদ্বারা জপ করিতে হয়। অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত জপ করিলে তাহা বিফল হয় ॥৬৫॥ কনিষ্ঠা, অনামা, মধ্যা ও চতুর্থী তর্জ্জনী; অঙ্গুলী ত্রয়ের তিন তিন পর্ব্ব ও মধ্যমার একপর্ব্ব এই দশ, পর্ব্বে জপ করা উচিত ॥৬৬॥ জপ সময়ে মধ্যমার পর্ব্বদ্বয় বর্জন করিবেন। মধ্যমার ঐ পর্ব্বদ্বয়কে মেরু বলিয়া জানিবেন। প্রজাপতি স্বয়ং ঐ পর্ব্বদ্বয়কে দূষিত করিয়া রাখিয়াছেন ॥৬৭॥ অনামার মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্ত ক্রমপূর্ব্বক দশপর্ব্বে জপ করিবেন ॥৬৮॥ অঙ্গুলী পরস্পর পৃথক্ করিতে নাই, তলদেশ ঈষৎ সঙ্কুচিত ভাবে রাখিতে হয়, যদি অঙ্গুলী সমুহ পরস্পর বিযুক্ত হয় তাহা হইলে মধ্যগত রন্ধ্রদ্বারা জপ স্রবিত হইয়া যায় ॥৬৯॥ মধ্যমার একপর্ব্ব এই উক্তি থাকাতে কেহ কেহ মধ্যমার মধ্যপর্ব্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা নহে। অনন্তর জপক্রম বলা হইতেছে—প্রথমে শ্রীগুরুদেবের মন্ত্র ও গায়ত্রী সম্যক্ স্মরণ করিবেন। তার পর শ্রীগৌরচন্দ্রের গায়ত্রী উচ্চারণ করিবেন ॥৭০॥ সেই প্রকার শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের মন্ত্র ও গায়ত্রী সম্যক্ স্মরণ করিবেন। তার পর

শ্রীলাবধূতেন্দ্রাদ্বৈতমন্ত্রগায়ত্র্যৌ সংস্মরেৎ।
ততঃ শ্রীগদাধরস্য শ্রীবাসপণ্ডিতস্য চ ॥৭১॥

শ্রীগুরুদেবস্য **মন্ত্রো** যথা—"শ্রীং গুং ভগবদ্গুরবে স্বাহা"

অথ **গায়ত্রী**—শ্রীং গুরুদেবায় বিদ্মহে, গৌরপ্রিয়ায় ধীমহি, তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ।

ইতি শ্রীগুরুগায়ত্রীস্মরণানন্তরং গুরুবর্গান্ স্মরেৎ ; স্মরণক্রমো যথা—

শ্রীগুরুপরমগুরুরিত্যাদিক্রমেণ স্ব-স্বপ্রণাল্যনুসারেণ স্ব-স্বপরিবারেশ্বরপরমপরমেষ্ঠিগুরুপর্য্যন্তং ধ্যানং কৃত্বা স্বীয়স্বীয়নামানি চতুর্থ্যন্তং কৃত্বা জপানন্তরং শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ স্মরেৎ।

যথা **শ্রীমহাপ্রভুমন্ত্রঃ**—"ক্লীং গৌরায় স্বাহা"

গায়ত্রী—"ক্লীং চৈতন্যায়, বিদ্মহে, বিশ্বম্ভরায় ধীমহি, তন্নো গৌরঃ প্রচোদয়াৎ।"

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুমন্ত্রো যথা—"ক্লীং দেবজাহ্নবীবল্লভায় স্বাহা"

গায়ত্রী—ক্লীং নিত্যানন্দায় বিদ্মহে সঙ্কর্ষণায় ধীমহি, তন্নো বলঃ প্রচোদয়াৎ।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুমন্ত্রো যথা—"ক্লীং অদ্বৈতায় স্বাহা"

শ্রীগদাধরের তার পর শ্রীবাস পণ্ডিতের মন্ত্র ও গায়ত্রী স্মরণ করিবেন ॥৭১॥ শ্রীগুরুদেবের মন্ত্র যথা—শ্রীং গুং ইত্যাদি। শ্রীগুরুগায়ত্রী যথা—শ্রীং গুরু ইত্যাদির অর্থ—আমরা শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ হরিরূপেই জানি, কিন্তু তাঁহাকে শ্রীগৌরহরির প্রিয়রূপেই ধ্যান করিয়া থাকি ; সেই শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে স্বীয় শ্রীচরণদাস্যে নিয়োজিত করুন। (গৌরবার্থে বহুবচন হইয়াছে, এই প্রকার শ্রীগৌর প্রভৃতির গায়ত্রীর অর্থ বুঝিতে হইবে)। শ্রীগুরুগায়ত্রীর স্মরণের পর গুরুবর্গকে স্মরণ করিবেন। স্মরণক্রম যথা— শ্রীগুরু পরমগুরু ইত্যাদি ক্রমে স্ব-স্বপ্রণালী অনুসারে স্ব-স্বপরিবারের ঈশ্বর ও পরমপরমেষ্ঠিগুরুপর্য্যন্ত ধ্যান করিয়া তাঁহাদের স্ব-স্বনামের চতুর্থ্যন্ত করিয়া (পরমগুরবে পরাৎপরগুরবে ইত্যাদিরূপে) জপ করিবেন। জপানন্তর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মন্ত্র ও গায়ত্রী স্মরণ করিবেন। যথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্র

গায়ত্রী—"ক্লীং অদ্বৈতায় বিদ্মহে, মহাবিষ্ণবে ধীমহি, তন্নো অদ্বৈত প্রচোদয়াৎ।"

শ্রীগদাধরপণ্ডিতস্য মন্ত্রো যথা—"শ্রীং গদাধরায় স্বাহা"

গায়ত্রী—গাং গদাধরায় বিদ্মহে, পণ্ডিতাখ্যায় ধীমহি তন্নো গদাধরঃ প্রচোদয়াৎ।

শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতস্য মন্ত্রো যথা—"শ্রীং শ্রীবাসায় স্বাহা"

গায়ত্রী—"শ্রীং শ্রীবাসায় বিদ্মহে, নারদাখ্যায় ধীমহি তন্নো ভক্তঃ প্রচোদয়াৎ।"

শ্রীশ্রীগৌরগদাধর**মন্ত্রো** যথা—"ক্লীং শ্রীং গৌরগদাধরায় স্বাহা"

অনন্তরং স্তবপ্রণামাদি কৃত্বা শ্রীগৌরচন্দ্রাষ্টকালীয়সূত্রানুসরেণ স্মরেৎ

শ্রীগৌরচন্দ্রাষ্টকালীয়সূত্রং যথা—

গৌরস্য শয়নোত্থানাৎ পুনস্তচ্ছয়নাবধি।
নানোপকরণৈঃ কুর্য্যাৎ সেবনং তত্র সাধকঃ ॥১২॥

কারিকা—নানোপকরণৈরিতি কালে কালে বিবিধপরিচর্য্যাং বিদধ্যাৎ।

কালনিয়মো যথা শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রস্য—

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রস্য চরিতামৃতমদ্ভুতম্।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং নিত্যং মানসসেবনোৎসুকঃ ॥১৩॥

—ক্লীং ইত্যাদি। মন্ত্রগায়ত্রী স্মরণানন্তর স্তবপ্রণামাদি করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের অষ্টকালীয় সূত্রানুসারে স্মরণ করিবেন। ঐ অষ্টকালীয় সূত্র যথা—সাধক মানসদেহে শ্রীগৌরচন্দ্রের শয়নোত্থান হইতে (প্রাতঃকাল হইতে) পুনস্তৎ শয়নপর্য্যন্ত নানাবিধ উপকরণে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিবেন ॥১২॥ এ বিষয়ে কারিকা—নানোপকরণ থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে—সাধক কালে কালে বিবিধ পরিচর্য্যা করিবেন। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের কাল নিয়ম যথা—শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের চরিতামৃত অতি অদ্ভুত। মানসে সেবনোৎসুক সাধক তাহা নিত্যই চিন্তা করিবেন ॥১৩॥ নিশান্তে শ্রীগৌরচন্দ্রের নিজ মন্দিরে শয়ন, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থান ও স্নান-ভোজনাদি চিন্তা করিবেন ॥১৪॥ পূর্ব্বাহ্নে ভক্তমন্দিরে (শ্রীকৃষ্ণলীলাস্মরণে) পরমোৎকণ্ঠিত, মধ্যাহ্নে শ্রীগঙ্গাতটে

নিশান্তে গৌরচন্দ্রস্য শয়নঞ্চ নিজালয়ে।
প্রাতঃকালে কৃতোত্থানং স্নানং তদ্‌ভোজনাদিকম্ ॥৭৪॥
পূর্ব্বাহ্নসময়ে ভক্তমন্দিরে পরমোৎসুকম্।
মধ্যাহ্নে পরমাশ্চর্য্যকেলিং সুরসরিত্তটে ॥৭৫॥
অপরাহ্নে নবদ্বীপভ্রমণং ভূরিকৌতুকম্।
সায়াহ্নে গমনং চারু-শোভনং নিজমন্দিরে ॥৭৬॥
প্রদোষে প্রিয়বর্গাঢ্যং শ্রীবাসভবনে তথা।
নিশায়াং স্মরেদানন্দং শ্রীমৎসংকীর্ত্তনোৎসবম্ ॥৭৭॥

এবং শ্রীচৈতন্যদেবং নিষেব্য সিদ্ধদেহেন শ্রীকৃষ্ণসেবাঙ্গং বিদধ্যাৎ।

অত্র কারিকা—

তচ্চিন্তনাদিসময়ে কুর্য্যাৎ তদনুসারতঃ।
চিন্তনং তু তয়োস্তত্র বসন্ গুরুগণান্বিতঃ ॥৭৮॥
পুনশ্চাক্ষুষলীলেঽস্মিন্ সিদ্ধদেহেন সাধকঃ।
মনসা মানসীং সেবামষ্টকালোচিতাং ব্রজেৎ ॥৭৯॥
সাধকঃ সিদ্ধদেহেন কুর্য্যাৎ কৃষ্ণপ্রিয়াগৃহে।
গুরুরূপপ্রিয়াপার্শ্বে ললিতাদি সখীগণে ॥৮০॥

পরমাশ্চর্য্যক্রীড়াকারী শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করিবেন ॥৭৫॥ অপরাহ্নে শ্রীগৌরাঙ্গ অত্যন্ত কৌতুকসহ শ্রীনবদ্বীপ ভ্রমণ করেন। সায়াহ্নে নিজমন্দিরে গমন করিয়া মনোহর শোভা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥৭৬॥ প্রদোষে শ্রীবাস-ভবনে প্রিয়বর্গ সমন্বিত থাকেন, নিশায় সেই প্রকার প্রিয়গণসহ শ্রীমৎ সংকীর্ত্তনোৎসব প্রকাশ করেন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে আনন্দ সহকারে স্মরণ করিবেন ॥৭৭॥ এই প্রকার শ্রীচৈতন্যদেবের নিষেবন করিয়া সিদ্ধদেহে শ্রীকৃষ্ণসেবাঙ্গ নিষ্পন্ন করিবেন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালোচিত সেবা করিবেন। এই বিষয়ে কারিকা— সাধক শ্রীগুরুগণের মধ্যে বাস করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিন্তনাদি সময়ে শ্রীগুরুগণ যেমন চিন্তা করেন তদনুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিন্তা করিবেন। সাধক পুনরায় সিদ্ধদেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই চাক্ষুষ লীলায় অষ্টকালোচিত মানসী সেবা মনদ্বারা প্রাপ্ত হইবেন। সাধক সিদ্ধদেহে যাবট ও বৃষভানুপুরে

নিবাসং যাবটে নিত্যং গুরুরূপাসখীযুতঃ।
শ্রীযাবটপুরে শ্রীমদ্বৃষভানুপুরেঽপি চ ॥৮১॥
নন্দীশ্বরপুরে রাধাকৃষ্ণকুণ্ডতটদ্বয়ে।
শ্রীমদ্বৃন্দাবনে রম্যে শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশয়োঃ ॥৮২॥
প্রাতরাদ্যষ্টসময়ে সেবনন্তু ক্রমেণ চ।
নানোপকরণৈর্দিব্যৈর্ভক্ষ্যভোজ্যাদিভিঃ সদা।
চামরব্যজনাদ্যৈশ্চ পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥৮৩॥

সিদ্ধাঙ্গভাবনাক্রমো যথা—

কিশোরী গোপবনিতা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা।
পৃথুতুঙ্গকুচদ্বন্দ্বা চতুঃষষ্টিগুণান্বিতা ॥৮৪॥
নিগূঢ়ভাবা গোবিন্দে মদনানন্দমোহিনী।
নানারসকলালাপশালিনী দিব্যরূপিণী ॥৮৫॥
সঙ্গীতরসসংজাতভাবোল্লাসভরান্বিতা।
দিবানিশং মনোমধ্যে দ্বয়োঃ প্রেমভরাকুলা ॥৮৬॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না ভাবহাবাদিভূষিতা।
গুরুপ্রসাদজননী গুরুরূপাপ্রিয়ানুগা।
গান্ধর্ব্বিকাস্বযূথস্থা ললিতাদিগণান্বিতা ॥৮৭॥
স্বযূথেশ্বর্য্যনুগতা যাবটগ্রামবাসিনী।
চিন্তনীয়াকৃতিঃ সা চ কামরূপানুগামিনী ॥৮৮॥

শ্রীরাধিকাগৃহে ললিতাদি সখীগণ মধ্যে গুরুরূপা সখীর পার্শ্বে নিত্যই বাস করিবেন। নন্দীশ্বরপুরে শ্রীরাধাকুণ্ডশ্যামকুণ্ড তটে ও রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনে প্রাতরাদি অষ্টকালে দিব্য ভক্ষ্যভোজ্যাদি নানাবিধ উপকরণ এবং চামর-ব্যজনাদি ও পাদসম্বাহনাদি দ্বারা ক্রমপূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন ॥৭৮—৮৩॥ সাধকের ব্রজে গুরুদত্ত নিজ সিদ্ধদেহের ভাবনা যথা—কিশোরী গোপিবনিতা ইত্যাদির অর্থ সুগম। দ্বয়োঃ (শ্রীরাধাকৃষ্ণের)। কামরূপা-নুগামিনী অর্থাৎ কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী ॥৮৪—৮৯॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পার্শ্ববর্ত্তিনী ও নবযৌবনা। ইহার মাতা, পিতা ও পতিম্মন্যগোপের নাম-

চিদানন্দরসময়ী ক্রুতহেমসমপ্রভা।
সুচীননীলবসনা নানালঙ্কারভূষিতা ॥৮৯॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ পার্শ্ববর্ত্তিনী নবযৌবনা।
গুরুদত্তস্য ন্যায়েনাস্যা মাতা বর্গাদ্যমঞ্জরী। ॥৯॥
পিতা বর্গতৃতীয়াখ্যো বর্গান্তাক্ষরকঃ পতিঃ ॥৯০॥
নিবাসো যাবটে তস্যা দক্ষিণা মৃদ্বিকা হি সা।
শ্রীরাধাবস্ত্রসেবাঢ্যা নানালঙ্কারভূষিতা ॥৯১॥
অস্যৈব সিদ্ধদেহস্য সাধনানি যথাক্রমম্।
একাদশপ্রসিদ্ধানি লক্ষ্যন্তেঽতিমনোহরম্ ॥৯২॥
নাম রূপং বয়ো বেশঃ সম্বন্ধো যূথ এব চ।
আজ্ঞা সেবা পরাকাষ্ঠা পাল্যদাসী নিবাসকঃ ॥৯৩॥

এতেষাং বিশেষলক্ষণান্যুচ্যন্তে—(১) তত্রাদৌ নামলক্ষণম্—

শ্রীরূপমঞ্জরীত্যাদিনামাখ্যানানুরূপত।
চিন্তনীয়ং যথাযোগ্যং স্বনাম ব্রজসুভ্রুবাং ॥৯৪॥

নির্দ্দেশ হইতেছে—গুরুদত্ত নামাক্ষরগুলির বর্গের আদ্যাক্ষরে মাতার নাম, মাতা কিন্তু মঞ্জরী নহে। বর্গের তৃতীয়াক্ষরে পিতার নাম ও শেষাক্ষরে পতির নাম হইয়া থাকে * ॥৯০॥ ইঁহার নিবাস যাবটে, এ দক্ষিণা মৃদ্বী, শ্রীরাধার বস্ত্রসেবাঢ্যা ও নানালঙ্কারে ভূষিতা ॥৯০, ৯১॥ এই সিদ্ধদেহের যথাক্রমে একাদশ সাধন প্রসিদ্ধ আছে, যথা—নাম রূপ, বয়স, বেশ, সম্বন্ধ, যূথ, আজ্ঞা, সেবা, পরাকাষ্ঠা, পাল্যদাসী ও নিবাস ॥ ৯২, ৯৩॥ এই

---

* শ্রীগুরুদেব সাধকের সিদ্ধদেহের নাম, বর্ণ, বয়স ও বস্ত্র প্রভৃতি-উল্লেখ করেন কিন্তু তাহাকে ঐ সিদ্ধদেহের মাতা, পিতা ও পতির নাম নির্দ্দেশ করিতে হইলে স্বদত্তনামাক্ষর হইতে গ্রন্থোক্ত রীতিতে তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। "কবে বৃষভানুপুরে, আহীর গোপের ঘরে তনয়া হইয়া জনমিব। যাবটে আমার কবে, এ পাণি গ্রহণ হবে," ইত্যাদি প্রমাণেও সিদ্ধদেহের মাতা, পিতা ও পতি আছে বুঝিতে হইবে।

(২) অথ রূপম্—

রূপং যূথেশ্বরীরূপং ভাবনীয়ং প্রযত্নতঃ।

ত্রৈলোক্যমোহনং কামোদ্দীপনং গোপিকাপতেঃ ॥৯৫॥

(৩) অথ বয়ঃ—

বয়ো নানাবিধং তত্র যত্তু ত্রিদশবৎসরম্।

মাধুর্য্যাদ্ভুতকৈশোরং বিখ্যাতং ব্রজসুভ্রুবাম্ ॥৯৬॥

(৪) অথ বেশঃ—

বেশো নীলপটাদ্যৈশ্চ বিচিত্রালঙ্কৃতৈস্তথা।

স্বস্য দেহানুরূপেণ স্বভাবরসসুন্দরঃ ॥৯৭॥

(৫) অথ সম্বন্ধঃ—

সেব্যসেবকসম্বন্ধঃ স্বমনোবৃত্তিভেদতঃ।

প্রাণাত্যয়েঽপি সম্বন্ধং ন কদা পরিবর্ত্তয়েৎ ॥৯৮॥

(৬) অথ যূথঃ—

যথাযূথেশ্বরীযূথঃ সদা তিষ্ঠতি তদ্বশে।

তথৈব সর্ব্বথা তিষ্ঠেদ্ ভূত্বা তদ্বশবর্ত্তিনী ॥৯৯॥

(৭) অথ আজ্ঞা—

যূথেশ্বর্য্যাং শিরস্যাজ্ঞামাদায় হরিরাধয়োঃ।

যথোচিতাঞ্চ শুশ্রূষাং কুর্য্যাদানন্দসংযুতা ॥১০০॥

সকলের বিশেষ-লক্ষণ বলা হইতেছে, প্রথমে নাম লক্ষণ—শ্রীরূপমঞ্জরী ইত্যাদি ব্রজদেবীগণের নামানুরূপ নিজের যথাযোগ্য নামও চিন্তনীয়।৯৪॥ যূথেশ্বরীর রূপই রূপ, ইহা শ্রীকৃষ্ণের কামোদ্দীপক ও ত্রৈলোক্যমোহন, প্রযত্ন সহকারে তাহা চিন্তা করিতে হয় ॥৯৫॥ ব্রজসুন্দরীগণের নানাবিধ বয়স আছে, কিন্তু ত্রয়োদশ বৎসরই মাধুর্য্যাদ্ভুত কৈশোর, ইহা চিন্তনীয় ॥৯৬॥ নিজদেহানুরূপ নীল বস্ত্রাদি ও বিচিত্র অলঙ্কার দ্বারা রচিত বেশই স্বভাব সুন্দর উহা ধ্যেয়।৯৭॥ স্বমনোবৃত্তিভেদ বশতঃ সেব্য সেবক সম্বন্ধকে সম্বন্ধ বলে। প্রাণ ত্যাগেও উহাকে পরিবর্ত্তন করা যায় না।৯৮॥ যূথেশ্বরীর যূথ যেমন সদা তদ্বশীভূত হইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ তদ্বশবর্ত্তিনী হইয়া নিজের সিদ্ধ স্বরূপাও সর্ব্বদা অবস্থান করে ইহা চিন্তনীয় ॥৯৯॥ যূথেশ্বরীর আজ্ঞা

(৮) অথ সেবা—

চামরব্যজনাদীনাং সর্ব্বাজ্ঞাপ্রতিপালনম্।
ইতি সেবা পরিজ্ঞেয়া যথামতি বিভাগশঃ ॥১০১॥

(৯) অথ **পরাকাষ্ঠা**—

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্যদ্বদ্রূপমঞ্জরিকাদয়ঃ।
প্রাপ্তা নিত্যসখীত্বঞ্চ তথা স্যামিতি ভাবয়েৎ ॥১০২॥

(১০) অথ **পাল্যদাসী**—

পাল্যদাসী চ সা প্রোক্তা পরিপাল্যা প্রিয়ম্বদা।
স্বমনোবৃত্তিরূপেণ যা নিত্যপরিচারিকা ॥১০৩॥

(১১) অথ **নিবাসঃ**—

নিবাসো ব্রজমধ্যে তু রাধাকৃষ্ণস্থলী মতা।
বংশীবটশ্চ শ্রীনন্দীশ্বরশ্চাপ্যতিকৌতুকঃ ॥১০৪॥

অথ **মঞ্জরীগণনিষ্ঠা**—

অনঙ্গমঞ্জরী প্রোক্তা বিলাসমঞ্জরী তথা।
অশোকমঞ্জরী চেতি রসমঞ্জরিকা তথা ॥১০৫॥

মস্তকে গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের যথোচিতা সেবা আনন্দসহকারে কর্ত্তব্য ॥১০০॥ সর্ব্বপ্রকার আদেশ প্রতিপালন ও চামর ব্যজনাদি বিভাগীয় ঐ সেবা দুই প্রকারই যথামতি পরিজ্ঞেয় ॥১০১॥ যেরূপ শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্যসখীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ আমিও (নিত্যসখী) হইয়াছি, ইহা ভাবনা করিতে হয় ॥১০২॥ স্বমনোবৃত্তিরূপে নিত্যপরিচারিকা সেই প্রিয়ম্বদা পরিপাল্যা (সর্ব্বতোভাবে পালনীয়া) বলিয়াই পাল্যদাসী নামে অভিহিতা ॥১০৩॥ যাহাতে অতি কৌতুক আছে সেই বংশীবট, নন্দীশ্বর ও ব্রজমধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যবিহারস্থলীই সিদ্ধদেহের নিবাস স্থান ॥১০৪॥ অনন্তর সাধক সিদ্ধদেহে নিজের মঞ্জরীগণনিষ্ঠা ভাবনা করিবেন—অনঙ্গ, বিলাস, অশোক, রস, রসাল, কমল, করুণা ও গুণমঞ্জরী এই অষ্টমঞ্জরী ও অন্যান্য মঞ্জরী ইঁহারা সকলেই স্ব-স্ব নামে সুবিখ্যাতা ও রূপগুণলীলা-যৌবনাঢ্যা। গুরুদত্ত ইঁহাদের নামরূপাদির ভাবনা করিবেন। ইঁহাদের

রসালমঞ্জরী নাম্না তথা কমলমঞ্জরী।
করুণামঞ্জরী খ্যাতা বিখ্যাতা গুণমঞ্জরী ॥১০৬॥
এবং সর্ব্বাশ্চ বিখ্যাতাঃ স্ব-স্বনামাক্ষরৈঃ পরাঃ।
মঞ্জর্য্যো বহুশঃ রূপগুণশীলবয়োঽন্বিতাঃ ॥১০৭॥
নামরূপাদি তৎ সর্ব্বং গুরুদত্তঞ্চ ভাবয়েৎ।
তত্র তত্র স্থিতা নিত্যং ভজেৎ শ্রীরাধিকাহরী ॥১০৮
ভাবয়ন্ সাধকো নিত্যং স্থিত্বা কৃষ্ণপ্রিয়াগৃহে।
তদাজ্ঞাপালকো ভূত্বা কালেষষ্টসু সেবতে ॥১০৯॥
সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং ভাবনাময়ীম্।
আজ্ঞাসেবাপরাকাষ্ঠাকৃপালঙ্কারভূষিতাম্
ততশ্চ মঞ্জরীরূপান্ গুর্ব্বাদীনপি সংস্মরেৎ ॥১১০॥

অথ প্রাতঃপূর্ব্বাহ্নলীলাং স্মৃত্বা মধ্যাহ্নে সঙ্গমিতৌ রাধাকৃষ্ণৌ পরস্পরসঙ্গজনিতনানাসাত্ত্বিকবিকারভূষিতৌ ললিতাদিপ্রিয়সখীবৃন্দসনর্ম্মবাগ্বিলাসেন জনিতপরমানন্দৌ নানারসবিলাসচিহ্নৌ সংমগ্নমানসৌ বিহিতারণ্যলীলৌ বৃন্দারণ্যে সুমহীরুহমূলে যোগপীঠোপরি উপবিষ্টৌ এবম্ভূতৌ রাধাকৃষ্ণৌ সংস্মরেৎ।

মধ্যে অবস্থান করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন ॥১০৫—৮॥ সাধক শ্রীরাধাগৃহে নিজের নিত্যস্থিতি ভাবনাপূর্ব্বক মঞ্জরীগণের আদেশ পালন করিয়া অষ্টকালে সেবা করিবেন ॥১০৯॥ আজ্ঞা, সেবাপরাকাষ্ঠা, কৃপা এই ত্রয় অলঙ্কারতুল্য, ইহা দ্বারা ভূষিত হইয়া এবং ভাবনাময়ী সখীগণের সঙ্গিনীরূপ নিজেকে স্মরণ করিয়া মঞ্জরী আকৃতি গুরুবর্গাদিকে স্মরণ করিবেন ॥১১০॥ অনন্তর প্রাতঃ ও পূর্ব্বাহ্নলীলা স্মরণ করিয়া মধ্যাহ্নলীলা স্মরণ করিবেন। মধ্যাহ্নে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন হয়, মিলন-জনিত নানা সাত্ত্বিক বিকারে উভয়ের অঙ্গ বিভূষিত হয়। শ্রীললিতাদি সখীগণের পরিহাসময় বাগ্-বিলাসে শ্রীযুগলকিশোর পরানন্দ প্রাপ্ত হন এবং নানা রসবিলাসচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক প্রেমরসে চিত্ত সংমগ্ন করেন। এইরূপ পরানন্দ সহকারে বনবিহারলীলা করিয়া বৃন্দারণ্যে কল্পপাদপমূলে যোগপীঠের উপরে রত্নসিংহাসনে

প্রথমং ষড়্দলং পদ্মং তদ্‌বহির্বসুপত্রকম্।
তদ্‌বহির্দশপত্রঞ্চ দশোপদলসংযুতম্ ॥১১১॥
শ্রীমদ্‌রাধাকৃষ্ণলীলারসপূরিতবিগ্রহম্।
তত্তদিচ্ছাবশেনৈবোন্মীলিতং ভাতি মুদ্রিতম্ ॥১১২॥
প্রাকারাস্তদ্‌বহিস্তত্র দিক্ষু দ্বারচতুষ্টয়ম্।
চতুষ্কোণাশ্চ ষড়্দল্যাং ষট্‌পদ্যষ্টাদশাক্ষরী ॥১১৩॥

তস্য ধ্যানং—প্রথমং ষড়্দলপদ্মং তদ্বহিরষ্টদলপদ্মম্, তত্র দশদল-পদ্মম্; তত্র দশোপদলানি; এবং বিংশতিদলপদ্মম্। তথাভূতস্য পদ্মস্য চতুর্দিক্ষু দ্বারচতুষ্টয়ম্; চতুর্ষু দিক্ষু কোণচতুষ্টয়ম্; এবমষ্টদলেষু অষ্টৌ কুঞ্জানি। ষট্‌দলেষ্বষ্টাদশাক্ষরো গোপালমন্ত্রো বর্ত্ততে। যথাব্রহ্মসংহিতায়াম্ (২—৫, ৯)

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥১১৪॥
কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকম্।
ষড়ঙ্গং ষট্‌পদীস্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥১১৫॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপবেশন করেন। মধ্যাহ্নে এতাদৃশ লীলাপরায়ণ শ্রীরাধা-গোবিন্দকে সম্যক্ প্রকারে স্মরণ করিবেন। পদ্মাকৃতি এই যোগপীঠের ধ্যান —প্রথমে ষট্‌দল পদ্মের ধ্যান, ঐ ষট্‌দলের বাহিরে অষ্টদল, উহার বাহিরে দশদল এবং দশোপদল, এই বিংশতিদল অষ্টদলের পরে বুঝিতে হইবে। এই যোগপীঠরূপ পদ্মের কলেবর শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারসে পূর্ণ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের ইচ্ছাবশতই এই পদ্মের বিকাশ ও সঙ্কোচ বুঝিতে হইবে। এইরূপ পদ্মের চারিদিকে চারিটী দ্বার ও কোণচতুষ্টয় আছে। ইহার অষ্টদলে অষ্টকুঞ্জ ও ষট্‌দলে অষ্টাদশাক্ষর গোপালমন্ত্র বিদ্যমান। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত আছে—সহস্রদল কমলতুল্য গোকুল নামক মহৎ স্থান আছে, উহার কর্ণিকার শ্রীকৃষ্ণের মহান্তঃপুর, উহা বলদেবচন্দ্রের জ্যোতির্বিভাগবিশেষদ্বারা সদা আবির্ভূত। ঐ কর্ণিকারটি মহদ্‌যন্ত্র। ইহা ষট্‌কোণ বিশিষ্ট ও বীজরূপ হীরক-কীলকযুক্ত এবং ছয়টি অঙ্গবিশিষ্ট ষট্‌পদী অর্থাৎ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের স্থান। ইহা প্রকৃতিপুরুষরূপ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এবং প্রেমানন্দরূপ মহানন্দ রসের দ্বারা অধিষ্ঠিত

প্রেমানন্দমহানন্দরসেনাবস্থিতং হি যৎ।
জ্যোতীরূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতম্ ॥১১৬॥
তৎকিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি ॥১১৭॥

এবম্ভূতযোগপীঠে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ স্মরেৎ।

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বয়োবেশাদি নিরূপ্যতে—

অথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য বয়োবেশাদয়োঽখিলাঃ
রসশাস্ত্রানুসারেণ নিরূপ্যন্তে যথামতি ॥১১৮॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।৩০৮, ৯)—

বয়ঃ কৌমারপৌগণ্ডকৈশোরমিতি তৎ ত্রিধা ॥১১৯॥
কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাৎ ততঃ পরম্ ॥১২০॥
আদ্যমধ্যান্তভেদেন কৌমারাদীনি চ ত্রিধা।
অষ্টমাসাধিকং বর্ষং ভাগত্বেন চ কীর্ত্তিতম্ ॥১২১॥

তদ্ যথা,—আদ্যকৌমারমষ্টমাসাধিকমেকবর্ষম্ এবং মধ্যকৌমারম্, এবঞ্চ শেষকৌমারম্; এবং পঞ্চমবর্ষপর্য্যন্তং কৌমারং জ্ঞেয়ম্। আদ্যপৌগণ্ডমষ্ট-মাসাধিকমেকবর্ষম্; এবং মধ্যপৌগণ্ডম্; এবং চ শেষপৌগণ্ডম্; এবং চ ক্রমেণ ষষ্ঠবর্ষমারভ্য দশবর্ষপর্য্যন্তং পৌগণ্ডং জ্ঞেয়ম্। আদ্যকৈশোরং সার্দ্ধদিনদ্বয়ো-ত্তরৈকাদশমাসাধিকমেকবর্ষম্; এবং মধ্যকৈশোরম্; এবং শেষকৈশোরম্; ক্রমেণৈকাদশবর্ষমারভ্য পঞ্চদশবর্ষনবমাসসার্দ্ধসপ্তদিনপর্য্যন্তং কৈশোরং জ্ঞেয়ম্।

ও স্বপ্রকাশ মন্ত্ররূপ কামবীজ সহ সঙ্গত। ঐ পদ্মের কিঞ্জল্ক (কেশর) শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় ব্যক্তিগণের নিবাস এবং পত্র সমূহ শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী গোপীগণের উপবনরূপ ধাম ॥১১৪—১৭॥ "ব্রহ্মসংহিতা প্রমাণে ছয়টি দলে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র আছে, ইহা শ্রীগ্রন্থকার জানাইলেন। এই প্রকার যোগপীঠে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের স্মরণ করিবেন। যোগপীঠ নিরূপণানন্তর শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বয়োবেশাদি রসশাস্ত্রানুসারে যথামতি নিরূপিত হইতেছে ॥১১৮॥ বয়স—কৌমার পৌগণ্ড ও কৈশোর ভেদে ত্রিবিধ। পাঁচ বৎসর যাবৎ কৌমার, দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড এবং যোড়শবর্ষ যাবৎ কৈশোর তৎপরে যৌবন ॥১১৯—২০॥ কৌমার প্রভৃতি

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজলীলা—

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজলীলা পঞ্চদিনোত্তরষণ্মাসাধিকদশবর্ষীয়া জ্ঞেয়া (১০।৬।৫) তথা চ (ভাঃ ৩।২।২৬)—

একাদশসমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ ॥১২২॥

মহারাজকুমারতয়া ভোগাতিশয়েন সমৃদ্ধ্যা বর্ষমাসদিনানাং সার্দ্ধতয়া সার্দ্ধসপ্তদিনোত্তরনবমাসাধিকপঞ্চদশবর্ষপরিমিতং শ্রীকৃষ্ণস্য বয়ো জ্ঞেয়ম্ (১৫।৯।৭½)।

অত্রৈব শেষকৈশোরে ষোড়শহায়নে সদা।
ব্রজে বিহারং কুরুতে শ্রীমন্নন্দস্য নন্দনঃ ॥১২৩॥
বংশীপাণিঃ পীতবাসা ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতিঃ।
কণ্ঠে কৌস্তুভশোভাঢ্যো ময়ূরদলভূষণঃ ॥১২৪॥
গুঞ্জাহারলসদ্বক্ষা রত্নহারবিরাজিতঃ।
বনমালাধরো নিষ্কশোভোল্লসিতকণ্ঠকঃ ॥১২৫॥

বয়স আদ্য, মধ্য ও শেষ ভেদে ত্রিবিধ। কৌমার ও পৌগণ্ডের প্রত্যেক ভাগ অষ্টমাসাধিক একবর্ষ গণনায় কীর্ত্তিত হয় ॥১২১॥ আদ্য কৌমার একবর্ষ আটমাস, মধ্য ও শেষ কৌমারের এই রূপ বুঝিতে হইবে। সমুদয় ৫ বর্ষ, এই পর্য্যন্ত কৌমার। এই ক্রমে (প্রত্যেকটি একবর্ষ আট মাস বৃদ্ধি ক্রমে) ষষ্ঠ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া দশ বৎসর পর্য্যন্ত আদ্য মধ্য ও শেষ পৌগণ্ড বোদ্ধব্য। আদ্য কৈশোর ১১ মাস ২½ দিন অধিক এক বর্ষ, এইরূপ মধ্য ও শেষ। এই ক্রমে ১১ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫ বর্ষ ৯ মাস ৭½ দিন পর্যন্ত কৈশোর বোদ্ধব্য। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ১০ বর্ষ ৬ মাস ৫ দিন পর্য্যন্ত। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত আছে—শ্রীবলদেবচন্দ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজে স্বীয় প্রভাবকে গোপন করিয়া একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন ॥১২২॥ মহারাজ-কুমারতা হেতু ভোগাতিশয় বশতঃ ব্রজলীলান্তর্গত বর্ষ, মাস ও দিন সমুহের অর্থাৎ ১০ বর্ষ ৬ মাস ৫ দিনের অর্দ্ধ সংযুক্তা সমৃদ্ধি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বয়স ১৫ বর্ষ ৯ মাস ৭½ দিন বুঝিতে হইবে। এই ষোড়শবর্ষ শেষ কৈশোরে শ্রীনন্দ-নন্দন সর্ব্বদা ব্রজে বিহার করেন। শ্রীকৃষ্ণধ্যান—তাহার হস্তে বংশী, পরিধেয়

বামভাগস্থিতস্বর্ণরেখারাজদুরঃস্থলঃ।
বৈজয়ন্তীলসদ্বক্ষা গজমৌক্তিকনাসিকঃ ॥১২৬॥
কর্ণয়োর্মকরাকারকুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ।
রত্নকঙ্কণযুগ্ধস্তঃ কৌঙ্কুমং তিলকং দধৎ ॥১২৭॥
কিঙ্কিণীযুক্তকটিকো রত্ননূপুরযুক্পদঃ।
মালতীমল্লিকে জাতিযূথী কেতকীচম্পকে ॥১২৮॥
নাগকেশর ইত্যাদি পুষ্পমালাস্বলঙ্কৃতঃ।
ইতি বেশধরঃ শ্রীমান্ ধ্যেয়ঃ শ্রীনন্দনন্দনঃ ॥১২৯॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য গোচারণবেশো যথা—

শৃঙ্গং বামোদরপরিসরে তুন্দবন্ধান্তরস্থং
দক্ষে তদ্বন্নিহিতমুরলীং রত্নচিত্রাং দধানঃ।
বামেনাসৌ সরললগুড়ং পাণিনা পীতবর্ণং
লীলাম্ভোজং কমলনয়নঃ কম্পয়ন্ দক্ষিণেন ॥" ইতি ॥১৩০॥

অস্যৈব কৃষ্ণচন্দ্রস্য মন্ত্রাঃ সন্তি ত্রয়োঽমলাঃ।
সিদ্ধাঃ কৃষ্ণস্য সৎপ্রেমভক্তিসিদ্ধিকরা মতাঃ ॥১৩১॥

পীতবস্ত্র, ইন্দ্রনীলমণিবৎদ্যুতি, কৌস্তুভশোভাঢ্য কণ্ঠ, ময়ুরপিঞ্ছে রচিত চূড়া, গুঞ্জা ও রত্নহারে বক্ষঃস্থল সুশোভিত, শ্রীচরণ পর্য্যন্ত বনমালালম্বিত, কণ্ঠ নিষ্কশোভায় উল্লসিত, বামভাগস্থিত স্বর্ণরেখা ও বৈজয়ন্তী মালা দ্বারা বক্ষঃস্থল সুশোভিত, নাসিকায় গজমুক্তা, কর্ণযুগলে মকরাকৃতি কুণ্ডল, কঙ্কণযুক্ত হস্ত, ললাটে কুঙ্কুম রচিত তিলক, কটিতে কিঙ্কিণী, চরণে নূপুর, তিনি মালতী প্রভৃতি মালায় স্বলঙ্কৃত এইরূপ বেশধর শ্রীমান্ শ্রীনন্দনন্দন ধ্যেয় ॥১২৩—২৯॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের গোচারণবেশ উক্ত হইতেছে যথা—কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ বামপার্শ্বে উদরপরিসরে কোমরপাটামধ্যে শৃঙ্গ ও দক্ষিণ পাশে তদ্বৎ রত্নচিত্র মুরলী স্থাপন করিয়াছেন; এবং বামহস্তে সরল কাষ্ঠনির্মিত লগুড় ধারণ করত দক্ষিণ হস্তে পীতবর্ণ লীলাকমল ঘূর্ণন করিতেছেন ॥১৩০॥ এই শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের বিশুদ্ধ সিদ্ধ মন্ত্রত্রয় আছে, এই মন্ত্রত্রয় শ্রীকৃষ্ণের সৎপ্রেমভক্তিসিদ্ধি-কররূপে খ্যাত ॥১৩১॥ প্রথম মন্ত্রোদ্ধার (হরিনামমহামন্ত্রোদ্ধার) সনৎকুমার

(১) তত্রাদৌ মন্ত্রোদ্ধারো যথা সনৎকুমারসংহিতায়াম্—

হরে-কৃষ্ণৌ দ্বিরাবৃত্তৌ কৃষ্ণ তাদৃক্ তথা হরে।
হরে রাম তথা রাম তথা তাদৃগ্ঘরে মনুঃ ॥১৩২॥

মন্ত্রো যথা—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥১৩৩॥

অস্য ধ্যানং যথা তত্রৈব—

ধ্যায়েদ্ বৃন্দাবনে রম্যে গোপগোভিরলঙ্কৃতে।
কদম্বপাদপচ্ছায়ে যমুনাজলশীতলে ॥১৩৪॥
রাধয়া সহিতং কৃষ্ণং বংশীবাদনতৎপরম্।
ত্রিভঙ্গললিতং দেবং ভক্তানুগ্রহকারকম্॥ ইতি ॥১৩৫॥
বিশেষতো দশার্ণোঽয়ং জপমাত্রেণ সিদ্ধিদঃ
পঞ্চাঙ্গান্যস্য মন্ত্রস্য বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥ ইতি ॥১৩৬॥

(২) ইতি গৌতমীয়তন্ত্রবাক্যাৎ রাগমার্গে দশাক্ষরগোপালমন্ত্রস্য প্রসিদ্ধিঃ; তদুদ্ধারো লিখ্যতে, স যথা গৌতমীয়তন্ত্রে—

সংহিতায় উক্ত আছে যথা—"হরে কৃষ্ণ" ইহার দ্বিবার আবৃত্তি, তাদৃশ 'কৃষ্ণ' ও 'হরে'। সেইরূপ 'হরে রাম', 'রাম' ও 'হরে' মন্ত্রের দ্বিরাবৃত্তি বুঝিতে হইবে। মন্ত্র যথা—হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি ষোড়শ নাম বত্রিশ অক্ষর ॥১৩৩॥ ইহার ধ্যান ঐ সনৎকুমার সংহিতায় উক্ত আছে—যথা—যমুনা জলে সুশীতল, কদম্ব পাদপচ্ছায়াযুক্ত ও গো-গোপ কর্তৃক অলঙ্কৃত রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণদেবের ধ্যান করিবেন। যিনি বংশীবাদনতৎপর, ত্রিভঙ্গললিত ও ভক্তানুগ্রহ কারক ॥১৩৪—৩৫॥ [শ্রীহরিনামমহামন্ত্রাদি মন্ত্রত্রয়ের স্বরূপই শ্রীরাধাসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শাস্ত্রোক্ত ধ্যানসহ মন্ত্রজপ বিধেয়। এই কারণে শ্রীগ্রন্থকার 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্রের উদ্ধার ও ধ্যান নিরূপণ করিলেন।] অনন্তর দশাক্ষর মন্ত্র নিরূপিত হইতেছে—বিশেষতঃ এই দশাক্ষর মন্ত্র জপমাত্রই সিদ্ধিদান করিয়া থাকে, এই মন্ত্রের পাঁচটি অঙ্গ যাহা পণ্ডিতগণের বিজ্ঞেয় ॥১৩৬॥ শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রের এই বাক্যপ্রমাণে রাগমার্গে দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের প্রসিদ্ধি আছে, তাহার উদ্ধার লিখিত হইতেছে।

খান্তাক্ষরং সমুদ্ধৃত্য ত্রয়োদশস্বরান্বিতম্।
পার্ণং তুর্য্যস্বরযুতং ছান্তং ধান্তং তথা দ্বয়ম্ ॥১৩৭॥
অমৃতার্ণং মাংসযুগ্মং মুখবৃত্তেন সংযুতম্।
ভার্ণং তু মুখবৃত্তাঢ্যং পবনার্ণং তথৈব চ ॥১৩৮॥
বীজশক্তিসমাযুক্তো মন্ত্রোঽয়ং সমুদাহৃতঃ।
গুপ্তবীজস্বভাবত্বাদ্ দশার্ণঃ খলু কথ্যতে ॥১৩৯॥
ব্রহ্মার্ণং তুর্য্যসংযুক্তং মাংসদ্বয়সমন্বিতম্।
নাদবিন্দুসমাযুক্তং জগদ্বীজমুদাহৃতম্ ॥১৪০॥
শুক্রার্ণমমৃতার্ণেন মুখবৃত্তেন সংযুতম্।
গগনং মুখবৃত্তেন প্রোক্তা শক্তিঃ পরাৎপরা ॥১৪১॥

দশাক্ষরমন্ত্রো যথা—"ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"

অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রো যথা—"ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" ॥

যথা গৌতমীয় তন্ত্রে—'খ' বর্ণের অন্তে 'গ' তাহা উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ (ও) সংযুক্ত করা হইয়াছে, অর্থাৎ 'গো'। এইরূপ অন্যান্য অক্ষর উদ্ধৃত করা হইয়াছে—'প' বর্ণে চতুর্থস্বরসংযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ 'পী'। ছান্ত 'জ' ধান্ত 'ন', অমৃতবর্ণ 'ব্' ও মাংসযুগ্ম 'ল্ল' এ দুইটীতে মুখবৃত্ত (অ) সংযুক্ত হইয়াছে। মুখবৃত্ত সংযুক্ত 'ভ' ও পবনবর্ণ (য) অর্থাৎ 'ভা' ও 'য়'। মাংসদ্বয়শব্দে 'ল' ও 'ল্ল' মুখবৃত্তশব্দে 'অ' ও 'আ' অর্থ বুঝিতে হইবে। বীজ (ক্লীং) ও শক্তি (স্বাহা) সমাযুক্ত এই মন্ত্র উদাহৃত (কথিত) হইল; কিন্তু এই মন্ত্রের গুপ্ত বীজস্বভাবত্ব হেতু ইহা (একাদশাক্ষর হইয়াও) দশাক্ষররূপে কথিত হয়। ব্রহ্মাক্ষর (ক্), চতুর্থস্বর (ঈ), মাংসদ্বয় (ল্) ও নাদবিন্দুসমাযুক্ত হইয়া ইহা জগদ্বীজ (কামবীজ) রূপে উদাহৃত হইল। শুক্রবর্ণ (স্) অমৃতবর্ণ (ব্) ও মুখবৃত্ত (আ), গগন (হ্) মুখবৃত্ত (আ) 'স্বাহা' ইহাই পরাৎপরা শক্তি ॥১৩৭—১৪১॥ দশাক্ষর মন্ত্র—ক্লীং গোপী ইত্যাদি। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র—ক্লীং কৃষ্ণায় ইত্যাদি। এই মন্ত্রদ্বয়ের ধ্যান ঐ গৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত আছে—যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি প্রফুল্লনীলকমল সদৃশ,

অস্য ধ্যানং যথা তত্রৈব—

ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥১৪২॥

(৩) **অথ কামগায়ত্রীমন্ত্রোদ্ধারো** যথা স্বায়ম্ভুবাগমে—

"ক্লীং ততঃ কামদেবায় বিদ্মহে চ পদং ততঃ।
ততশ্চ পুষ্পবাণায় ধীমহীতি পদং ততঃ ॥১৪৩॥
ততস্তন্নোঽনঙ্গ ইতি ততশ্চৈব প্রচোদয়াৎ।
এষা বৈ কামগায়ত্রী চতুর্বিংশাক্ষরী মতা ॥"১৪৪॥

"ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে, পুষ্পবাণায় ধীমহি, তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি।

অস্যা ধ্যানং যথা তত্রৈব—

ক্রীড়াসক্তো মদনবশগো রাধয়ালিঙ্গিতাঙ্গঃ
সদ্ভাভঙ্গঃ স্মিতসুবদনো মুগ্ধনেপথ্যশোভঃ।
বৃন্দারণ্যে প্রতিনবলতাসদ্মসু প্রেমপূর্ণঃ
পূর্ণানন্দো জয়তি মুরলীং বাদয়ানো মুকুন্দঃ ॥১৪৫॥

অথ **শ্রীরাধায়াঃ স্বরূপং বয়োবেশাদয়শ্চ** নিরূপ্যন্তে ;
যথা বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥" ইতি ॥১৪৬॥

বদন চন্দ্রতুল্য যিনি বর্হাবতংসপ্রিয়, শ্রীবৎসাঙ্ক, উদারকৌস্তুভধারী, পিতাম্বর ও সুন্দর, গোপীগণের নেত্রোৎপলে যাঁহার তনু অর্চ্চিত হয়, যিনি গোগোপ-সঙ্ঘাবৃত ও দিব্যাঙ্গভূষণে ভূষিত সেই কলবেণু বাদনপর শ্রীগোবিন্দকে ভজন করি ॥১৪২॥ অনন্তর কামগায়ত্রী মন্ত্রোদ্ধার লিখিত হইতেছে, যথা—ক্লীংর পরে কামদেবায় তারপর বিদ্মহে পদ, তারপর পুষ্পবাণায় পদ তারপর ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ তারপর প্রচোদয়াৎ। ইহাই চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরা কামগায়ত্রী ॥

ঋক্‌পরিশিষ্টে চ—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।

বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা" ইতি ॥১৪৭॥

মাৎস্যে চ—বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে।

রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥১৪৮॥

পাদ্মে চ (উঃ নীঃ ৪।৫)—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।

সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥১৪৯॥

(উঃ নীঃ ৪।৩-৪, ৬-৭)—

মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী।

গোপালোত্তরতাপন্যাং যদ্‌গান্ধর্ব্বেতি বিশ্রুতা ॥১৫০॥

১৪৩—৪৪॥ ক্লীং কামদেবায় ইত্যাদি গায়ত্রী। ঐ স্বায়ম্ভুবাগমশাস্ত্রে কাম-গায়ত্রীর ধ্যান উক্ত আছে যথা—যাঁহার শ্রীঅঙ্গ শ্রীরাধা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও মনোহর বেশে সুশোভিত, যিনি শ্রীবৃন্দাবনে প্রতিলতাগৃহে অর্থাৎ কুঞ্জে কুঞ্জে মদনবশগ (প্রেমবশীভূত) ক্রীড়া পরায়ণ হইয়াছেন, সেই ভ্রূভঙ্গিসহ স্মিতসুবদন প্রেমপূর্ণ মুকুন্দ পূর্ণানন্দে মুরলী বাদন করিতে করিতে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥১৪৫॥ অনন্তর শ্রীরাধার স্বরূপ ও বয়োবেশাদি নিরূপিত হইতেছে, যথা বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রে—শ্রীরাধা, দেবী কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ী-সর্ব্বকান্তি সম্মোহিনী এবং পরা বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥১৪৬॥ ঋক্ পরিশিষ্টেও উক্ত আছে—নিখিললোকমধ্যে একমাত্র রাধিকাসহ মাধবদেব ও মাধবসহ রাধিকা সর্ব্বতোভাবে শোভা পাইতেছেন। মৎস্যপুরাণেও উক্ত আছে—বারাণসীতে শ্রীবিশালাক্ষী, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীবিমলা, দ্বারকায় শ্রীরুক্মিণী, শ্রীবৃন্দাবন নামক বনে শ্রীরাধাই অধীশ্বরী। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে ধৃত পদ্মপুরাণবাক্যে শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বথা প্রিয়তমা, শ্রীরাধাকুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়তম সর্ব্বগোপীমধ্যে তিনিই (শ্রীরাধাই) শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় প্রিয়তমা ॥১৪৭—৪৯॥ উঃ নীঃ রাধাপ্রকরণে উক্ত আছে—ইনি মহাভাব স্বরূপা অর্থাৎ শ্রীরাধিকার বিগ্রহই মহাভাবময়; যেহেতু সর্ব্বশক্তি শ্রেষ্ঠা হ্লাদিনী শক্তিনামক যে মহাশক্তি আছেন, তাঁহারই

হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিবরীয়সী।
তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা ॥১৫১॥
সুষ্ঠুকান্তস্বরূপেয়ং সর্ব্বদা বার্ষভানবী।
ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা দ্বাদশাভরণান্বিতা ॥১৫২॥

তত্র সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা, যথা শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্ (উঃ নীঃ ৪।৮)—

কচাস্তব সুকুঞ্চিতা মুখমধীরদীর্ঘেক্ষণং
কঠোরকুচভাগুরঃ ক্রশিমশালি মধ্যস্থলম্।
নতে শিরসি দোর্ল্লতে করজরত্নরম্যৌ করৌ
বিধূনয়তি রাধিকে ত্রিজগদেষ রূপোৎসবঃ ॥১৫৩॥

ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা যথা (উঃ নীঃ ৪।৯)—

স্নাতা নাসাগ্রজাগ্রন্মণিরসিতপটা সূত্রিণী বদ্ধবেণী
সোত্তংসা চর্চ্চিতাঙ্গী কুসুমিতচিকুরা স্রগ্বিণী পদ্মহস্তা
তাম্বূলাস্যোরুবিন্দুস্তবকিতচিবুকা কজ্জলাক্ষী সুচিত্রা
রাধালক্তোজ্জ্বলাঙ্ঘ্রিঃ স্ফুরিতি তিলকিনী ষোড়শাকল্পিনীয়ম্ ॥১৫৪॥

সাররূপা যে মাদনাখ্যা মহাভাবপরাকাষ্ঠা তদ্রূপাই শ্রীরাধা। এই তত্ত্বই সিদ্ধান্ত বিচারে প্রতিষ্ঠিত আছে। গোপালোত্তর তাপনীতে তিনি 'গান্ধর্ব্বা' বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন এই বৃষভানুনন্দিনী সুষ্ঠুকান্ত স্বরূপা (অতি মনোজ্ঞ বিগ্রহযুক্তা), ষোড়শশৃঙ্গার ধারিণী এবং দ্বাদশাভরণান্বিতা ॥১৫০—৫২॥ তারমধ্যে শুষ্ঠুকান্তস্বরূপের উদাহরণ (উঃ নীঃ গ্রন্থে) শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে রাধে! তোমার কেশকলাপ সুকুঞ্চিত, বদনকমল চঞ্চল অথচ দীর্ঘনেত্রযুক্ত, উরঃস্থল কঠোরকুচশোভিত, মধ্যস্থল কৃশতা হেতু শোভমান, স্কন্ধদ্বয় নম্র এবং হস্তদ্বয় নখরত্নসমূহে রমণীয়—তোমার এই রূপোৎসবে সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদি-গর্ব্বযুক্ত ত্রিভুবনকে প্রকম্পিত করিতেছে অর্থাৎ তাহাদের অভিমান ত্যাগ করাইয়া দিকৃকৃত করিতেছে ॥১৫৩॥ ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা—শ্রীকৃষ্ণপ্রতি সুবল বলিলেন—শ্রীরাধা স্নান করিয়াছেন, ইঁহার নাসাগ্রে মণি (মুক্তাদি) দেদীপ্যমান; পরিধানে নীলবসন, কটিতটে নীবিবন্ধন, মস্তকে বেণীবন্ধন, কর্ণে অবতংস, অঙ্গে কর্পূর, কস্তুরী ও চন্দনাদির লেপ, চিকুর কুসুমযুক্ত, গলদেশে

দ্বাদশাভরণাশ্রিতা যথা (উঃ নীঃ ৪।১০)—

দিব্যশ্চূড়ামণীন্দ্রঃ পুরটবিরচিতাঃ কুণ্ডলদ্বন্দ্বকাঞ্চি-
নিষ্কাশ্চক্রীশলাকাযুগবলয়ঘটাঃ কণ্ঠভূষোর্মিকাশ্চ।
হারাস্তারানুকারা ভুজকটকতুলাকোটয়ো রত্নক্লৃপ্তা-
স্তুঙ্গা পাদাঙ্গুরীয়চ্ছবিরিতি রবিভির্ভূষণৈর্ভাতি রাধা ॥১৫৫॥

মধ্যে বয়সি কৈশোর এব তস্যাঃ স্থিতিঃ। পূর্ব্ববদ্দিবসগণনয়া বিংশতি-দিনোত্তরপঞ্চমাসাধিকনববর্ষপরিমিতং মধ্যকৈশোরং বয়ঃ (৯।৫।২০); রাজ-কুমারীত্বাদ্ ভোগাতিশয়েন সমৃদ্ধ্যা বর্ষমাসদিনানাং সার্দ্ধতয়া পঞ্চদশদিনোত্তর-মাসদ্বয়াধিকচতুর্দ্দশবর্ষ পরিমিতং বয়োঽস্যাঃ জ্ঞেয়ম্ (১৪।২।১৫)।

অস্যা মদীয়তাভাবো মধুস্নেহস্তথৈব চ।
মঞ্জিষ্ঠাখ্যো ভবেদ্রাগঃ সমর্থা কেবলা রতিঃ ॥১৫৬॥
কন্দর্পকৌতুকং কুঞ্জং গৃহমস্যাস্তু যাবটে।
মাতাস্যাঃ কীর্ত্তিদা প্রোক্তা বৃষভানুঃ পিতা স্মৃতঃ ॥১৫৭॥
অভিমন্যুঃ পতিস্তস্যা দুর্ম্মুখো দেবরঃ স্মৃতঃ।
জটিলাখ্যা স্মৃতা শ্বশ্রূর্ননন্দা কুটিলা মতা ॥১৫৮॥

মালা, হস্তে লীলাকমল, মুখে তাম্বূল, চিবুকে কস্তুরীবিন্দু, নয়নে কজ্জল, গণ্ডাদিতে মৃগমদরচিত মকরী পত্রভঙ্গাদি, চরণে অলক্তকরাগ এবং ললাটে তিলক —এই ষোলটী আকল্পে সুশোভিতা হইয়া তিনি বিরাজ করেন ॥১৫৪॥

দ্বাদশাভরণাশ্রিতা—সুবল বলিতেছেন - শ্রীরাধা চূড়ায় মণীন্দ্র (শীষফুল), কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল, নিতম্বে স্বর্ণকাঞ্চী, গলে স্বর্ণপদক কর্ণোপরি চক্রীদ্বয় ও শলাকাদ্বয়, করে বলয়সমূহ, কণ্ঠে কণ্ঠহার, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক, বক্ষে নক্ষত্র সদৃশ হারসমূহ, ভুজে রত্নখচিত অঙ্গদ, চরণে রত্নখচিত নূপুর ও বিশালপাদাঙ্গুরীয়কের কান্তি—এই দ্বাদশ অলঙ্কার ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥১৫৫॥

মধ্যকৈশোর বয়সেই শ্রীরাধার স্থিতি। পূর্ব্ববৎ ৯ বর্ষ ৫ মাস ও ২০ দিনের অর্দ্ধসংযুক্ত সমৃদ্ধি দ্বারা শ্রীরাধার বয়স ১৪ বর্ষ ২ মাস ১৫ দিনই বুঝিতে হইবে। শ্রীরাধার মদীয়তাভাব, মধুস্নেহ, মঞ্জিষ্ঠা রাগ কেবল সমর্থা রতি, কন্দর্প কৌতুককুঞ্জ, যাবট গৃহ, মাতা কীর্ত্তিদা পিতা বৃষভানু, অভিমন্যু পতি

যথা স্যুর্নায়কাবস্থা নিখিলা এব মাধবে।
তথৈব নায়িকাবস্থা রাধায়াং প্রায়শো মতাঃ ॥১৫৭॥
(উঃ নীঃ ৪।৫০—৫৪)

তস্যা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ সখ্যঃ পঞ্চবিধা মতাঃ।
সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন।
প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যশ্চ বিশ্রুতাঃ ॥১৬০॥
সখ্যঃ কুসুমিকাবিন্ধ্যাধনিষ্ঠাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নিত্যসখ্যশ্চ কস্তুরীমণিমঞ্জরিকাদয়ঃ ॥১৬১॥
প্রাণসখ্যঃ শশিমুখীবাসন্তীলাসিকাদয়ঃ
গতা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ প্রায়েণেমাঃ স্বরূপতাম্ ॥১৬২॥
প্রিয়সখ্যঃ কুরঙ্গাক্ষী সুমধ্যা মদনালসা
কমলা মাধুরী মঞ্জুকেশী কন্দর্পসুন্দরী
মাধবী মালতী কামলতা শশিকলাদয়ঃ ॥১৬৩॥

(পতিম্মন্য), দুর্ম্মুখ দেবর (দেবরম্মন্য), জটিলা শ্বশ্রূ ও কুটিলা ননন্দা। * শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ নিখিল নায়কাবস্থা বিদ্যমান। তদ্রূপ শ্রীরাধাতেও সকল নায়িকার প্রায় অবস্থাই আছে ॥১৫৬—৫৯॥ শ্রীরাধিকার সখী পাঁচ প্রকার —সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী। কুসুমিকা, বিন্ধ্যা ও ধনিষ্ঠাদি **সখী** বলিয়া কির্ত্তিতা। কস্তুরিকা ও মণিমঞ্জরী প্রভৃতি **নিত্যসখী**। শশিমুখী, বাসন্তী ও লাসিকাদি **প্রাণসখী**। ইঁহারা প্রায়শঃই শ্রীরাধার স্বরূপতা লাভ করিয়াছেন। কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যমা, মদনালসা কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা ও শশিকলা প্রভৃতি **প্রিয়সখী**। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা,

---

* বাস্তব পতি অভিমন্যু নহে, বাস্তব দেবর দুর্ম্মুখ নহে, বাস্তব শ্বশ্রূ জটিলা নহে ও বাস্তব ননন্দা কুটিলা নহে। ইহারা যোগমায়া কল্পিত স্বাপ্নিক বিবাহ বশতঃ নিজদিগকে ক্রমে পতি প্রভৃতি রূপে অভিমান করে মাত্র। অন্যান্য ব্রজদেবী সম্বন্ধেও এই প্রকার বুঝিতে হইবে।

পরমপ্রেষ্ঠসখ্যস্তু ললিতা সবিশাখিকা

সচিত্রা চম্পকলতা তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখিকা।

রঙ্গদেবী সুদেবী চেত্যষ্টৌ সর্ব্বগণাগ্রিমাঃ ॥১৬৪॥

(উঃ নীঃ ৩৬১)—

যূথাধিপাত্বেঽপ্যৌচিত্যং দধানা ললিতাদয়ঃ।

স্বেষ্টরাধাদিভাবস্য লোভাৎ সখ্যরুচিং দধুঃ ॥১৬৫॥

মদীয়তাভাবলক্ষণং যথা—

শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বঃ কৃষ্ণঃ প্রিয়তমো মম।

ইতি যঃ প্রৌঢ়নির্ব্বন্ধো ভাবঃ স স্যান্মদীয়তা ॥১৬৬॥

উদাহরণং যথা—

শিখিপিঞ্ছলসন্মুখাম্বুজো

মুরলীবান্মম জীবনেশ্বরঃ।

ক্ব গতোঽত্র বিহায় মামিতো

বদ নারায়ণ সর্ব্ববিত্তম ॥১৬৭॥

ভুজচতুষ্টয়ং ক্বাপি নর্ম্মণা দর্শয়ন্নপি।

বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রেম্ণা দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ ॥১৬৮॥

রঙ্গদেবী ও সুদেবী ইঁহারা পরমপ্রেষ্ঠ সখী। এই অষ্টসখী সর্ব্বপ্রধানা। ললিতাদি সখীগণ যূথেশ্বরী হইবার যোগ্যতা বহন করিলেও কিন্তু স্বাভীষ্ট শ্রীরাধাদির প্রীতিলাভে সখ্যাভিলাষিণী হইয়াছেন ॥১৬০—৬৫॥ মদীয়তা ভাবের লক্ষণ যথা—যাঁহার শৃঙ্গার রসই সর্ব্বস্ব সেই শ্রীকৃষ্ণই আমার প্রিয়তম, এই প্রকার অতিশয় দৃঢ়তাযুক্ত ভাবই মদীয়তা ॥১৬৬॥ উদাহরণ যথা—শ্রীরাধিকা বলিলেন—হে সর্ব্ববিত্তম নারায়ণ! মস্তকে শিখিপিঞ্ছরচিত চূড়া থাকায় যাঁহার মুখপদ্ম শোভমান, সেই মুরলীধারী কৃষ্ণ আমার জীবনেশ্বর। তিনি আমাকে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থান হইতে কোথায় গমন করিয়াছেন তাহা বল ॥১৬৭॥ একদা ক্রীড়াবিশেষে কৌতুকভরে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেও কিন্তু শ্রীরাধার প্রেম তাঁহাকে দ্বিভুজ করাইয়াছিল ॥১৬৮॥ যথা একদা বসন্ত ঋতুতে গোবর্দ্ধনতট প্রদেশে রাসৌলী নামক রাসস্থলীতে

যথা (উঃ নীঃ ৫।৭)

"রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং সমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সংদর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা ॥"১৬৯॥

মধুস্নেহলক্ষণং যথা (উঃ নীঃ স্থায়িভাবপ্রকরণে ১৪।৯৩-৯৪)—

"মদীয়তাতিশয়ভাক্ প্রিয়ে স্নেহো ভবেন্মধু ॥১৭০॥
স্বয়ং প্রকটমাধুর্য্যো নানারসসমাহৃতিঃ।
মত্ততোষ্মধরঃ স্নেহো মধুসাম্যান্মধূচ্যতে ॥"১৭১॥

উদাহরণং যথা (উঃ নীঃ ১৪।৯৫)—

"রাধা স্নেহময়েন হন্ত রচিতা মাধুর্য্যসারেণ সা
সৌধীব প্রতিমা ঘনাপ্যুরুগুণৈর্ভাবোষ্মণা বিদ্রুতা।
যন্নামন্যপি ধামনি শ্রবণয়োর্যাতি প্রসঙ্গেন মে
সান্দ্রানন্দময়ী ভবত্যনুপমা সদ্যো জগদ্বিস্মৃতি ॥"১৭২॥

শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় প্রবৃত্ত হন। ক্রীড়াবিশেষ সম্পাদন মানসে রাসস্থলী হইতে অপসৃত হইয়া প্রবিষ্টক অরণ্যে অর্থাৎ পেঠ নামক স্থানের কুঞ্জমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ গোপনভাবে অবস্থিত হইলে এদিকে কুরঙ্গনয়না গোপীগণ তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন গোপীসকল চতর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সহসা কুঞ্জ হইতে পলায়ন করিতে উপায় নাই। তখন তিনি প্রতিভারূঢ় বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করত চতুর্ভুজাকার প্রকট করত নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তখন তাঁহারা নিজালম্বন বৈরূপ্য দেখিয়া শ্রীনারায়ণপ্রতিমা বুদ্ধিতে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনার্থে বর প্রার্থনা করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর শ্রীরাধাকে দর্শন করা মাত্রই শ্রীরাধার প্রেমের আশ্চর্য্য প্রভাবে ঐ প্রভাবশীল হরিও তাঁহার অগ্রে কিছুতেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি রাখিতে পারিলেন না ॥১৬৯॥ মধুস্নেহের লক্ষণ — প্রিয়ের প্রতি 'ইনি আমারই' ইত্যাকার মদীয়তাতিশয়যুক্ত স্নেহকে 'মধুস্নেহ' বলে। ইহা অন্যভাবকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই মাধুর্য্য প্রকট করে।

মাঞ্জিষ্ঠরাগলক্ষণং যথা (উঃ নীঃ ১৪।১৩৯)—

আহার্য্যোঽনন্যসাপেক্ষো যঃ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা।
ভবেন্মাঞ্জিষ্ঠরাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা ॥১৭৩॥

উদাহরণং যথা (উঃ নীঃ ১৪।১৪১)—

ধত্তে দ্রাগনুপাধি জন্ম বিধিনা কেনাপি নাকম্পতে
সূতেঽত্যাহিতসঞ্চয়ৈরপি রসং তে চেন্মিথো বর্ত্মনে।
ঋদ্ধিং সঞ্চিনুতে চমৎকৃতিকরোদ্দামপ্রমোদোত্তরাং
রাধামাধবয়োরয়ং নিরুপমঃ প্রেমানুবন্ধোৎসবঃ ॥১৭৪॥

সমর্থারতের্লক্ষণং যথা (উঃ নীঃ ১৪।৫৫২)—

কঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ।
রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে ॥১৭৫॥

ইহাতে নানারসের সম্মেলন ঘটে। ইহা মত্ততা ও গর্ব্ব বহন করে। মধু স্বয়ংই মাধুর্য্যময় এবং নানাবিধ পুষ্পরসের সম্মিলন স্বরূপ এবং মত্ততা ও তাপদান করে, সুতরাং মধুসাম্যে এ জাতীয় স্নেহকে মধুস্নেহ বলে ॥১৭০—৭১॥ শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিলেন—অহো ! স্নেহময় মাধুর্য্যসার দ্বারাই রচিতা শ্রীরাধা সুধানির্ম্মিতা প্রতিমাতুল্যাই। তিনি অলৌকিক প্রচুরগুণ-গণে নিবিড়া হইলেও উৎকণ্ঠারূপতাপে নবনীততুল্য দ্রবীভূত হইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে যাঁহার একটিও নাম আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতে না করিতেই তৎক্ষণাৎ সান্দ্রানন্দময়ী জগদ্‌বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ আনন্দমূর্চ্ছা ঘটিয়া থাকে ॥১৭২॥ মাঞ্জিষ্ঠ রাগের লক্ষণ—যে রাগ কিছুতেই অপহৃত (নষ্ট) হয় না অর্থাৎ নীল কুসুম্ভাদির ন্যায় ম্লান হয় না এবং এবং অন্যাপেক্ষা রহিত অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের এতাদৃশ রাগকেই মাঞ্জিষ্ঠ রাগ বলে ॥১৭৩॥ শ্রীপৌর্ণমাসী শ্রীনান্দীমুখীকে বলিলেন—শ্রীরাধামাধবের এই প্রেমানুবন্ধ-মহোৎসবই (প্রেমের নিরন্তর দৃঢ়াতিশয় আনন্দই) অতুলনীয় অর্থাৎ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সৃষ্টিতে উহার সাম্যের দর্শন বা শ্রবণ হয় না। উহা উপাধি (অপেক্ষা) ব্যতিরেকেও ঝটিতি প্রাদুর্ভূত হয়, কোনও প্রকারেই বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না, গুরুজনাদি নিবন্ধন ভয় কষ্ট সমূহেও পরস্পর মিলনোপায়

স্ব-স্বরূপাত্তদীয়াদ্ বা জাতা যৎকিঞ্চিদন্বয়াৎ।
সমর্থা সর্ব্ববিস্মারিগন্ধা সান্দ্রতমা মতা ॥১৭৬॥

উদাহরণং যথা (উঃ নীঃ ১৪।৫৪, ৫৫, ৫৭)—

"প্রেক্ষ্যাশেষে জগতি মধুরাং স্বাং বধূং শঙ্কয়া তে
তস্যাঃ পার্শ্বে গুরুভিরভিতস্ত্বৎপ্রসঙ্গো ন্যবারি।
শ্রুত্বা দূরে তদপি ভবতঃ সা তুলাকোটিনাদং
হা কৃষ্ণেত্যশ্রুতচরমপি ব্যাহরন্ত্যুন্মদাসীৎ ॥"১৭৭॥

করাইয়া রসবিশেষাস্বাদ জন্মাইয়া থাকে এবং চমৎকারকারী নিরর্গল আনন্দাতিরেক বহুল সমৃদ্ধিরও সংবর্দ্ধন করিয়া থাকে ॥১৭৪॥ সমর্থা রতির লক্ষণ—সমর্থা স্ব-স্বরূপোত্থ বলিয়া সাধারণী ও সমঞ্জসা রতি হইতেও অনির্ব্বচনীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবশীকারত্বাতিশয় প্রাপ্ত হইয়াছে, যে রতির সহিত সম্ভোগ ইচ্ছাটি সর্ব্বথা তাদাত্ম্য (রতি স্বরূপতাই) প্রাপ্তি করে, যাহা স্ব-স্বরূপ হইতে অর্থাৎ ললনানিষ্ঠস্বরূপ হইতে অথবা কৃষ্ণনিষ্ঠ শব্দাদির যে কোন একটির যৎসামান্য (নামমাত্র) সম্বন্ধলাভ করিয়াই জাত (আবির্ভূত) হয়—যাহার প্রাকট্যের গন্ধমাত্রেও জাতি কুল ধর্ম্ম লজ্জাদি সকল বাধা বিঘ্ন বিস্মৃত হইতে হয় এবং যাহা সান্দ্রতমা (নিবিড়তমা) অর্থাৎ যাহাতে অন্য ভাব লেশও প্রবেশ করিতে পারে না—রসশাস্ত্রে তাহার নামই সমর্থা রতি ॥১৭৫—৭৬॥ উদাহরণ যথা—কোন এক নবোঢ়া ব্রজবালা অদৃষ্ট ও অশ্রুতচর শ্রীকৃষ্ণের নূপুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়াই উন্মত্তা হইয়াছিলেন তাঁহার বৃত্তান্ত শ্রীবৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিতেছেন—গুরুবর্গ স্ববধূকে নিখিল জগতে (ব্রজমণ্ডলে) পরমাসুন্দরী দেখিয়া তোমার ভয়ে তাঁহার পার্শ্বে সর্ব্বতোভাবে তোমার প্রসঙ্গ পর্য্যন্তও নিবারণ করিয়াছেন। তথাপি দূর হইতে তোমার অশ্রুতচর নূপুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া ঐ বধূ 'হা কৃষ্ণ' বলিয়াই উন্মত্তা হইলেন ॥১৭৭॥ এই সমর্থা রতি হইতে ঐ সম্ভোগেচ্ছাবিশেষ কদাচিত ভিন্ন হয় না অর্থাৎ পৃথকভাবে প্রতীতি গোচর হয় না। এই সমর্থা রতি সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবশীকারিত্ব হেতু বিস্ময়াবহ এইরূপ যে সকল বিলাস তরঙ্গ অর্থাৎ লীলাতিশয় তাহা দ্বারা মহাবিস্ময়োৎপাদিনী শোভাসম্পত্তি-

সর্ব্বাদ্ভুতবিলাসোম্মিচমৎকারকরশ্রিয়ঃ।
সম্ভোগেচ্ছাবিশেষোঽস্যা রতের্জাতু ন ভিদ্যতে।
ইত্যস্যাৎ কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ ॥১৭৮॥
ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ।
যা মৃগ্যা স্যাদ্ বিমুক্তানাং ভক্তানাঞ্চ বরীয়সাম্ ॥১৭৯॥

যথা শ্রীদশমে (১০।৪৭।৫৮)—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥ ইতি ॥১৮০॥

শ্রীরাধামন্ত্রোদ্ধারো যথা গৌরীতন্ত্রে—

শ্রীর্নাদবিন্দুসংযুক্তা তথাগ্নির্মুখবৃত্তযুক্
চতুর্থী বহ্নিজায়ান্তা রাধিকাষ্টাক্ষরো মনুঃ ॥ইতি॥১৮১॥

বিশিষ্টা হইয়াছে এই কারণে এই সমর্থা রতিতে মনোবাক্কায়নিষ্পন্ন যাবতীয় ব্যাপারই শ্রীকৃষ্ণসুখার্থ ই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই রতিতে স্ব-সুখলেশের গন্ধও থাকে না ॥১৭৮॥ এই সমর্থা রতিই প্রৌঢ়া হইয়া অর্থাৎ প্রেমস্নেহের পরিণতি ক্রমে বিবর্দ্ধিতা হইয়া মহাভাবদশা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য বিমুক্তগণ এবং প্রধান প্রধান ভক্তগণও এই সমর্থা রতিকেই অন্বেষণ করেন, কিন্তু প্রাপ্তি করিতে পারেন না ॥১৭৯॥ শ্রীউদ্ধব মহাশয়ও শ্রীব্রজদেবীগণের অদৃষ্টাশ্রুতচর মহাভাব দর্শন করিয়া তাঁহাদের মহিমা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন—এই পৃথিবী মধ্যে ব্রজবধূগণই সর্বাথা সফলজন্মা, যে হেতু অখিলাত্মা শ্রীগোবিন্দে ইঁহারা রূঢ় নামক মহাভাব প্রাপ্তি করিয়াছেন। ভবভীত মুমুক্ষু ও মুনি (মুক্ত) গণ যে ভাবের বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, ভক্ত আমরাও ঐ বাঞ্ছা করিয়া থাকি কিন্তু তাহা কেহই প্রাপ্ত হয় না। অহো যাহার শ্রীকৃষ্ণকথায় অরস অর্থাৎ আসক্তি নাই তাহার পুনঃ পুনঃ পরমেষ্ঠিপদ লাভেও কোন্ প্রয়োজন? ॥১৮০॥ গৌরীতন্ত্রে শ্রীরাধামন্ত্রোদ্ধার উক্ত আছে—নাদবিন্দুসহ সংযুক্তা শ্রী, তথা মুখবৃত্ত (বা) ও নাদবিন্দু সংযুক্ত

মন্ত্রো যথা—"শ্রীং রাং রাধিকায়ৈ স্বাহা"

গায়ত্রী—"শ্রীরাধিকায়ৈ বিদ্মহে, প্রেমরূপায়ৈ ধীমহি, তন্নো রাধা প্রচোদয়াৎ।"

অস্যা **ধ্যানং** যথা তত্রৈব—

স্মেরাং শ্রীকুঙ্কুমাভাং স্ফুরদরুণপটপ্রান্তকৢপ্তাবগুণ্ঠাং
রম্যাং বেশেন বেণীকৃতচিকুরশিখালোলপদ্মাং কিশোরীম্।
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযুক্ত্যা হরিমুখকমলে যুঞ্জতীং নাগবল্লী-
পর্ণং কর্ণায়তাক্ষীং ত্রিজগতি মধুরাং রাধিকামর্চ্চয়ামি॥১৮২॥

যথা বান্যত্র—তপ্তহেমপ্রভাং নীলকুন্তলবদ্ধমল্লিকাম্।
শরচ্চন্দ্রমুখীং নৃত্যচ্চকোরীচঞ্চলেক্ষণাম্॥১৮৩॥
বিম্বাধরস্মিতজ্যোৎস্নাং জগজ্জীবনদায়িকাম্।
চারুরত্নস্তনালম্বিমুক্তাদামবিভূষণাম্॥১৮৪॥
নিতম্বনীলবসনাং কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতাম্।
নানারত্নাদিনির্ম্মাণরত্ননূপুরধারিণীম্॥১৮৫॥

অগ্নিবর্ণ (র)। রাধিকাতে চতুর্থী বিভক্তি, তদন্তে বহ্নিজায়া (স্বাহা), এই অষ্টাক্ষর শ্রীরাধামন্ত্র॥১৮১॥ মন্ত্র—শ্রীং ইত্যাদি। গায়ত্রী—শ্রীরাধিকায়ৈ ইত্যাদি। শ্রীরাধাধ্যান ঐ গৌরীতন্ত্রে উক্ত আছে যথা—যিনি ঈষৎ হাস্যা, শ্রীকুঙ্কুমাভা, বেশে রমণীয়া, দীপ্তশীল অরুণবস্ত্রের প্রান্তদ্বারা যাঁহার মুখাচ্ছাদন রচিত হইয়াছে, যাঁহার বেণীকৃত চিকুর শিখায় পদ্মপুষ্প দোলায়মান হইতেছে, যিনি তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শ্রীকৃষ্ণমুখকমলে তাম্বূলার্পণ করিতেছেন, ত্রিজগতে মধুরা সেই কর্ণায়তাক্ষী কিশোরী শ্রীরাধিকাকে অর্চ্চন করি॥১৮২॥ অন্যশাস্ত্রেও অপর এক প্রকার শ্রীরাধাধ্যান উক্ত আছে যথা—যাঁহার অঙ্গকান্তি তপ্ত হেমতুল্য, নীলকুন্তলে মালিকা-কুসুমরাজি আবদ্ধ আছে। বদন শরচ্চন্দ্রতুল্য, চঞ্চলনেত্র নৃত্যশীলা চকোরী-তুল্য, বিম্বাধরে স্মিতজ্যোৎস্না বিদ্যমান, যিনি জগতের জীবনদাত্রী, যাঁহার মনোহর স্তনমণ্ডলে মুক্তাদামবিভূষণ দোলায়মান, নিতম্বে নীলবসন, কটিতট কিঙ্কিণীমালায় বিভূষিত, যিনি শ্রীচরণে নানারত্নাদি দ্বারা নির্ম্মিত রত্ননূপুর

সর্ব্বলাবণ্যমুগ্ধাঙ্গীং সর্ব্বাবয়বসুন্দরীম্।
কৃষ্ণপার্শ্বস্থিতাং নিত্যং কৃষ্ণপ্রেমৈকবিগ্রহাম্।
আনন্দরসসংমগ্নাং কিশোরীমাশ্রয়ে বনে ॥১৮৬॥
গৌরীং রক্তাম্বরাং রম্যাং সুনেত্রাং সুস্মিতাননাম্।
শ্যামাং শ্যামাখিলাভীষ্টাং রাধিকামাশ্রয়ে বনে ॥"১৮৭॥

বিনা রাধাপ্রসাদেন কৃষ্ণপ্রাপ্তির্ন জায়তে।
ততঃ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণৌ স্মরণীয়ৌ যুগংযুতৌ ॥১৮৮॥

যথা ভবিষ্যোত্তরে—প্রেমভক্তৌ যদি শ্রদ্ধা মৎপ্রসাদং যদীচ্ছসি।
তদা নারদ ভাবেন রাধায়া রাধকো ভব ॥১৮৯॥

তথা চ নারদীয়ে—সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব পুনঃ পুনঃ।
বিনা রাধাপ্রসাদেন মৎপ্রসাদো ন বিদ্যতে ॥১৯০॥
শ্রীরাধিকায়াঃ কারুণ্যাৎ তৎসখীসঙ্গতির্ভবেৎ।
তৎসখীনাঞ্চ কৃপয়া যোষিদঙ্গমবাপ্নুয়াঃ ॥১৯১॥

ধারণ করিয়াছেন, লাবণ্য সমূহে যাঁহার অঙ্গ মনোহর, যিনি সর্ব্বাবয়বসুন্দরী ও একমাত্র কৃষ্ণপ্রেম বিগ্রহা এবং নিত্যই শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে অবস্থিতা সেই আনন্দরসসংমগ্না কিশোরী শ্রীরাধাকে শ্রীবৃন্দাবনে আশ্রয় করিতেছি ॥১৮৩—১৮৬॥ অন্যত্র ঐ ধ্যান আরও দেখা যায়—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধাকে আশ্রয় করিতেছি—তিনি রক্তাম্বরা (অরুণবস্ত্রধারিণী) রম্যা, সুনেত্রা, সুস্মিতাননা ও শ্যামা, যাঁহার অখীলাভীষ্ট শ্যামই হইয়াছেন ॥১৮৭॥ শ্রীরাধার প্রসন্নতা ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, সুতরাং শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তিই স্মরণীয় ইহা সুসঙ্গত হইতেছে ॥১৮৮॥ ভবিষ্যোত্তর পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে নারদ যদি তোমার প্রেমভক্তিতে শ্রদ্ধা থাকে এবং আমার প্রসন্নতা বা কৃপালাভে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ভাবসহকারে শ্রীরাধিকার আরাধক হও ॥১৮৯॥ সেইরূপ নারদ-পুরাণেও শ্রীকৃষ্ণের বাক্য আছে—হে নারদ তোমার নিকট আমি পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—শ্রীরাধাপ্রসাদ ব্যতিরেকে মৎপ্রসাদ উদয় হয় না ॥১৯০॥ শ্রীরাধিকার কারুণ্যেই তদীয়সখীগণের সঙ্গলাভ হয়, ঐ সখীগণের কৃপায় সাধককে

অথাষ্টসখী যথা তত্রাদৌ ললিতা—

অথ (১) **শ্রীললিতাসখ্যাঃ পরিচয়ঃ—**

অনঙ্গসুখদাখ্যোঽস্তি কুঞ্জস্তস্যোত্তরে দলে।
বিজ্ঞেয়োঽয়ং তড়িদ্বর্ণো নানাপুষ্পক্রমাবৃতঃ ॥১৯২॥
ললিতানন্দদো নিত্যমুত্তরে কুঞ্জরাজকঃ।
গোরোচনাভা ললিতা তত্র তিষ্ঠতি নিত্যশঃ ॥১৯৩॥
ময়ূরপিঞ্ছসদৃশবসনা কৃষ্ণবল্লভা।
খণ্ডিতাভাবমাপন্না রতিযুক্তা হরৌ সদা ॥১৯৪॥
চন্দ্রতাম্বূলসেবাঢ্যা দিব্যাভরণমণ্ডিতা
সপ্তবিংশত্যহোযুক্তাষ্টমাসমনুহায়না (১৪।৮।২৭) ॥১৯৫॥
অস্যা বয়ঃপ্রমাণং যৎ পিতা মাতা বিশোককঃ।
শারদা চ পতির্যস্যা ভৈরবাখ্যো মতো বুধৈঃ ॥১৯৬॥
স্বরূপদামোদরতাং প্রাপ্তা গৌররসে ত্বিয়ম্
ইয়ন্তু বামপ্রখরা গৃহমস্যাস্তু যাবটে ॥১৯৭॥

ব্রজেযোষিৎ দেহলাভ করিতে হয়॥১৯১॥ অনন্তর অষ্টসখীর পরিচয় দেওয়া হইতেছে প্রথমে শ্রীললিতাসখীর পরিচয়—অনঙ্গসুখদ নামক যে কুঞ্জ আছে তাহার অসাধারণ উত্তর দলে নানাপুষ্পক্রমাবৃত এবং তড়িদ্বর্ণ ললিতানন্দদ নামক কুঞ্জরাজ বিরাজ করিতেছে। ঐ কুঞ্জে সর্ব্বদাই গোরোচনাকান্তি শ্রীললিতা সখী অবস্থান করেন। দিব্যাভরণে মণ্ডিতা খণ্ডিতাভাব প্রাপ্তা এবং ময়ূরপিঞ্ছ সদৃশ বসনা কৃষ্ণবল্লভা শ্রীললিতা সর্ব্বদা শ্রীহরিতে প্রীতিযুক্তা হইয়া কর্পূর ও তাম্বূল সেবায় অধিকারিণী হইয়াছেন। তাঁহার বয়স ১৪ বর্ষ ৮ মাস ২৭ দিন। পণ্ডিতগণের মতে শ্রীললিতার পিতা বিশোকক, মাতা শারদা এবং পতি ভৈরব গোপ। এই শ্রীললিতা শ্রীগৌররসে স্বরূপ দামোদরত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ কলিযুগে শ্রীগৌরলীলায় শ্রীললিতাই শ্রীস্বরূপদামোদর। ইঁহার গৃহ যাবটে, ইনি বামপ্রখরা ।১৯২—৯৭॥ খণ্ডিতার লক্ষণ যথা—পূর্ব্ব সঙ্কেতিত কাল অতিক্রম করত যে নায়িকার প্রিয়তম অন্য নায়িকার সহিত সম্ভোগের চিহ্নাঙ্কিত হইয়া প্রাতঃকালে আগমন

খণ্ডিতালক্ষণং যথা (উ° নী° ৫।৮৫—৮৬)—

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা।
এষা তু রোষনিঃশ্বাসতূষ্ণীম্ভাবাদিভাগ্ ভবেৎ ॥১৯৮॥

যথা—যাবৈর্ধূমলিতং শিরো ভুজতটীং তাটঙ্কমুদ্রাঙ্কিতাং
সংক্রান্তস্তনকুঙ্কুমোজ্জ্বলমুরো মালাং পরিম্লাপিতাম্।
ঘূর্ণাকুড্মলিতে দৃশৌ ব্রজপতে দৃষ্ট্বা প্রগে শ্যামলা
চিত্তে রুদ্ধগুণং মুখে তু সুমুখী ভেজে মুনীনাং ব্রতম্ ॥১৯৯॥

বামপ্রখরালক্ষণং যথা (উ° নী° ৬।২—৫)

সৌভাগ্যাদেরিহাধিক্যাদধিকা সাম্যতঃ সমা।
লঘুত্বাল্লঘুরিত্যুক্তাস্ত্রিধা গোকুলসুভ্রুবঃ ॥২০০॥
প্রত্যেকং প্রখরা মধ্যা মৃদ্বী চেতি পুনস্ত্রিধা ॥২০১॥
প্রগল্ভবাক্যা প্রখরা খ্যাতা দুর্লঙ্ঘ্যভাষিতা ॥২০২॥
তদূনত্বে ভবেন্মৃদ্বী মধ্যা তৎসাম্যমাগতা ॥২০৩॥

করেন, ঐ নায়িকাকে খণ্ডিতা বলে। ইঁহার চেষ্টা—ক্রোধ, দীর্ঘনিঃশ্বাস, মৌনাদি ॥১৯৮॥ যথা—শ্রীকৃষ্ণ কোনও ব্রজদেবীর সহিত বিলাসে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে শ্যামলার নিকট আগমন করিলে শ্যামলা তাঁহাকে দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণের মস্তক অলক্তকরাগে নীললোহিত, ভুজমূল কর্ণতাটঙ্ক-চিহ্নাঙ্কিত, বক্ষঃস্থল সংক্রান্ত স্তনকুঙ্কুমে উজ্জ্বল, পুষ্পমালা সংঘৃষ্ট এবং নেত্রদ্বয় ঘূর্ণাযুক্ত ও ঈষন্মীলিত, এইরূপ শ্যামলা দেখিয়া চিত্তে ক্রোধ এবং সুমুখী হইয়াও মৌন ধারণ করিলেন ॥১৯৯॥ বামপ্রখরা লক্ষণ—গোপীগণের সৌভাগ্যাদির (সৌভাগ্যের কারণ স্বরূপ প্রেম, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদির) আধিক্যে অধিকা, সাম্যে সমা, এবং লঘুতা হেতু লঘু এই ত্রিবিধ ভেদ উক্ত হইয়াছে ॥২০০॥ ইঁহারা আবার প্রত্যেকে প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী। যিনি প্রগল্ভবাক্যা অর্থাৎ সদম্ভ বাক্য বিন্যাস করেন এবং যাঁহার বাক্য কেহই লঙ্ঘন করিতে পারেন না—তিনিই প্রখরা। এই প্রাখর্য্যের ন্যূনতায় 'মৃদ্বী' এবং সাম্যে 'মধ্যা' ভেদ হয়। লঘু প্রখরা কিন্তু বামা ও

তত্র লঘুপ্রখরা (উ° নী° ৮।৩১)—

সা লঘুপ্রখরা দ্বেধা ভবেদ্বামাথ দক্ষিণা ॥২০৪॥

তত্র বামা (উ° নী° ৮।৩২)—

মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা।

অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে ॥২০৫॥

(উ° নী° ৮।৩২)—

যূথেঽত্র বামপ্রখরা ললিতাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥২০৬॥

বামপ্রখরয়োদাহরণং যথা (উ° নী° ৮।৩৬)—

অমূর্ব্রজমৃগেক্ষণাশ্চতুরশীতিলক্ষাধিকাঃ

প্রতিস্বমিতি কীর্ত্তিতং সবয়সা তবৈবামুনা।

ইহাপি ভুবি বিশ্রুতা প্রিয়সখী মহার্ঘ্যোত্যসৌ

কথং তদপি সাহসী শঠ! জিঘৃক্ষুরেনামসি ॥২০৭॥

অস্যা যূথো যথা (শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১।২৪২)—

"রত্নরেখা (-প্রভা) রতিকলা সুভদ্রা চন্দ্র (ভদ্র-) রেখিকা

সুমুখী চ ধনিষ্ঠা চ কলহংসী কলাপিনী।"২০৮॥

দক্ষিণা ভেদে দুই প্রকার ॥২০১—৪॥ তন্মধ্যে বামার লক্ষণ—যে নায়িকা মানগ্রহণে সতত উদ্‌যুক্তা, মানশৈথিল্যে কোপনা, নায়ক কর্ত্তৃক প্রায়ই অভেদ্যা এবং নায়কের প্রতি ক্রূরা হন, তাঁহাকে রসশাস্ত্রে বামা বলে। এই যূথে ললিতাদি বামপ্রখরা বলিয়া কীর্ত্তিতা। উদাহরণ যথা—দান ঘট্ট স্থানে ললিতার সহিত বাকোবাক্য হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে স্পর্শ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীললিতা আটোপ সহকারে নিবারণ করিতেছেন—এই ব্রজমণ্ডলে মৃগনয়নাগণ প্রত্যেকেই 'চৌরাশীলক্ষাধিক মূল্যা' এইরূপ তোমার প্রিয় নর্ম্ম মধুমঙ্গল বলিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে আমার প্রিয় সখী মহামূল্যা অর্থাৎ পরম দুর্ল্লভা; হে শঠ! তথাপি তুমি কোন্ সাহসে ইঁহাকে ধরিতে ইচ্ছা করিতেছ হে? ॥২০৫—৭॥ শ্রীললিতার যূথে—রত্নরেখা বা রত্নপ্রভা প্রভৃতি অষ্টসংখ্যক প্রধানা সখী আছেন ॥২০৫—৮॥ শ্রীললিতার মন্ত্রোদ্ধার সম্মোহন তন্ত্রে উক্ত আছে, যথা—লক্ষ্মীবীজ, লীলাবীজ

অস্যা **মন্ত্রোদ্ধারো** যথা সম্মোহনতন্ত্রে—

"লক্ষ্মী লীলা চ ললিতা ঙে ততো বহ্নিনায়িকা
এষোঽষ্টার্ণো মহামন্ত্রো ললিতায়াস্তু রাগদঃ ॥"২০৯॥

মন্ত্রো যথা—"**শ্রীং লাং ললিতায়ৈ স্বাহা**"

অস্যা **ধ্যানং** যথা তত্রৈব—

"গোরোচনাদ্যুতিবিড়ম্বিতনূং সুবেণীং
মায়ূরপিঞ্ছবসনাং শুভভূষণাঢ্যাম্ ।
তাম্বূলসেবনরতাং ব্রজরাজসূনোঃ
শ্রীরাধিকাপ্রিয়সখীং ললিতাং স্মরামি ॥"২১০॥

অথ (২) **শ্রীবিশাখাসখ্যাঃ পরিচয়ঃ—**

ঈশানদলে আনন্দনামকং কুঞ্জমস্তি হি ।
মেঘবর্ণং শ্রীবিশাখা যত্রাস্তে কৃষ্ণবল্লভা ॥২১১॥
স্বাধীনভর্তৃকাভাবমাপন্না হি হরৌ সদা ।
বস্ত্রালঙ্কারসেবাঢ্যা গৌরাঙ্গী তারকাম্বরা ॥২১২॥
পক্ষাচতুর্থ্যুগ্মাসসংযুক্তমহূর্তয়ানা । (১৪।২।১৫ ॥২১৩॥
অস্যা বয়ঃ পিতা মাতা পাবনো দক্ষিণা ক্রমাৎ ।
পতির্যস্যা বাহুকাখ্যোঽপ্যসৌ গৌরবপুঃ পুনঃ
রায়রামানন্দতয়া বিখ্যাতাভূৎ কলৌ যুগে ॥২১৪॥

ও ললিতার সঙ্গে চতুর্থী বিভক্তি এবং বহ্নিজায়া (স্বাহা) শ্রীললিতার এই অষ্টবর্ণ মহামন্ত্র শ্রীকৃষ্ণচরণে রাগ (আসক্তি) দান করে। মন্ত্র যথা শ্রীং ইত্যাদি। শ্রীললিতার ধ্যান ঐ গ্রন্থে (সম্মোহন তন্ত্রে) উক্ত আছে, যথা যাঁহার অঙ্গকান্তি গোরোচনা কান্তিকে তিরস্কার করিতেছে, যিনি সুন্দর বেণী ও ময়ূরপিঞ্ছ বসন ধারণ করিয়াছেন এবং সৎ ভূষণে ভূষিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূলসেবায় রত আছেন সেই শ্রীরাধাপ্রিয়সখী শ্রীললিতার স্মরণ করি ॥ ২০৯—১০॥ অনন্তর শ্রীবিশাখা সখীর পরিচয় কথিত হইতেছে, যথা—ওনং সুখদ কুঞ্জের ঈশানদলে আনন্দ নামক কুঞ্জ আছে, মেঘসদৃশ বর্ণ ঐ কুঞ্জে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা শ্রীবিশাখা অবস্থান করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে

ইয়ন্ত্বধিকমধ্যা হি গৃহমস্যাস্তু যাবটে ॥ ১৫॥

স্বাধীন ভর্তৃকালক্ষণং (উ° নী° ৫।৯১)—

"স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীন ভর্তৃকা।
সলিলারণ্যবিক্রীড়াকুসুমাবচয়াদিকৃৎ ॥২১৬॥

উদাহরণং যথা (উ° নী° ৫।৯২)

"মুদা কুর্ব্বন্ পত্রাঙ্কুরমনুপমং পীনকুচয়োঃ
শ্রুতিদ্বন্দ্বে গন্ধাহৃতমধুপমিন্দীবরযুগ্মম্।
সখেলং ধম্মিল্লোপরি চ কমলং কোমলমসৌ
নিরাবাধাং রাধাং রময়তি চিরং কেশিদমনঃ ॥"২১৭॥

(উ° নী° ৮।১৯)—"অত্র যূথে বিশাখ্যস্থা ভবন্ত্যধিকমধ্যমা ॥"২১৮॥

অধিকামধ্যোদাহরণং যথা (উ° নী° ৮।১৭)—

দামার্প্যতাং প্রিয়সখীপ্রহিতাং ত্বয়েদং
দামোদরে কুসুমমত্র ময়াবচেয়ম্।
নাহং ভ্রমাচ্চতুরিকে সখি সূচনীয়া
কৃষ্ণঃ কদর্থয়তি মামধিকং যদেষঃ ॥২১৯॥

সর্ব্বদা স্বাধীন ভর্তৃকাভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ও বস্ত্রালঙ্কার সেবায় নিযুক্তা আছেন সেই তারকাখ্যা গৌরাঙ্গী শ্রীবিশাখার বয়স ১৪ বর্ষ ২ মাস ১৫ দিন। তাঁহার পিতা পাবন, মাতা দক্ষিণা, পতি বাহুক। শ্রীবিশাখা কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় রামানন্দ রায় রূপে বিখ্যাতা হইয়াছেন। ইনি কিন্তু অধিক মধ্যা, ইঁহার গৃহ যাবটে ॥২১১—১৫॥ স্বাধীন ভর্তৃকার লক্ষণ যথা—কান্ত যে নায়িকার অধীন হইয়া সতত সমীপে অবস্থান করেন, সে নায়িকাই স্বাধীন ভর্তৃকা। ইঁহার চেষ্টা জলকেলি, বনবিহার, কুসুমচয়নাদি ॥২১৬॥ উদাহরণ যথা—কেশিদমন শ্রীরাধার পীন কুচ যুগলে আনন্দভরে নিরুপম পত্রাবলি রচনা করিলেন, কর্ণযুগলে দুইটি নীল পদ্ম পরিধাপন করিলেন, যাহার গন্ধে ভ্রমরগণ আকৃষ্ট হইল এবং সকৌতুকে তাঁহার বেণীর উপরে কোমল কমল অর্পণ করত নির্বাধে তাঁহাকে বহুক্ষণ যাবৎ রমণ করিলেন ॥ ২১৭॥ শ্রীরাধার যূথে বিশাখাদি অধিকমধ্যা ॥২১৮॥ "অধিক মধ্যার

অস্যা যূথো যথা (কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১।২৪৩)—

"মালতী মাধবী চন্দ্ররেখা চাপি শুভাননা।
কুঞ্জরী হরিণী চৈব সুরভিশ্চপলাপি চ॥"২২০॥

অস্যা মন্ত্রোদ্ধারো যথা বৃহদ্‌গৌতমীয়ে—

"বাগ্‌ভবঃ সৌং ততো ঙেহন্তা বিশাখা বহ্নিজায়িকা।
অষ্টাক্ষরো বিশাখায়া মন্ত্রোঽয়ং প্রেমবৃদ্ধিদঃ॥"২২১॥

মন্ত্রো যথা—"ঐং সৌং বিশাখায়ৈ স্বাহা"

অস্যা ধ্যানং যথা তত্রৈব—

সচ্চম্পকাবলিবিড়ম্বিতভাঙ্গং সুশীলাং, তারাম্বরাং বিবিধভূষণশোভমানাম্।
শ্রীনন্দনন্দনপুরো বসনাদিভূষা,-দানে রতাং সুকুতুকাঞ্চ ভজে বিশাখাম্॥২২২॥

অথ (৩) **শ্রীচিত্রাসখ্যাঃ পরিচয়ঃ**—

চিত্রং পূর্ব্বদলে কুঞ্জং পদ্মকিঞ্জল্কনামকম্।
শ্রীচিত্রা স্বামিনী তত্র বর্ত্ততে কৃষ্ণবল্লভা॥২২৩॥
অভিসারিকাত্বমাপন্না হরৌ রতিসমন্বিতা।
লবঙ্গমালাসেবাঢ্যা কাশ্মীরবর্ণসংযুতা॥২২৪॥

উদাহরণ যথা—শ্রীবিশাখা নিজসখী চতুরিকাকে বলিতেছেন—হে সখি! শ্রীরাধাপ্রেরিত মালাটি তুমিই দামোদরকে সমর্পণ কর। আমি এ স্থলে কুসুম চয়ন করিব। হে চতুরিকে আমার কথা কিন্তু ভ্রমেও তাঁহাকে বলিও না; যেহেতু আমাকে দেখিলে তিনি অধিক বিড়ম্বিত করিবেন॥২১৯॥ শ্রীবিশাখার যূথে—মালতী, মাধবী, চন্দ্ররেখা, শুভাননা, কুঞ্জরী, হরিণী, সুরভি ও চপলা ইঁহারা প্রধানা সখী॥২২০॥ শ্রীবিশাখার মন্ত্রোদ্ধার বৃহদ্‌গৌতমীয়ে উক্ত আছে, যথা—সরস্বতী বীজ, সৌং, তারপর চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত বিশাখা শব্দ, তারপর বহ্নিজায়া (স্বাহা)। বিশাখার এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র প্রেমবৃদ্ধি দান করে॥২২১॥ মন্ত্র যথা ঐং ইত্যাদি। শ্রীবিশাখার ধ্যান ঐ গ্রন্থে (বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রে) উক্ত আছে যথা—যাঁহার অঙ্গকান্তি চম্পকপুষ্পাবলীকে বিড়ম্বিত করিয়াছে, যাঁহার তারাবলি সদৃশ মনোজ্ঞ বসন, যিনি সুশীলা, বিবিধ ভূষণে শোভমানা এবং শ্রীনন্দনন্দনাগ্রে বসনাদি ভূষাদানে রতা ও

কাচতুল্যাম্বরা চাসৌ সদা চিত্রগুণান্বিতা।
অস্যাশ্চৈব বয়োমানং মনুসংখ্যাদিনান্বিতম্ ॥২২৫॥
ঋষিমাসাধিকং শক্রহায়নঞ্চেতি বিশ্রুতম্ (১৪।৭।১৪) ॥২২৬॥
চতুরোহস্যাঃ পিতা প্রোক্তো জনন্যস্যাশ্চ চর্চ্চিকা।
পতিঃ পীঠরকশ্চাস্যা অসৌ গৌররসে পুনঃ ॥২২৭॥
গোবিন্দানন্দতাং প্রাপ্তা চতুর্থযুগমধ্যকে।
ইয়ং ত্বধিকমৃদ্বী চ গৃহমস্যাস্তু যাবটে ॥২২৮॥

অভিসারিকালক্ষণং যথা উ° নী° ৫।৭১—৭২)—

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেষাভিসারিকা ॥২২৯॥
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ ॥২৩০॥

উদাহরণং যথা তত্র (১) জ্যোৎস্নাভিসারিকায়াঃ (উ° নী° ৫।৭৪)—

ইন্দুস্তুন্দিলমণ্ডলং প্রণয়তে বৃন্দাবনে চন্দ্রিকাং
সান্দ্রাং সুন্দরি নন্দনো ব্রজপতেস্ত্বদ্‌বীথিমুদ্‌বীক্ষতে।
ত্বং চন্দ্রকাঞ্চিতচন্দনেন খচিতা ক্ষৌমেণ চালঙ্কৃতা

সুকুতুহলা সেই শ্রীবিশাখাকে ভজন করি ॥২২২॥ অনন্তর শ্রীচিত্রাসখীর পরিচয় বলা হইতেছে, যথা—মদন সুখদ কুঞ্জের পূর্ব্বদলে পদ্মকিঞ্জল্ক নামক নানাবর্ণ কুঞ্জ আছে, ঐ কুঞ্জের স্বামিনী কৃষ্ণবল্লভা শ্রীচিত্রা ঐ কুঞ্জেই অবস্থান করেন। তিনি শ্রীহরিতে প্রীতিমতী, লবঙ্গ ও মাল্য সেবাপরায়ণা, অভিসারিকা নায়িকাভাব প্রাপ্তা কাশ্মীরবর্ণা কাচতুল্যাম্বরা এবং সদা আশ্চর্য্য গুণযুক্তা। ইঁহার বয়ঃপরিমাণ ১৪ বর্ষ ৭ মাস ১৫ দিন। ইঁহার পিতা চতুর, মাতা চর্চ্চিকা ও পতি পীঠরক। ইনি কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীগোবিন্দানন্দ। ইনি কিন্তু অধিক মৃদ্বী (নায়িকা), যাবটে ইঁহার গৃহ ॥ ২২৩—২৮॥ অভিসারিকার লক্ষণ—যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করান বা স্বয়ং অভিসার করেন, তাঁহাকে অভিসারিকা নায়িকা বলে। জ্যোৎস্নী ও তামসী ভেদে অভিসারিকা দ্বিবিধা। শুক্লপক্ষে অভিসারোপযোগী শুক্লবর্ণ

কিং বর্ত্ম্যরবিন্দচারুচরণদ্বন্দ্বং ন সন্ধিৎসসি ॥২৩১॥

(২) তামস্যভিসারিকায়াঃ (উ° নী° ৫।৭৫)—

তিমিরমসিভিঃ সংবীতাঙ্গ্যঃ কদম্ববনান্তরে
সখি বকরিপুং পুণ্যাত্মনঃ সরন্ত্যভিসারিকাঃ।
তব তু পরিতো বিদ্যুদ্বর্ণাস্তনুদ্যুতিসঞ্চয়ো
হরি হরি ঘনধ্বান্তান্যেতাঃ স্ববৈরিণি ভিন্দতে ॥২৩২॥

(উ° নী° ৮।২১)—"অধিকা মৃদবশ্চাত্র চিত্রা মধুরিকাদয়ঃ ॥" ॥২৩৩॥

অধিকমৃদ্ব্যুদাহরণং যথা (উ° নী° ৮।২১)—

দরাপি ন দৃগর্পিতা সখি শিখণ্ডচূড়ে ময়া
প্রসীদ বত মা কৃথা ময়ি বৃথা পুরোভাগিতাম্।
নটন্মকরকুণ্ডলং সপদি চণ্ডি লীলাগতিং
তনোত্যয়মদূরতঃ কিমিহ সংবিধেয়ং ময়া ॥২৩৪॥

অস্যা গৃথো যথা (শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১।২৪৫)—

রসালিকা তিলকিনী শৌরসেনী সুগন্ধিকা।
বামনী বামনয়না নাগরী নাগবল্লিকা ॥২৩৫॥

বেশ ও কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বেশভূষাদি ধারণ করিয়া তাঁহারা যথাক্রমে জ্যোৎস্না-ভিসারিকা ও তমোঽভিসারিকা হন। এই নায়িকা প্রিয়তমের নিকট গমন কালে লজ্জায় যেন নিজাঙ্গকেই আচ্ছন্ন করেন, তখন কিঙ্কিণী ও নূপুরাদি ভূষণ নিঃশব্দ থাকে, ইনি অবগুণ্ঠনবতী হইয়া স্নেহপরায়ণা একটি মাত্র সখীর সহিত অভিসার করেন ॥২২৯—৩০॥ জ্যোৎস্নী অভিসারিকার উদাহরণ যথা—শ্রীরাধিকাকে শ্রীবৃন্দা বলিতেছেন—হে সুন্দরি! অদ্য রাকাপতি উদিত হইয়া নিবিড় চন্দ্রিকা বিস্তার করিতেছে, ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনে তোমার পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন। তুমি কর্পূরযুক্ত চন্দন চর্চ্চিতা হইয়া এবং শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া অরবিন্দ অপেক্ষা মনোহর চরণযুগলকে সেই পথে চালাইতেছ না কেন? ॥২৩১॥ তামসী অভিসারিকার উদাহরণ যথা—অভিসারিণী শ্রীরাধিকাকে শ্রীবৃন্দা বলিলেন—হে সখি! পুণ্যবতী গোপাঙ্গনাগণ অন্ধকাররূপ কজ্জলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেষ্টিত করিয়া কদম্ববনে কৃ-

অস্যা **মন্ত্রোদ্ধারো** যথা স্কান্দে—

"লক্ষ্মীশ্চিত্রা চতুর্থ্যন্তা বহ্নিজায়া বড়ক্ষরঃ
মন্ত্রোহয়ং চিত্রিকানাম্ন্যাঃ কৃষ্ণসখ্যা উদীরিতঃ ॥"২৩৬॥

মন্ত্রো যথা—"শ্রীং চিত্রায়ৈ স্বাহা"

অস্যা **ধ্যানং** যথা তত্রৈব—

কাশ্মীরবর্ণাং সহিতাং বিচিত্র,-গুণৈঃ স্মিতাস্যোভিমুখীঞ্চ চিত্রাম্।
কাচাম্বরাং কৃষ্ণপুরো লবঙ্গ,-মালাপ্রদানে নিরতাং স্মরামি ॥২৩৭॥

অথ (৪) **ইন্দুলেখাসখ্যাঃ পরিচয়ঃ—**

আগ্নেয়পত্রে পূর্ণেন্দুকুঞ্জস্বর্ণাভবর্ণকে।
ইন্দুলেখা বসত্যত্র হরিতালসমাঙ্গিকা ॥২৩৮॥
দাড়িম্বকুসুমোদ্ভাসিবসনা কৃষ্ণবল্লভা
প্রোষিতভর্তৃকাভাবমাপন্না রতিযুগ্বরৌ।২৩৯॥
অমৃতাশনসেবাঢ্যা যাসৌ নন্দাত্মজস্য বৈ।
বয়োমানং ভবেৎ তস্যাঃ সর্ব্বশাস্ত্রের্ সম্মতম্।২৪০॥
সার্দ্ধদিগ্বাসরৈর্যুক্তা দ্বিমাসমনুহায়না। (১৪।২।১০½)
অসৌ তু বামপ্রখরা হরেশ্চামরসেবিনী।
গৃহমস্যাস্তু যাবটে পিতা সাগরসজ্ঞকঃ।২৪১॥

রিপুসবিধে অভিসার করিতেছেন। তোমার কিন্তু আবার বিদ্যুদ্বর্ণ অঙ্গ-কান্তিই সূচিকার রূপ ধারণ করত চতুর্দ্দিকের ঘনান্ধকাররাশি ভেদ করিতেছে; অতএব তুমি নিজেই নিজের শত্রু হইলে ॥২৩২॥ এই শ্রীরাধার যূথে চিত্রা ও মধুরিকাদি অধিক মৃদ্বী ॥২৩৩॥ অধিক মৃদ্বীর উদাহরণ যথা—শ্রীচিত্রা তাঁহার প্রিয়সখীকে বলিতেছেন—হে সখি! হায়! আমি ত কৃষ্ণের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টিপাত করি নাই, তুমি প্রসন্ন হও; আমাকে বৃথা দোষভাগী করিও না। হে চণ্ডি! বল দেখি তিনি নিকটে আসিয়া মকর কুণ্ডল নর্ত্তন করাইয়া লীলাগতি বিস্তার করেন তখন আমি কি করিব? ॥২৩৪॥ শ্রীচিত্রার যূথ যথা—রসালিকা প্রভৃতি অর্থ স্পষ্ট ॥২৩৫॥ শ্রীচিত্রার মন্ত্রোদ্ধার স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে যথা—লক্ষ্মীবীজের পর চতুর্থ্যন্তচিত্রাশব্দ

অস্যা মাতা ভবেদ্ বেলা পতিরস্যাস্তু দুর্ব্বলঃ।
বসুরামানন্দতয়া খ্যাতা গৌররসে হ্যসৌ ॥২৪২॥

প্রোষিতভর্ত্তৃকালক্ষণং যথা (উ° নী° ৫।৮৯)—

দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
প্রিয়সংকীর্ত্তনং দৈন্যমস্যাস্তানবজাগরৌ।
মালিন্যমনবস্থানং জাড্যচিন্তাদয়ো মতাঃ ॥২৪৩॥

উদাহরণং যথা (উ° নী° ৫।৯০)—

বিলাসী স্বচ্ছন্দং বসতি মথুরায়াং মধুরিপু-
র্বসন্তঃ সন্তাপং প্রথয়তি সমন্তাদনুপদম্।
দুরাশেয়ং বৈরিণ্যহহ মদভীষ্টোদ্যমবিধৌ
বিধত্তে প্রত্যুহং কিমিহ ভবিতা হন্ত শরণম্ ॥২৪৪॥

বহ্নিজায়ার সহিত সংযুক্ত হয়, চিত্রানাম্নী শ্রীকৃষ্ণসখীর এই ষড়ক্ষর মন্ত্র কথিত হইল ॥২৩৬॥ মন্ত্র যথা 'শ্রীং' ইত্যাদি। স্কন্দপুরাণে শ্রীচিত্রার ধ্যান উক্ত আছে—যিনি বিচিত্র গুণযুক্তা, কাশ্মীরবর্ণা, স্মিতশোভিমুখী, কাচাম্বরা, শ্রীকৃষ্ণাগ্রে লবঙ্গ ও মাল্যপ্রদানে নিরতা সেই শ্রীচিত্রাকে স্মরণ করি ॥২৩৭॥ অনন্তর শ্রীইন্দুলেখার পরিচয় বলা হইতেছে—মদনসুখদ কুঞ্জের আগ্নেয়দলে স্বর্ণবর্ণধারী পূর্ণেন্দু নাম কুঞ্জে হরিতালাঙ্গী শ্রীইন্দুলেখা বাস করেন। দাড়িম্ব-কুসুমতুল্য উদ্ভাসিত বসনা ও শ্রীকৃষ্ণে রতিমতী শ্রীইন্দুলেখা প্রোষিতভর্ত্তৃকা ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অমৃতভোজন সেবায় নিযুক্তা আছেন। তাঁহার বয়স ১৪ বর্ষ ২ মাস ১০½ দিন। তিনি বাম প্রখরা, শ্রীকৃষ্ণের চামরসেবাও করেন তাঁহার গৃহ যাবটে, পিতা সাগর, মাতা বেলা ও পতি দুর্ব্বল। তিনি (ইন্দুলেখা) কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় বসু রামানন্দ রূপেই খ্যাত হন ॥২৩৮—৪২॥ প্রোষিতভর্ত্তৃকার লক্ষণ যথা—নায়িকা দূরদেশে গেলে তদীয়া নায়িকাকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা বলা যায়। ইঁহার চেষ্টা প্রিয়কীর্ত্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য সর্ব্বত্র চিত্তের অনাসক্তি, জাড্য এবং চিন্তাদি ॥২৪৩॥ উদাহরণ যথা—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে তদীয় সুদীর্ঘ বিরহজনিত ক্ষোভবশতঃ শ্রীরাধার সবিষাদচিত্তোক্তি—বিলাসী

বামপ্রখরালক্ষণোদাহরণে তুক্তে ; অস্যা যূথো যথা শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়াম্ (১।২৪৭)—

তুঙ্গভদ্রা চিত্রলেখা সুরঙ্গী রঙ্গবাটিকা।
মঙ্গলা সুবিচিত্রাঙ্গী মোদিনী মদনাপি চ ॥২৪৫॥

অস্যা **মন্ত্রোদ্ধারো** যথা ঈশানসংহিতায়াম্—

বাগ্‌ভবশ্চেন্দুলেখা চ চতুর্থী বহ্নিজায়িকা।
মন্ত্রঃ স্যাচ্চেন্দুলেখায়া অষ্টার্ণঃ সমুদীরিতঃ ॥২৪৬॥

মন্ত্রো যথা—"ঐং ইন্দুলেখায়ৈ স্বাহা"

অস্যা **ধ্যানং** যথা তত্রৈব—

হরিতালসমানদেহকান্তিং, বিকসদ্দাড়িমপুষ্পশোভিবস্ত্রাম্।
অমৃতং দদতীং মুকুন্দবক্ত্রে, ভজ আলীমহমিন্দুলেখিকাখ্যাম্ ॥২৪৭॥

অথ (৫) শ্রীচম্পকলতাসখ্যাঃ পরিচয়ঃ—

দক্ষিণেঽস্মিন্ দলে কামলতানামাস্তি কুঞ্জকম্।
অত্যন্তসুখদং তপ্তজাম্বূনদসমপ্রভম্ ॥২৪৮॥

মধুরিপু স্বচ্ছন্দে মথুরাবাস করিতেছেন, সর্ব্বতোভাবে বসন্তও প্রতিপদে আমার সন্তাপ বৃদ্ধি করিতেছে ! আমার দেহত্যাগই এক্ষণে অভীষ্ট হইলেও তাহার উদ্যমেই (তিনি কখনও আসিবেন—এইরূপ) দুরাশা বিঘ্ন করিতেছে !! হায় আমি এই ব্যাপারে কাহার আশ্রয় নিব ॥২৪৪॥ বাম প্রখরার লক্ষণ ও উদাহরণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শ্রীইন্দুলেখার যূথ—তুঙ্গভদ্রা ইত্যাদি ॥২৪৫॥ ইঁহার মন্ত্রোদ্ধার ঈশানসংহিতায় উক্ত আছে, যথা—সরস্বতী বীজ চতুর্থীযুক্তা ইন্দুলেখা, তারপর বহ্নিজায়া। ইন্দুলেখার এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র কথিত হইল। মন্ত্র—ঐং ইত্যাদী। শ্রীইন্দুলেখার ধ্যান ঐ ঈশানসংহিতায় উক্ত আছে যথা—যাঁহার দেহকান্তি হরিতালতুল্য, বস্ত্র বিকসিত দাড়িম কুসুমবৎ শোভাযুক্ত, যিনি শ্রীকৃষ্ণবদনে অমৃত অর্পণ করেন, সেই ইন্দুলেখা সখীকে ভজন করি ॥২৪৬—৭॥ অনন্তর শ্রীচম্পকলতা সখীর পরিচয় কথিত হইতেছে—মদনসুখদ কুঞ্জের দক্ষিণ দলে কামলতা নামক কুঞ্জ আছে, এই কুঞ্জ অত্যন্ত সুখদ ও তপ্ত জাম্বূনদসম কান্তিসম্পন্ন। এই কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণবল্লভা শ্রীচম্পকলতা থাকেন। শ্রীকৃষ্ণে রতিমতী শ্রীচম্পকলতা বাসক-

শ্রীচম্পকলতা তিষ্ঠত্যমুষ্মিন্ কৃষ্ণবল্লভা।
অসৌ বাসকসজ্জাত্বমাপন্না রতিযুগ্ধরৌ ॥২৪৯॥
বামমধ্যা চম্পকাভা চাতকাভশুভাম্বরা।
তৎসেবা রত্নমালায়া দানং চামরচালনম্ ॥২৫০॥
সার্দ্ধত্রয়োদশদিনমা সদ্বয়সমন্বিতাঃ।
মনুসংখ্যাহায়নাশ্চ বয়োমানং ভবেৎ পুনঃ ॥(১৪।২।১৩½)২৫১॥
মাতাস্যা বাটিকা খ্যাতা পিতা চারামসজ্ঞকঃ।
অস্যাশ্চ ভর্ত্তা চণ্ডাখ্যস্তথা গৌররসে ত্বসৌ।
শিবানন্দতয়া খ্যাতিমাগতা হি কলৌ যুগে ॥২৫২॥

বাসকসজ্জালক্ষণং যথা (উ° নী° ৫।৭৬—৭৭)—

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা ॥২৫৩॥
চেষ্টাস্যাঃ স্মরসংক্রীড়াসঙ্কল্পবর্ত্মবীক্ষণম্।
সখীবিনোদবার্ত্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ ॥২৫৪॥

সজ্জাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি চম্পকাভা ও চাতকবর্ণসদৃশ বসনধারিণী এবং বামমধ্যা। তাঁহার সেবা রত্নমালাদান ও চামর আন্দোলন। ইঁহার বয়স ১৪ বর্ষ ২ মাস ১৩½ দিন। ইঁহার মাতা বাটিকা পিতা আরাম ও পতি চণ্ড। ইনি কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শিবানন্দরূপে খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥২৪৮—৫২॥ বাসকসজ্জার লক্ষণ যথা—'নিজাবসরক্রমে প্রিয়তম আসিবেন। এই ভাবিয়া যিনি নিজ দেহ ও বাসগৃহ, সুসজ্জিত করেন, তিনিই বাসকসজ্জিকা। ইঁহার চেষ্টা—কেলি বিনোদের সঙ্কল্প, কান্ত পথ নিরীক্ষণ, সখীসহ বিনোদালাপ এবং মুহুর্মুহু দূতীর প্রতি দৃষ্টিপাত ইত্যাদি উদাহরণ যথা—শ্রীরাধিকার কোন এক সখী কোন এক সখীকে বলিতেছেন —দেখ সখি! রতিক্রীড়োপযোগী কুঞ্জগৃহকে পুষ্পশয্যাদ্বারা উজ্জ্বলকান্তি-বিশিষ্ট এবং নিজদেহকেও বিবিধ অলঙ্কারে মণ্ডিত দেখিয়া শ্রীরাধা মৃদুমন্দ হাস্য করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোনও অনির্ব্বাচ্য সঙ্গমবিধিকে মুহুর্মুহু ধ্যান করিতে করিতে আনন্দে সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মদনমদে উন্মত্ত-

উদাহরণং যথা (উ° নী° ৫।৭৮)—

রতিক্রীড়াকুঞ্জং কুসুমশয়নীয়োজ্জ্বলরুচিং
বপুঃ সালঙ্কারং নিজমপি বিলোক্য স্মিতমুখী।
মুহুর্ধ্যায়ং ধ্যায়ং কিমপি হরিণা সঙ্গমবিধিং
সমৃদ্ধ্যন্তী রাধা মদনমদমাত্তামতিরভূৎ ।।২৫৫।।

বামপ্রখরালক্ষণোদাহরণে তূক্তে ; অস্যা যূথো যথা (কৃষ্ণগণোদ্দেশে ১।২৪৪)

কুরঙ্গাক্ষী সুরচিতা মণ্ডলী মণিমণ্ডনা।
চণ্ডিকা চন্দ্রলতিকা কন্দুকাক্ষী সুমন্দিরা।।২৫৬।।

অস্যা **মন্ত্রোদ্ধারো** যথা গারুড়ে—

আদৌ চ চম্পকলতা ঙেহন্তা বৈশ্বানরপ্রিয়া।
মন্ত্রোঽয়ং চম্পকলতাপ্রেমদো বসুবর্ণকঃ ।২৫৭।।

মন্ত্রো যথা—"চম্পকলতায়ৈ স্বাহা"

অস্যা **ধ্যানং** যথা তত্রৈব—

চম্পকাবলিসমানকান্তিকাং, চাতকাভবসনাং সুভূষণাম্।
রত্নমাল্যযুতচামরোদ্যতাং, চারুচম্পকলতাং সদা ভজে ।।২৫৮।।

মতি হইয়াছেন ।।২৫৩—৫৫।। বামপ্রখরার লক্ষণ ও উদাহরণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শ্রীচম্পকলতার যূথ কুরঙ্গাক্ষী ইত্যাদি ।২৫৬।। শ্রীচম্পকলতার মন্ত্রোদ্ধার গরুড় পুরাণে উক্ত আছে, যথা—প্রথমে চতুর্থ্যন্তা চম্পকলতা তারপর অগ্নিপ্রিয়া (স্বাহা) শ্রীচম্পকলতার এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র তদীয় চরণে প্রেমদান করীয়া থাকে ।।২৫৭।। মন্ত্র যথা—চম্পক ইত্যাদি শ্রীচম্পকলতার ধ্যান ঐ গরুড় পুরাণে উক্ত আছে, যথা—যাঁহার অঙ্গকান্তি চম্পকাবলিসমান, বসন চাতকবর্ণতুল্য যিনি সুন্দর ভূষণে ভূষিতা হইয়া রত্নমাল্য ও চামরসেবায় নিযুক্তা আছেন, সেই শ্রীচম্পকলতা সখীকে সর্ব্বদা ভজন করি ।।২৫৮।। অনন্তর শ্রীরঙ্গদেবীর পরিচয় দেওয়া হইতেছে—মদন সুখদ কুঞ্জের নৈর্ঋতদলে সুখদ নামক শ্যামবর্ণ কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণবল্লভা শ্রীরঙ্গদেবী নিত্যই নিবাস করেন ।। ২৫৯।। ইনি পদ্মকিঞ্জল্কবর্ণা, জবাপুষ্পতুল্যবস্ত্রা, উৎকণ্ঠিতাভাবযুক্তা, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে রতিমতী, চন্দনসেবাঢ্যা ও বামমধ্যা। যাবটে ইঁহার গৃহ ইনি

অথ (৬) **শ্রীরঙ্গদেবীসখ্যাঃ পরিচয়ঃ—**

রক্ষোদলে শ্যামবর্ণে কুঞ্জে শ্রীরঙ্গদেবিকা
সুখদাখ্যে নিবসতি নিত্যং শ্রীহরিবল্লভা ॥২৫৯॥
পদ্মকিঞ্জল্কবর্ণাভা জবাপুষ্পনিভাম্বরা।
উৎকণ্ঠিতাভাবযুক্তা শ্রীকৃষ্ণে রতিভাক্ সদা ॥২৬০॥
অসৌ চন্দনসেবাঢ্যা বামমধ্যা ভবেৎ পুনঃ।
গৃহমস্থা যাবটে তু বয়োমানং ভবেৎ পুনঃ ॥২৬১॥
সার্দ্ধবেদদিনৈর্যুক্তং দ্বিমাসং মনুহায়নম্। (১৪।২।৪½)।
মাতা শ্রীকরুণা প্রোক্তা পিতা শ্রীরঙ্গসাগরঃ ॥২৬২॥
পতির্বক্রেক্ষণঃ প্রোক্তো হ্যসৌ গৌররসে পুনঃ।
গোবিন্দানন্দঘোষাখ্যামাপন্না হি কলৌ যুগে ॥২৬৩॥

উৎকণ্ঠিতালক্ষণং যথা (উ° নী° ৫।৭৯—৭০)—

অনাগসি প্রিয়তমে চিরমত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা ॥২৬৪॥

বয়সে ১৪ বর্ষ ২ মাস ৪½ দিন। ইঁহার মাতা করুণা, পিতা রঙ্গসাগর ও পতি বক্রেক্ষণ। ইনি কলিযুগে শ্রীগৌরলীলায় গোবিন্দানন্দঘোষ নাম ধারণ করেন ॥২৬০—৬৩॥ উৎকণ্ঠিতা লক্ষণ যথা—নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ না আসিলে যে নায়িকা উৎসুকা হইয়া থাকেন, ভাববেত্তা কবিগণ তাঁহাকেই 'বিরহোৎকণ্ঠিতা' সমাখ্যা দেন। ইঁহার চেষ্টা—হৃত্তাপ, গাত্রকম্প, অনাগমনের হেতু চিন্তা, দুখ, অশ্রুপাত, এবং স্বাবস্থা কথনাদি। উদাহরণ যথা—শ্রীচন্দ্রাবলী শ্রীশৈব্যাকে বলিলেন—হে সখি! অদ্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কটাক্ষগুণে (রজ্জুদ্বারা) বদ্ধ হইয়াছেন কি? অথবা তাঁহার সহিত প্রচণ্ড দৈত্যগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল কি? অহহ! কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ঐ যে পূর্ব্বদিকে চন্দ্র উদিত হইলেন অর্থাৎ অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইল; হে বিধুমুখি! এখনও তিনি আমাকে স্মরণ করিতেছেন না, তাহার কারণ কি? ॥২৬৪—৬৬॥ বামমধ্যার লক্ষণ ও উদাহরণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শ্রীরঙ্গদেবীর যূথ—কলকণ্ঠী ইত্যাদি। ইঁহার মন্ত্রোদ্ধার কিশোরীতন্ত্রে উক্ত আছে, যথা—

অস্যাস্ত চেষ্টা হৃত্তাপো বেপথুর্হেতুতর্কণম্ ।

অরতির্বাষ্পমোক্ষশ্চ স্বাবস্থাকথনাদয়ঃ ॥২৬৫॥

উদাহরণং যথা (উ° নী° ৫।৮১)—

সখি কিমভবদ্ বদ্ধো রাধাকটাক্ষগুণৈরয়ং

সমরমথবা কিং প্রারব্ধং সুরারিভিরুদ্ধুরৈঃ ।

অহহ বহুলাষ্টম্যাং প্রাচীমুখেঽপ্যুদিতে বিধৌ

বিধুমুখি ! ন যন্মাং সস্মার ব্রজেশ্বরনন্দনঃ ॥২৬৬॥

বামমধ্যালক্ষণোদাহরণে তূক্তে ; অস্যা **যূথো** যথা (শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশে ১।২৪৮)

কলকণ্ঠী শশিকলা কমলা প্রেমমঞ্জরী ।

মাধবী মধুরা কামলতা কন্দর্পসুন্দরী ॥২৬৭॥

অস্যা **মন্ত্রোদ্ধারো** যথা কিশোরীতন্ত্রে—

লক্ষ্মীরগ্নিরঙ্গদেবী ঙেঽন্তা বহ্নিপ্রিয়া ততঃ

রঙ্গদেব্যাস্ত মন্ত্রোঽয়মষ্টার্ণো রাগভক্তিদঃ ॥২৬৮॥

মন্ত্রো যথা—"শ্রীং রাং রঙ্গদেব্যৈ স্বাহা"

অস্যা ধ্যানং চ তত্রৈব—

রাজীবকিঞ্জল্কসমানবর্ণাং, জবাপ্রসূনোপমবাসসাঢ্যাম্ ।

শ্রীখণ্ডসেবাসহিতাং ব্রজেন্দ্র,-সূনোর্ভজে রাসগরঙ্গদেবীম্ ॥২৬৯॥

লক্ষ্মী ও অগ্নিবীজ, চতুর্থ্যন্তা রঙ্গদেবী তারপর বহ্নিজায়া। শ্রীরঙ্গদেবীর এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র রাগভক্তি দান করে। মন্ত্র যথা—শ্রীং ইত্যাদি। ইঁহার ধ্যান ঐ কিশোরীতন্ত্রে উক্ত আছে, যথা—যিনি পদ্মকিঞ্জল্কসমান বর্ণা, জবাকুসুম তুল্য বসন ধারিণী ও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীখণ্ড (চন্দন) সেবায় নিযুক্তা, সেই রাস-গতিশীলা শ্রীরঙ্গদেবীকে ভজন করি ॥২৬৭—৬৯॥ অনন্তর শ্রীতুঙ্গবিদ্যাসখীর পরিচয় যথা—মদনসুখদ কুঞ্জের পশ্চিমদলে তুঙ্গবিদ্যানন্দদ নামে খ্যাত পরম শোভাযুক্ত অরুণবর্ণ এক কুঞ্জ আছে। ঐ কুঞ্জে শ্রীতুঙ্গবিদ্যা সখী নিত্যই বাস করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণে রতিযুক্তা ও তৎপ্রেমসমুৎসুকা হইয়া বিপ্রলব্ধাত্ব ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কর্পূরচন্দন প্রচুর কুঙ্কুমদ্যুতিশালিনী ও পাণ্ডু-মণ্ডনবস্ত্রা এবং স্বভাবে দক্ষিণ প্রখরা। শ্রীতুঙ্গবিদ্যার মাতা মেধা, পিতা

অথ (৭) **শ্রীতুঙ্গবিদ্যাসখ্যাঃ পরিচয়ঃ—**

কুঞ্জোঽস্তি পশ্চিমে দলেঽরুণবর্ণঃ সুশোভনঃ।
তুঙ্গবিদ্যানন্দদো নাম্নেতি বিখ্যাতিমাগতঃ ॥২৭০॥
নিত্যং তিষ্ঠতি তত্রৈব তুঙ্গবিদ্যা সমুৎসুকা।
বিপ্রলব্ধাত্বমাপন্না শ্রীকৃষ্ণে রতিযুক্ সদা ॥২৭১॥
চন্দ্রচন্দনভূয়িষ্ঠকুঙ্কুমদ্যুতিশালিনী।
পাণ্ডুমণ্ডনবস্ত্রেয়ং দক্ষিণপ্রখরোদিতা ॥২৭২॥
মেধায়াং পৌষ্করাজ্জাতা পতিরস্যাস্তু বালিশঃ।
নৃত্যগীতাদিসেবাঢ্যা গৃহমস্যাস্তু যাবটে ॥২৭৩॥
দ্বাবিংশতিদিনৈর্যুক্তা দ্বিমাসমনুহায়নাঃ (১৪।২।২২)।
অস্যা বয়ঃপ্রমাণং স্যাদসৌ গৌররসে পুনঃ ॥২৭৪॥
বক্রেশ্বর ইতি খ্যাতিমাপন্না হি কলৌ যুগে ॥২৭৫॥

বিপ্রলব্ধালক্ষণং যথা (উ° নী° ৫।৮৩—৮৪)—

কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ।
নির্ব্বেদচিন্তাখেদাশ্রুমূর্চ্ছানিঃশ্বসিতাদিভাক্ ॥২৭৬॥

উদাহরণং যথা—

বিন্দতি স্ম দিবমিন্দুরিন্দিরা,-নায়কেন সখি বঞ্চিতা বয়ম্।
কুর্ম্মহে কিমিহ শাধি সাদরং, দ্রাগিতি ক্লমমগান্মৃগেক্ষণা ॥২৭৭॥

পুষ্কর ও পতি বালিশ। ইনি নৃত্যগীতাদি সেবাপরায়ণ। ইঁহার গৃহ যাবটে বয়স ১৪ বর্ষ ২ মাস ২২ দিন। ইনি কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নামে খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥২৭০—৭৫॥ বিপ্রলব্ধা নায়িকার লক্ষণ যথা—যে নায়িকার প্রাণেশ্বর সঙ্কেত করিয়া দৈবাৎ না আসেন, মনীষিগণ সেই ব্যথিতান্তরা নায়িকাকে বিপ্রলব্ধা বলেন। ইঁহার চেষ্টা নির্ব্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রুপাত মূর্চ্ছা ও নিঃশ্বাসাদি।২৭৬॥ উদাহরণ যথা—কোনও ব্রজদেবী নিজ সখীকে বলিলেন হে সখি! চন্দ্রমার যে উদয় হইল, আমরা বুঝি লক্ষ্মীনাথ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইলাম। এক্ষণে এই অবস্থায় কি করিব

দক্ষিণালক্ষণং যথা (উ° নী° ৮।৩৮, ৪২)—

অসহা মাননির্ব্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী।
সামভিস্তেন ভেদ্যা চ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা ॥২৭৮॥
তুঙ্গবিদ্যাদিকা চাত্র দক্ষিণপ্রখরা ভবেৎ ॥২৭৯॥

উদাহরণং যথা (শ্রীগীতগোবিন্দে ৯।১০)—

স্নিগ্ধে যৎ পরুষাসি যৎ প্রণমসি স্তব্ধাসি যদ্রাগিণি
দ্বেষং যাসি যদুন্মুখে বিমুখতাং যাতাসি তস্মিন্ প্রিয়ে।
তদ্যুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চা বিষং
শীতাংশুস্তপনো হিমং হুতবহঃ ক্রীড়ামুদো যাতনাঃ ॥২৮০॥

অস্যা যূথো যথা (শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশে ১।২৪৬)—

মঞ্জুমেধা সুমধুরা সুমধ্যা মধুরেক্ষণা।
তনুমধ্যা মধুস্যন্দা গুণচূড়া বরাঙ্গদা ॥২৮১॥

আমাকে শীঘ্র সাদরে উপদেশ কর এই বলিয়াই তিনি ক্লান্তা হইলেন ॥২৭৭॥ দক্ষিণা নায়িকার লক্ষণ যথা—যে নায়িকা মান নির্ব্বন্ধে অসহা, নায়কের প্রতি যুক্তিযুক্ত বাক্য বলেন এবং নায়কের স্তববাক্যে বশীভূতা হন, সেই নায়িকাই দক্ষিণা ॥২৭৮॥ শ্রীরাধিকার গণে শ্রীতুঙ্গবিদ্যা প্রভৃতি দক্ষিণ প্রখরা ॥২৭৯॥ উদাহরণ যথা—কলহান্তরিতা শ্রীরাধিকাকে তাঁহারই কোনও প্রখরা প্রিয়সখী তিরস্কার পূর্ব্বক বলিতেছেন—হে সখি! স্নেহশীল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তুমি যে কঠিনা হইয়াছ তিনি প্রণাম করিলে তুমি অনম্রা হইয়াছ, তিনি অনুরাগ প্রকাশ করিলে তুমি দ্বেষ করিয়াছ, তিনি উন্মুখ হইলে তুমি বিমুখী হইয়াছ—হে বিপরীতকারিণি! তোমার পক্ষে তাহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণেও সেই বৈপরীত্য তোমাতে দেখা যাইতেছে—কারণ তুমি চন্দনলেপকে বিষ, চন্দ্রমাকে সূর্য্য, হিমকে অগ্নি এবং ক্রীড়াবিনোদকেও যাতনাদি বোধ করিতেছ!! ॥২৮০॥ শ্রীতুঙ্গবিদ্যার যূথ—শ্রীমঞ্জুমেধা প্রভৃতি ॥২৮১॥ ইঁহার মন্ত্রোদ্ধার কিশোরীতন্ত্রে উক্ত আছে—লক্ষ্মীবীজপূর্ব্বা চতুর্থী বিভক্তি যুক্তা তুঙ্গবিদ্যা, তারপর বহ্নিপ্রিয়া (স্বাহা)। শ্রীতুঙ্গবিদ্যার এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সম্যক্ প্রকারে কথিত হইল ॥২৮২॥ মন্ত্র যথা—শ্রীং ইত্যাদি। ইঁহার

অস্যা **মন্ত্রোদ্ধারো** যথা কিশোরীতন্ত্রে—

লক্ষ্মীপূর্ব্বা তুঙ্গবিদ্যা চতুর্থী হুতভুক্প্রিয়া।
মন্ত্রোঽয়ং তুঙ্গবিদ্যায়া বসুবর্ণঃ সমীরিতঃ ॥২৮২॥

মন্ত্রো যথা—"শ্রীং তুঙ্গবিদ্যাযৈ স্বাহা"

অস্যা **ধ্যানং** যথা তত্রৈব—

চন্দ্রাঢ্যৈরপি চন্দনৈঃ সুললিতাং শ্রীকুঙ্কুমাভদ্যুতিং
সদ্রত্নান্বিতভূষণাঞ্চিততনুং শোণাম্বরোল্লাসিতাম্।
সদ্গীতাবলিসংযুতাং বহুগুণাং ডম্ফস্য শব্দেন বৈ
নৃত্যন্তীং পুরতো হরে রসবতীং শ্রীতুঙ্গবিদ্যাং ভজে ॥২৮৩॥

অথ (৮) **শ্রীসুদেবীসখ্যাঃ পরিচয়ঃ—**

বায়ব্যদলকে কুঞ্জমাস্তে হরিতবর্ণকম্।
বসন্তসুখদমত্র সুদেবী বর্ত্ততে সদা ॥২৮৪॥
কলহান্তরিতাভাবমাপন্না রতিযুগ্ঘরৌ।
পদ্মকিঞ্জল্করুচিরা জবাপুষ্পনিভাম্বরা ॥২৮৫॥
অসৌ চ জলসেবাঢ্যা বামা প্রখরিকা মতা।
বেদবাসরসংযুক্তদ্বিমাসমনুহায়না॥ (১৪।২।৪) ২৮৬॥

ধ্যান ঐ কিশোরীতন্ত্র গ্রন্থে উক্ত আছে—যিনি কর্পূরযুক্ত চন্দনচর্চ্চায় সুশোভিতা, শ্রীকুঙ্কুমকান্তিতুল্য যাঁহার অঙ্গকান্তি সদ্রত্নযুক্ত ভূষণ সমূহে যাঁহার তনু ভূষিত, যিনি রক্তবস্ত্রধারণে উল্লাসপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সদ্গীতাবলী-সংযুতা এবং বহুগুণা সেই রসবতী শ্রীতুঙ্গবিদ্যা ডম্ফবাদ্যের শব্দে শ্রীহরির সম্মুখে নৃত্য করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাকে ভজন করি ॥২৮৩॥ অনন্তর শ্রীসুদেবীসখীর পরিচয় কথিত হইতেছে—মদনানন্দ কুঞ্জের বায়ব্যদলে বসন্তসুখদ নামক হরিৎবর্ণের কুঞ্জ আছে ঐ কুঞ্জে শ্রীসুদেবী বাস করেন। শ্রীহরিতে রতিমতী, পদ্মকিঞ্জল্কবর্ণা ও জবাপুষ্পতুল্যবস্ত্রা শ্রীসুদেবী কলহান্তরিতা ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি জলসেবায় নিযুক্তা ও বামপ্রখরা। ইঁহার বয়স ১৪ বর্ষ ২ মাস ৪ দিন, গৃহ যাবটে। ইঁহার মাতা করুণা, পিতা রঙ্গসাগর বক্রেক্ষণের (শ্রীরঙ্গদেবীপতির) কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ইঁহার পরিণয়

অস্যা বয়ঃপরিমাণং যাবটে তু নিকেতনম্।
মাতাস্যাঃ করুণা প্রোক্তা জনকো রঙ্গসাগরঃ ॥২৮৭॥
ভ্রাত্রা বক্রেক্ষণস্যেয়ং পরিণীতা কনীয়সা।
শ্রীবাসুদেবঘোষাখ্যামাপ্তা গৌররসে ত্বসৌ ॥২৮৮॥

কলহান্তরিতালক্ষণং যথা (উ° নী° ৫।৮৭)—

যা সখীনাং পুরঃ পাদ পতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাৎ তপতি কলহান্তরিতা হি সা।
অস্যাঃ প্রলাপসন্তাপগ্লানিনিঃশ্বসিতাদয়ঃ ॥২৮৯॥

উদাহরণং যথা (উ° নী° ৫।৮৮)—

স্রজঃ ক্ষিপ্তা দূরে স্বয়মুপহৃতাঃ কেশিরিপুণা
প্রিয়বাচস্তস্য শ্রুতিপরিসরান্তেঽপি ন কৃতাঃ।
নমন্নেষ ক্ষৌণীবিলুঠিতশিখং প্রৈক্ষি ন ময়া
মনস্তেনেদং মে স্ফুটতি পুটপাকার্পিতমিব ॥২৯০॥

বামপ্রখরালক্ষণোদাহরণে তূক্তে; অস্যা যূথো যথা (শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশে ১।২৪৯)—

কাবেরী চারুকবরী সুকেশী মঞ্জুকেশিকা।
হারহিরা হারকণ্ঠী হারবল্লী মনোহরা ॥২৯১॥

হইয়াছে। ইনি কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীবাসুদেব ঘোষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥২৮৪—৮৮॥ কলহান্তরিতার লক্ষণ যথা—যে নায়িকা সখীজনের সমক্ষে পাদপতিত প্রিয়তমকে নিরসন করত পশ্চাৎ অনুতাপ করেন, তাঁহাকে কলহান্তরিতা বলে। ইঁহার চেষ্টা—প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি ও দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগাদি ॥২৮৯॥ উদাহরণ যথা—শ্রীরাধা বলিতেছেন—হে সখী-গণ! কেশিরিপু কর্তৃক স্বয়ং উপহৃত মাল্যগুলিকে আমি দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি; তাঁহার প্রিয় বাক্যগুলিতে কর্ণপাতও করি নাই; তিনি আমার চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলেও আমি দৃষ্টিপাতও করি নাই। হায়! এক্ষণে সেই কারণে আমার মন পুটপাকাপিত ধাতুদ্রব্যের ন্যায় তীব্র তাপে স্ফুটিত হইতেছে ॥২৯০॥ বাম প্রখরার লক্ষণ ও উদাহরণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

অস্যা **মন্ত্রোদ্ধারো** যথা রুদ্রযামলে—

ম্বে বাগ্‌ভবে রমা ঙেহন্তা সুদেবী দহনপ্রিয়া।
উক্তঃ সুদেব্যা মন্ত্রোঽয়মষ্টার্ণঃ প্রেমভক্তিদঃ ॥২৯২॥

মন্ত্রো যথা—"ঐং সৌং শ্রীঁ সুদেব্যৈ স্বাহা"

অস্যা **ধ্যানং** যথা তত্রৈব—

অম্ভোজকেশরসমানরুচিং সুশীলাং
রক্তাম্বরাং রুচিরহাসবিরাজিবক্ত্রাম্।
শ্রীনন্দনন্দনপুরো জলসেবনাঢ্যাং
সদ্ভূষণাবলিযুতাং চ ভজে সুদেবীম্ ॥২৯৩॥

অথ **শ্রীরূপমঞ্জরীসখ্যাঃ পরিচয়ঃ**—

কুঞ্জোঽস্তি রূপোল্লাসাখ্যো ললিতাকুঞ্জকোত্তরে।
সদা তিষ্ঠতি তত্রৈব সুশোভা রূপমঞ্জরী ॥২৯৪॥
প্রিয়নর্ম্মসখীমুখ্যা সুন্দরী রূপমঞ্জরী।
গোরোচনাসমাঙ্গশ্রীঃ কেকিপত্রাংশুকপ্রিয়া ॥২৯৫॥
সার্দ্ধত্রিদশবর্ষাসৌ বামমধ্যাত্বমাশ্রিতা (১৩।৬)।
রঙ্গণমালিকা চেতি প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥২৯৬॥

শ্রীসুদেবীর যূথ—কাবেরী ইত্যাদি। ইঁহার মন্ত্রোদ্ধার রুদ্রযামলে উক্ত আছে—দুইটী বাগ্ (সরস্বতী) বীজ তারপর লক্ষ্মীবীজ চতুর্থ্যন্ত সুদেবী ও বহ্নিজায়া (স্বাহা), শ্রীসুদেবীর এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র প্রেমভক্তিদান করে, ইহা উক্ত হইল। মন্ত্র যথা—ঐং ইত্যাদি। ইঁহার ধ্যান ঐ রুদ্রযামল গ্রন্থে উক্ত আছে—যাঁহার অঙ্গকান্তি পদ্মকেশর সদৃশ, যিনি সুশীলা রক্তাম্বরা ও রুচির হাস্যশোভিত বক্ত্রা এবং শ্রীকৃষ্ণসমক্ষে জলসেবনাঢ্যা সেই সদ্ভূষণাবলি-যুক্তা শ্রীসুদেবীকে ভজনা করি ॥২৯১—৯৩॥ অনন্তর শ্রীরূপমঞ্জরীর পরিচয় দেওয়া হইতেছে—শ্রীললিতা সখীর কুঞ্জের উত্তরে রূপোল্লাস নামক কুঞ্জ আছে, ঐ কুঞ্জে সুশোভা শ্রীরূপমঞ্জরী সর্ব্বদাই অবস্থান করেন। সুন্দরী শ্রীরূপমঞ্জরী প্রিয়নর্ম্মসখীগণ মধ্যে মুখ্যা। তাঁহার অঙ্গশ্রী গোরোচনাতুল্যা। তিনি ময়ূরপিঞ্ছ সদৃশ বসন পরিধানে প্রীতিলাভ করেন। তাঁহার বয়স ১৩

ইয়ং লবঙ্গমঞ্জর্য্যা একেনাহ্না কনীয়সী।
কলৌ গৌররসে রূপগোস্বামিত্বং সমাগতা ॥২৯৭॥

অস্যা **মন্ত্রোদ্ধারো** যথা কিশোরীতন্ত্রে—

শ্রীবীজেন সমাযুক্তা ঙেহন্তা বৈ রূপমঞ্জরী।
অয়মষ্টাক্ষরো রূপমঞ্জর্য্যা মন্ত্র ঈরিতঃ ॥২৯৮॥

মন্ত্রো যথা—"শ্রীং রূপমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা"

অস্যা **ধ্যানং** যথা তত্রৈব—

গোরোচনানিন্দিনিজাঙ্গকান্তিং মায়ূরপিঞ্ছাভসুচীনবস্ত্রাম্।
শ্রীরাধিকাপাদসরোজদাসীং রূপাখ্যকাং মঞ্জরিকাং ভজেঽহম্ ॥২৯৯॥

অথ **শ্রীরতিমঞ্জরীসখ্যাঃ পরিচয়ঃ**—

রত্যম্বুজাখ্যঃ কুঞ্জোঽস্তীন্দুলেখাকুঞ্জদক্ষিণে।
তত্রৈব তিষ্ঠতি সদা স্বরূপা রতিমঞ্জরী ॥৩০০॥

বর্ষ ৬ মাস। পণ্ডিতগণ শ্রীরূপমঞ্জরীকে রঙ্গণমালিকা বলিয়া উল্লেখ করেন। ইনি শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী হইতে বয়সে একদিন কম। ইনি কলিযগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় শ্রীরূপগোস্বামী ॥২৯৪—৯৭॥ শ্রীরূপমঞ্জরীর মন্ত্রোদ্ধার কিশোরী-তন্ত্রে উক্ত আছে—লক্ষ্মীবীজসহ চতুর্থ্যন্তা শ্রীরূপমঞ্জরীর সম্যক্ যোগ আছে, শ্রীরূপমঞ্জরীর অষ্টাক্ষর মন্ত্রই কথিত হইল। মন্ত্র যথা—শ্রীং ইত্যাদি। ইঁহার ধ্যান ঐ কিশোরীতন্ত্রে উক্ত আছে, যথা—যাঁহার অঙ্গকান্তি গোরোচনাকে নিন্দা করে, যিনি ময়ূরপিঞ্ছতুল্য সুচীন বস্ত্র ধারণ করেন এবং শ্রীরাধার পাদপদ্মে দাস্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই শ্রীরূপমঞ্জরীকে ভজন করি ॥ ২৯৮, ২৯৯॥ অনন্তর শ্রীরতিমঞ্জরীর পরিচয় দেওয়া হইতেছে—শ্রীইন্দু-লেখার কুঞ্জের দক্ষিণে রত্যম্বুজ নামক কুঞ্জ আছে, ঐ কুঞ্জে সর্ব্বদা স্বরূপা শ্রীরতিমঞ্জরী অবস্থান করেন। তাঁহার বসন তারকাচিহ্নযুক্ত, তনুচ্ছবি বিদ্যুৎসমান, তিনি দক্ষিণা মৃদ্বীরূপে খ্যাতা, পণ্ডিতগণ শ্রীরতিমঞ্জরীকে তুলসী বলিয়া থাকেন। ইঁহার বয়স ১৩ বর্ষ ২ মাস। ইনি কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার মন্ত্রোদ্ধার কিশোরীতন্ত্রে উক্ত আছে—নাদবিন্দু ও আকারসহ যুক্ত বহ্নিবীজ, চতুর্থ্যন্তা

তারাবলীদুকূলেয়ং তড়িত্তুল্যতনুচ্ছবিঃ।
দক্ষিণা মৃদ্বীকা খ্যাতা তুলসীতি বদন্তি যাম্ ॥৩০১॥
অস্যা বয়ো দ্বিমাসাঢ্যহায়নাস্তু ত্রয়োদশ (১৩।২)।
ইয়ং শ্রীরঘুনাথাখ্যাং প্রাপ্তা গৌররসে কলৌ ॥৩০২॥

অস্যা **মন্ত্রোদ্ধারো** যথা কিশোরীতন্ত্রে—

নাদবিন্দুযুতো বহ্নির্মুখবৃত্তসমন্বিতঃ।
স্বাহান্তা মঞ্জরী ঙেহন্তা রতিমঞ্জরিকামনুঃ ॥৩০৩॥

মন্ত্রো যথা—"রাং রতিমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা"

অস্যা **ধ্যানং** যথা তত্রৈব—

তারালিবাসোযুগলং বসানাং, তড়িৎসমানস্বতনুচ্ছবিঞ্চ।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং, ভজে সুরূপাং রতিমঞ্জরীং তাম্ ॥৩০৪॥

অথ **শ্রীলবঙ্গমঞ্জরীসখ্যাঃ পরিচয়ঃ**—

কুঞ্জস্য তুঙ্গবিদ্যায়াঃ কুঞ্জঃ পূর্ব্বত্র বর্ত্ততে।
লবঙ্গসুখদো নাম্না সুদৃশাং সুমনোহরঃ ॥৩০৫॥
লবঙ্গমঞ্জরী তত্র মুদা তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
সা তু রূপাখ্যমঞ্জর্য্যা একেনাহ্না বরীয়সী ॥৩০৬॥

রতিমঞ্জরী এবং অন্তে স্বাহা; শ্রীরতিমঞ্জরীর এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রই বুঝিতে হইবে। মন্ত্র যথা—রাং ইত্যাদি। ইঁহার ধ্যান সেই কিশোরীতন্ত্রে উক্ত আছে, যথা—যাঁহার বস্ত্র যুগল তারকা চিহ্নিত, অঙ্গচ্ছবি তড়িৎ সমান। শ্রীরাধিকার নিকটস্থা সেই সুন্দরী রতিমঞ্জরীকে ভজন করি ॥৩০০—৪॥ অনন্তর শ্রীলবঙ্গমঞ্জরীর পরিচয় দেওয়া হইতেছে—শ্রীতুঙ্গবিদ্যাকুঞ্জের পূর্ব্বদিকে সুনয়নাগণের মনোহর লবঙ্গসুখদ নামক কুঞ্জ আছে, ঐ কুঞ্জে শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী আনন্দ সহকারে সর্ব্বদা অবস্থান করেন। তিনি শ্রীরূপমঞ্জরী হইতে বয়সে একদিনে বড়। প্রকাশশীলা বিদ্যুৎসমান তাঁহার অঙ্গশ্রী, তিনি তারকাচিহ্নযুক্ত বস্ত্রে আবৃতা, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী এবং নিত্যই দক্ষিণ মৃদু স্বভাবা। তাঁহার বয়স ১৩ বর্ষ ৬ মাস ১ দিন। তিনি কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীসনাতন গোস্বামী নামে খ্যাত হন। তাঁহার মন্ত্রোদ্ধার

উদ্যদ্বিদ্যুৎসমানশ্রীস্তারাবলীপটাবৃতা ।
শ্রীকৃষ্ণানন্দদা নিত্যং দক্ষিণা মৃদ্বিকা মতা ॥৩০৭॥
বয় একদিনং সার্দ্ধহায়নাস্ত ত্রয়োদশ (১৩।৬।১) ।
শ্রীসনাতননামাসৌ খ্যাতা গৌররসে কলৌ ॥৩০৮॥

অস্যা **মন্ত্রোদ্ধারো** যথা কিশোরীতন্ত্রে—

শ্রীলীলাভ্যাং সমাযুক্তা ঙেহন্তা লবঙ্গমঞ্জরী ।
স্বাহা লবঙ্গমঞ্জর্য্যা মন্ত্রোহয়ং দশবর্ণকঃ ॥৩০৯॥

মন্ত্রো যথা—"শ্রীং লাং লবঙ্গমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা"

অস্যা **ধ্যানং** যথা তত্রৈব—

চপলাদ্যুতিনিন্দিকান্তিকাং, শুভতারাবলিশোভিতাম্বরাম্ ।
ব্রজরাজসুত প্রমোদিনীং, প্রভজে তাং চ লবঙ্গমঞ্জরীম্ ॥৩১০॥

অথ **শ্রীরসমঞ্জরীসখ্যাঃ পরিচয়ঃ**—

রসানন্দপ্রদো নাম্না চিত্রাকুঞ্জস্য পশ্চিমে ।
কুঞ্জোঽস্তি তত্র বসতি সর্ব্বদা রসমঞ্জরী ॥৩১১॥
শ্রীরূপমঞ্জরীসম্যগ্জীবাতু সা প্রকীর্ত্তিতা ।
হংসপক্ষদুকূলেয়ং ফুল্লচম্পককান্তিভাক্ ॥৩১২॥

শ্রীকিশোরীতন্ত্র গ্রন্থে উক্ত আছে, যথা—শ্রী ও লীলা বীজে সমাযুক্তা চতুর্থ্যন্তা শ্রীলবঙ্গমঞ্জরীর এই দশবর্ণমন্ত্র বুঝিতে হইবে ॥৩০৫-৯॥ মন্ত্র যথা—শ্রীং ইত্যাদি। ইঁহার ধ্যান ঐ কিশোরীতন্ত্রে উক্ত আছে—যাঁহার অঙ্গদ্যুতি বিদ্যুৎকান্তিকে নিন্দা করে, যিনি শুভতারাবলিযুক্ত বস্ত্রে শোভিতা ও শ্রীকৃষ্ণ প্রমোদিনী সেই লবঙ্গমঞ্জরীকে প্রকৃষ্টরূপে ভজন করি ॥৩১০॥ অনন্তর শ্রীরসমঞ্জরী সখীর পরিচয় দেওয়া হইতেছে—শ্রীচিত্রাকুঞ্জের পশ্চিমদিকে রসানন্দ নামক কুঞ্জ আছে, ঐ কুঞ্জে শ্রীরসমঞ্জরী সর্ব্বদা বাস করেন। তিনি শ্রীরূপমঞ্জরীর সম্যক্ জীবাতুরূপে প্রকীর্ত্তিতা হন। তাঁহার বসন হংসপক্ষ সদৃশ, অঙ্গকান্তি প্রফুল্লিতচম্পকতুল্য গুণসম্পদে তিনি প্রায় শ্রীলবঙ্গমঞ্জরীতুল্যা, যেহেতু শ্রীরূপমঞ্জরীর চরণাশ্রিতা হইয়া অতীব প্রিয়তাধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি সন্ধান (মিলন) কার্য্যে চতুরা সেই এই রসমঞ্জরী দৌত্য বিষয়ে কৌশল

লবঙ্গমঞ্জরীতুল্যা প্রায়েণ গুণসম্পদা।
অতীব প্রিয়তাং প্রাপ্তা শ্রীরূপমঞ্জরীশ্রিতা ॥৩১৩॥
সন্ধানচতুরা সেয়ং দৌত্যে কৌশলসংগতা।
ত্রয়োদশশরদ্‌যুক্তা দক্ষিণা মৃদ্বিকা মতা (১৩।০।০) ॥৩১৪॥
সা কলৌ রঘুনাথাখ্যাযুক্তভট্টত্বমাগতা ॥৩১৫॥

অস্যা **মন্ত্রোদ্ধারো** যথা কিশোরীতন্ত্রে—

মুখবৃত্তযুতো বহ্নিনাদবিন্দুসমন্বিতঃ।
স্বাহান্তসংপ্রদানান্তো মন্ত্রো বৈ রসমঞ্জরী ॥৩১৬॥

মন্ত্রো যথা—"রাং রসমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা"

অস্যা ধ্যানং যথা তত্রৈব—

হংসপক্ষরুচিরেণ বাসসা, সংযুতাং বিকচচম্পকদ্যুতিম্।
চারুরূপগুণসম্পদান্বিতাং, সর্ব্বদাপি রসমঞ্জরীং ভজে ॥৩১৭॥

অথ **শ্রীগুণমঞ্জরীসখ্যাঃ পরিচয়ঃ**—

ঐশান্যে চম্পকলতাকুঞ্জাৎ কুঞ্জোঽস্তি শোভনঃ।
গুণানন্দপ্রদো নাম্না তত্রাস্তে গুণমঞ্জরী ॥৩১৮॥
রূপমঞ্জরিকাসৌখ্যাভিলাষা সা প্রকীর্ত্তিতা।
জবারাজিদুকুলেয়ং তড়িৎপ্রকরকান্তিভাক্ ॥৩১৯॥

লাভ করিয়াছেন। ইঁহার বয়স ১৩ বর্ষ, ইনি কলিতে শ্রীগৌরলীলায় শ্রীরঘুনাথ ভট্ট নামে আখ্যাতা হন ॥৩১০—১৫॥ ইঁহার মন্ত্রোদ্ধার কিশোরী-তন্ত্রে উক্ত আছে যথা— বহ্নিবীজের সহিত "আকার" ও নাদবিন্দুর যোগ এবং রসমঞ্জরী চতুর্থ্যন্ত ও অন্তে স্বাহা, ইহাতে শ্রীরসমঞ্জরীর অষ্টাক্ষর মন্ত্র প্রকাশ পায়। মন্ত্র যথা—রাং ইত্যাদি। ইঁহার ধ্যান ঐ কিশোরীতন্ত্র গ্রন্থে উক্ত আছে, যথা—যিনি হংসপক্ষবসনা, বিকচ চম্পকগৌরী এবং মনোহর গুণরূপ সম্পদ-যুক্তা সেই শ্রীরসমঞ্জরীকে সর্ব্বদা ভজন করি ॥৩১৬—১৭॥ অনন্তর শ্রীগুণমঞ্জরী সখীর পরিচয় দেওয়া হইতেছে—শ্রীচম্পকলতার কুঞ্জ হইতে ঐশান্যে গুণা-নন্দপ্রদ নামক শোভাযুক্ত এক কুঞ্জ আছে, ঐ কুঞ্জে শ্রীগুণমঞ্জরী অবস্থান করেন ॥৩১৮॥ তড়িৎসমূহের কান্তিধারিণী জবাকুসুমতুল্যদুকুলা এই শ্রীগুণ-

কনিষ্ঠেয়ং ভবেত্তস্যাস্তলস্যাস্ত ত্রিভির্দিনৈঃ।
শ্রীকৃষ্ণামোদদাক্ষিণ্যমাশ্রিতা প্রখরোদিতা ॥৩২০॥
বয়োঽস্যা একমাসাঢ্যা হায়নাস্ত ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতিভির্যুক্তং দিনৈশ্চ সমুদীরিতম্ (১৩।১।২৭) ৩২১॥
গোপালভট্টনামাসৌ খ্যাতা গৌররসে কলৌ ॥৩২২॥

অস্যা **মন্ত্রোদ্ধারো** যথা কিশোরীতন্ত্রে—

গণেশো মুখবৃত্তাঢ্যো নাদবিন্দুসমন্বিতঃ।
ঙেঽন্তা বহ্নিপ্রিয়ান্তা চ মন্ত্রো বৈ গুণমঞ্জরী ॥৩২৩॥

মন্ত্রো যথা—"গাং গুণমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা"

অস্যা ধ্যানং যথা তত্রৈব—

জবানিভদুকুলাঢ্যাং তড়িদালিতনুচ্ছবিম্
কৃষ্ণামোদকৃতাপেক্ষাং ভজেঽহং গুণমঞ্জরীম্ ॥৩২৪॥

অথ **শ্রীমঞ্জুলালীমঞ্জরী**—

লীলানন্দপ্রদো নাম্না সুদেব্যাঃ কুঞ্জকোত্তরে।
তত্রৈব তিষ্ঠতি সদা মঞ্জুলালী সুমঞ্জরী ॥৩২৫

মঞ্জরী শ্রীরূপমঞ্জরীর সৌখ্যাভিলাষিণী বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ইনি শ্রীতুলসী হইতে তিন দিবসে কনিষ্ঠা এবং শ্রীকৃষ্ণের আমোদ বিষয়ে দক্ষিণ প্রখরা-রূপে কথিতা। ইঁহার বয়স ১৩ বর্ষ ১ মাস ২৭ দিন। ইনি কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীগোপাল ভট্ট নামে খ্যাত ॥৩১৯—২২॥ ইঁহার মন্ত্রো-দ্ধার কিশোরীতন্ত্রে উক্ত আছে—গণেশবর্ণ (গ), ইঁহার সহিত মুখবৃত্ত (আকার) ও নাদবিন্দুর যোগ, চতুর্থ্যন্ত গুণমঞ্জরী ও অন্তে বহ্নিজায়া (স্বাহা) শ্রীগুণমঞ্জরীর এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র বুঝিতে হইবে। মন্ত্র যথা গাং ইত্যাদি। ইঁহার ধ্যান ঐ কিশোরীতন্ত্রে উক্ত আছে যথা—যাঁহার বসন জবাপুষ্পবৎ এবং তনুচ্ছবি তড়িৎ পুঞ্জবৎ, যিনি শ্রীকৃষ্ণের আমোদকে অপেক্ষা করেন সেই শ্রীগুণমঞ্জরীকে ভজন করি ॥৩২৩—২৪॥ অনন্তর শ্রীমঞ্জুলালীমঞ্জরীর পরিচয় দেওয়া হইতেছে—শ্রীসুদেবীর কুঞ্জের উত্তরে লীলানন্দপ্রদ নামক এক কুঞ্জ আছে, ঐ কুঞ্জে শ্রীমঞ্জুলালীমঞ্জরী সর্ব্বদা অবস্থান করেন। তিনি

রূপমঞ্জরিকাসখ্যপ্রায়া সা গুণসম্পদা।
জবারাজিদ্‌দুকুলেয়ং তপ্তহেমতনুচ্ছবিঃ ॥৩২৬॥
লীলামঞ্জরী নামাস্যা বামমধ্যাত্বমাশ্রিতা।
বয়ঃসপ্তাহযুক্তাসৌ সার্দ্ধত্রিদশহায়না (১৩।৬।৭) ॥৩২৭॥ *
কলৌ গৌররসে লোকনাথগোস্বামিতাং গতা ॥৩২৮॥

অস্যা **মন্ত্রোদ্ধারো** যথা কিশোরীতন্ত্রে—

লক্ষ্মীযুক্তা মঞ্জুলালী মঞ্জরী বহ্নিজায়িকা।
চতুর্থ্যন্তা ভবেন্মন্ত্রো দশার্ণঃ খলু কথ্যতে ॥৩২৯॥

মন্ত্রো যথা—"শ্রীং মঞ্জুলালীমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা"

অস্যা **ধ্যানং** যথা তত্রৈব—

প্রতপ্তহেমাঙ্গরুচিং মনোজ্ঞাং শোণাম্বরাং চারুসুভূষণাঢ্যাম্।
শ্রীরাধিকাপাদসরোজদাসীং তাং মঞ্জুলালীং নিয়তং ভজামি ॥৩৩০॥

অথ **শ্রীবিলাসমঞ্জরী**—

বৈশাখকুঞ্জাদাগ্নেয়ে কুঞ্জোঽস্তি সুমনোহরঃ।
বিলাসানন্দদো নাম্নাত্রাস্তে বিলাসমঞ্জরী ॥৩৩১॥

গুণসম্পদে প্রায় শ্রীরূপমঞ্জরীর সখ্যতালাভ করিয়াছেন। তাঁহার বস্ত্র জবা-কুসুমতুল্য, তনুচ্ছবি তপ্তহেমসম, তাঁহার আর এক নাম লীলামঞ্জরী। তিনি বামমধ্যা, তাঁহার বয়স ১৩ বর্ষ ৬ মাস ৭ দিন। কলিযুগে শ্রীগৌরলীলায় তিনি শ্রীলোকনাথ গোস্বামিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৩২৫—২৮॥ ইঁহার মন্ত্রোদ্ধার কিশোরীতন্ত্রে উক্ত আছে—লক্ষ্মীবীজযুক্তা চতুর্থ্যন্তা মঞ্জুলালীমঞ্জরীর এই দশাক্ষর মন্ত্রই কথিত আছে। মন্ত্র যথা—শ্রীং ইত্যাদি। ইঁহার ধ্যান ঐ কিশোরীতন্ত্র গ্রন্থে দেখা যায়—যিনি প্রতপ্ত স্বর্ণবৎ মনোহরদেহা, রক্তাম্বরা, চারুভূষণাঢ্যা ও শ্রীরাধিকাপাদাব্জদাসী, সেই শ্রীমঞ্জুলালীমঞ্জরীকে আসক্তিসহকারে ভজন করি ॥৩২৯—৩০॥ অনন্তর শ্রীবিলাসমঞ্জরীর পরিচয় দেওয়া হইতেছে—শ্রীবিশাখার কুঞ্জের অগ্নিকোণে বিলাসানন্দদ নামক এক

---

* যোগপীঠ চিত্রে দেখা যায় শ্রীমঞ্জুলালীর বস্ত্রসেবা। সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবার রচিত পদ্ধতিতেও আছে বস্ত্রসেবা—"বস্ত্রসেবাপরায়ণা"।

বিলাসমঞ্জরী রূপমঞ্জরীসখ্যমাশ্রিতা
স্বকান্ত্যা সদৃশীং চক্রে যা দিব্যাং স্বর্ণকেতকীম্ ॥৩৩২॥
চঞ্চরীকদুকূলেয়ং বামা মৃদ্বীত্বমাশ্রিতা।
কনিষ্ঠা রসমঞ্জর্য্যাশ্চতুর্ভির্দিবসৈরিয়ম্ (১২।১১।২৬) ॥৩৩৩॥
জীবগোস্বামিতাং প্রাপ্তা কলৌ গৌররসে ত্বসৌ ॥৩৩৪॥

অস্যা **মন্ত্রোদ্ধারো** যথা কিশোরীতন্ত্রে—

শ্রিয়া প্রচেতসা চৈব নাদবিন্দ্বাস্যবৃত্তগা।
বিলাসমঞ্জরী ঙেহন্তা স্বাহান্তো মনুরীরিতঃ ॥৩৩৫॥

মন্ত্রো যথা—"শ্রীঁ বাং বিলাসমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা"

অস্যা **ধ্যানং** যথা তত্রৈব—

স্বর্ণকেতকবিনিন্দিকায়কাং, নিন্দিতভ্রমরকান্তিকাম্বরাম্।
কৃষ্ণপাদকমলোপসেবনী,-মর্চ্চয়ামি সুবিলাসমঞ্জরীম্ ॥৩৩৬॥

সুমনোহর কুঞ্জ আছে, ঐ কুঞ্জে শ্রীরূপমঞ্জরী সখ্যভাবাশ্রিতা শ্রীবিলাসমঞ্জরী অবস্থান করেন। যিনি স্বর্ণকেতকী সদৃশ অঙ্গকান্তি ধারণ করিয়াছেন, ভ্রমরকান্তিবসনা স্বভাবে বামা ও মৃদ্বীত্বাশ্রিতা সেই বিলাসমঞ্জরী বয়সে শ্রীরসমঞ্জরী হইতে চারিদিবসে কনিষ্ঠা অর্থাৎ ইঁহার বয়স ১২ বর্ষ ১১ মাস ২৬ দিন। শ্রীবিলাসমঞ্জরী কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় জীবগোস্বামিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ বিলাসমঞ্জরীই শ্রীজীব গোস্বামী ॥৩৩১—৩৪। ইঁহার মন্ত্রোদ্ধার কিশোরীতন্ত্রে উক্ত আছে যথা—'শ্রী' সহ নাদবিন্দুর যোগ ও বরুণাক্ষর (ব) ইহার সহিত নাদবিন্দু ও আকারের যোগ চতুর্থ্যন্তা বিলাস-মঞ্জরী এবং অন্তে স্বাহা। মন্ত্র যথা—'শ্রীঁ' ইত্যাদি। ইঁহার ধ্যান ঐ কিশোরীতন্ত্র গ্রন্থে উক্ত আছে যথা—যাঁহার অঙ্গের কান্তি স্বর্ণকেতকীকে ও বস্ত্র ভ্রমরকান্তিকে নিন্দা করিতেছে, যিনি অধিকরূপে শ্রীকৃষ্ণপদকমল সেবা করেন সেই সুবিলাস মঞ্জরীকে আমি পূজা করি ॥৩৩৫—৩৬॥ *

---

* শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ছয় সংখ্যক মঞ্জরীর পিতা, মাতা, পতি, শ্বশ্রূ ও সেবার পরিচয় শ্রীপাদ গোপালগুরু গোস্বামী প্রভুর রচিত পদ্ধতির (খ) করলিপিতে ও শ্রীপাদ ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রভুর রচিত এই পদ্ধতিতে নাই।

অথ কৌস্তূরীমঞ্জরী—

নৈঋর্তে শ্রীরঙ্গদেবীকুঞ্জাৎ কুঞ্জোঽস্তি পশ্চিমঃ।
কস্তুর্য্যানন্দদো নাম্না তত্রাস্তে কৌস্তুরীমঞ্জরী ॥৩৩৭॥
কাচতুল্যাম্বরা চাসৌ শুদ্ধহেমাঙ্গকান্তিভাক্।
বয়স্ত্রিদশবর্ষাসৌ বামা মৃদ্বীত্বমাশ্রিতা ॥৩৩৮॥
শ্রীকৃষ্ণকবিরাজাখ্যাং প্রাপ্তা গৌররসে কলৌ ॥৩৩৯॥

অনন্তর শ্রীকৌস্তুরীমঞ্জরীর পরিচয় বলা হইতেছে—শ্রীরঙ্গদেবীর কুঞ্জ হইতে নৈঋর্ত কোণে কৌস্তুরীআনন্দদ নামে শেষ বা চরম কুঞ্জে শ্রীকৌস্তুরীমঞ্জরী অবস্থান করেন। কাচতুল্যবস্ত্রা শুদ্ধহেমবৎ অঙ্গকান্তিধারিণী শ্রীকৌস্তুরী-মঞ্জরীর বয়স ১৩ বর্ষ। তিনি স্বভাবে বামা ও মৃদ্বীত্বাশ্রিতা। কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় তিনি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আখ্যা ধারণ করেন। ইঁহার মন্ত্র কিশোরীতন্ত্র গ্রন্থে উক্ত আছে যথা—শ্রীবীজ সহিত চতুর্থ্যন্তা

উক্ত পদ্ধতির মূল করলিপিতে ঐ সকলের পরিচয় দেখা যায় এবং সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা মহাশয়ের রচিত পদ্ধতিতেও দেখা যায়। সাধকগণের জ্ঞাতব্যের জন্য তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—(১) শ্রীরূপমঞ্জরীর পিতা বত্নভানু, মাতা যমুনা, পতি দুর্মেধক, শ্বশ্রূ জটিলা, সেবা পাদসেবন। (২) শ্রীরতিমঞ্জরীর পিতা বৃষভ মাতা শারদা, পতি দিব্য, শ্বশ্রূ সন্নিকা, সেবা চামরসেবন। (৩) শ্রীলবঙ্গমঞ্জরীর পিতা রত্নভানু, মাতা যমুনা, পতি মণ্ডলীভদ্র, শ্বশ্রূ সুশীলা, সেবা সর্ব্বাভরণ সেবন। (৪) শ্রীরসমঞ্জরীর পিতা সুভানু, মাতা প্রেমমঞ্জরী, পতি বিটঙ্ক, শ্বশ্রূ রম্ভাবতী, সেবা বস্ত্রসেবা। (৫) শ্রীগুণমঞ্জরীর পিতা চন্দ্রভানু, মাতা যমুনা, পতি গোভট, শ্বশ্রূ তারাবলী, সেবা শয্যা রচনা। (৬) শ্রীবিলাস মঞ্জরীর পিতা স্বর্ভানু, মাতা দুর্ব্বলা, পতি বিড়ম্বক, শ্বশ্রূ রমা, সেবা জলসেবন। শ্রীসিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা মহাশয়ের রচিত পদ্ধতিতে দেখা যায় শ্রীবিলাসমঞ্জরীর সিন্দুর ও অঞ্জনসেবা—"নাগজাঞ্জনসেবাঢ্যা"।

শ্রীকৌস্তুরীমঞ্জরীর শ্রীখণ্ডসেবা ঐ পদ্ধতিতে দেখা যায়—"শ্রীখণ্ড-সেবনোৎসুকা।"

অস্যা মন্ত্রোদ্ধারো যথা কিশোরীতন্ত্রে—

শ্রীবীজেন সমাযুক্তা ঙেহন্তা কৌস্তুরীমঞ্জরী।
স্বাহান্ত ইতি বৈ প্রোক্তো নবার্ণমন্ত্র উচ্যতে ॥৩৪০॥

মন্ত্রো যথা—"শ্রীং কৌস্তূরীমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা"

অস্যা ধ্যানং যথা তত্রৈব—

বিশুদ্ধহেমাব্জকলেবরাভাং কাচদ্যুতিচারুমনোজ্ঞচেলাম্।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং ভজাম্যহং কস্তুরীমঞ্জরিকাম্ ॥৩৪১॥

অথ বৃন্দাবনাধীশৌ পদ্মকেশরমধ্যগৌ।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যৌ ধ্যায়েৎ প্রিয়সখীবৃতৌ ॥৩৪২॥
উক্তবেশবয়োরূপসংযুতৌ সুমনোহরৌ
সংস্মরেৎ সিদ্ধদেহেন সাধকঃ সাধনৈর্যুতঃ ॥৩৪৩॥

তত্রাদৌ মঞ্জরীরূপান্ গুর্ব্বাদীন্ তু স্বীয়ান্ স্বীয়ান্ প্রণাল্যনুসারেণ সংস্মরেৎ শ্রীগুরুপরমগুরুক্রমেণেতি ততঃ শ্রীরাধিকাং ধ্যায়েৎ। ততঃ শ্রীনন্দনন্দনম্।

অথ **যুগলমন্ত্রোদ্ধারো** যথা সনৎকুমারসংহিতায়াম্—

গোপীজনবল্লভেতি চরণানিতি চ ক্রমাৎ।
শরণঞ্চ প্রপদ্যে চ তত এতৎ পদদ্বয়ম্ ॥৩৪৪॥

শ্রীকস্তূরীমঞ্জরীর সংযোগ এবং অন্তে স্বাহা ইহাই কস্তূরীমঞ্জরীর নবাক্ষর মন্ত্র। মন্ত্র যথা—শ্রীং ইত্যাদি। ইঁহার ধ্যান ঐ কিশোরীতন্ত্রে উক্ত আছে—বিশুদ্ধ হেমকমলবৎ যাঁহার অঙ্গকান্তি ও কাচদ্যুতিবৎ মনোজ্ঞ বস্ত্র, যিনি শ্রীরাধার নিকটে বাস করেন সেই কস্তূরীমঞ্জরীকে আমি ভজন করি ॥৩৩৬—৪১॥ অনন্তর সাধনসমূহে যুক্ত হইয়া সাধক সিদ্ধদেহে কোটিকন্দর্পবৎ লাবণ্যধারী পদ্মকেশর মধ্যস্থ প্রিয়সখীপরিবৃত শ্রীবৃন্দাবনাধীশের (শ্রীরাধা-গোবিন্দের) ধ্যান করিবেন। উপরোক্ত বয়োবেশরূপসংযুক্ত সুমনোহর শ্রীযুগলমূর্ত্তিরও স্মরণ করিবেন ॥৩৪২—৪৩॥ ধ্যান বিষয়ে প্রথমে মঞ্জরীরূপ স্ব-স্ব গুরু প্রভৃতিকে স্ব-স্ব প্রণালী অনুসারে শ্রীগুরু পরমগুরু ইত্যাদিক্রমে স্মরণ করিবেন। তদনন্তর শ্রীরাধিকার স্মরণ করিবেন। তদনন্তর শ্রীনন্দ-

পদত্রয়াত্মকো মন্ত্রঃ ষোড়শার্ণ উদাহৃতঃ।
নমো গোপীজনেত্যুক্ত্বা বল্লভাভ্যাং বদেৎ ততঃ
পদদ্বয়াত্মকো মন্ত্রো দশার্ণঃ খলু কথ্যতে ॥৩৪৫॥

মন্ত্রো যথা গাং গোপীজনবল্লভচরণান্ শরণং প্রপদ্যে,
নমো গোপীজনবল্লভাভ্যাম্।

অস্য ধ্যানং যথা তত্রৈব—

অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রস্যাস্য দ্বিজোত্তম।
পিতাম্বরং ঘনশ্যামং দ্বিভুজং বনমালিনম্ ॥৩৪৬॥
বর্হিবর্হকৃতাপীড়ং শশিকোটিনিভাননম্।
ঘূর্ণায়মাননয়নং কর্ণিকারাবতংসিনম্ ॥৩৪৭॥
অভিতশ্চন্দনেনাথ মধ্যে কুঙ্কুমবিন্দুনা।
বিচিত্রতিলকং ভালে বিভ্রতং মণ্ডলাকৃতিম্ ॥৩৪৮॥

নন্দনের স্মরণ করিবেন। অনন্তর যুগল মন্ত্রোদ্ধার সনৎকুমার সংহিতা হইতে উল্লেখ করা হইতেছে যথা—ক্রমপূর্ব্বক গোপীজনবল্লভ ইত্যাদি পদত্রয়াত্মক ষোড়শাক্ষর মন্ত্র উদাহৃত হইতেছে। "নমো গোপীজন" উচ্চারণ করিয়া 'বল্লভাভ্যাং' উচ্চারণ করিবেন ইহাতে পদদ্বয়াত্মক দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে ॥৩৪৪—৪৫॥ মন্ত্র যথা—গাং ইত্যাদি। গোপীজনবল্লভচরণান্ অর্থাৎ গোপীজনবল্লভয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োশ্চরণান্। গোপীজনবল্লভাভ্যাং অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং। এই যুগলমন্ত্রের ধ্যান ঐ সনৎকুমার সংহিতায় উক্ত আছে যথা—হে দ্বিজোত্তম! এই যুগলমন্ত্রের ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ করুন—যিনি পীতাম্বর, ঘনশ্যাম, দ্বিভুজ, বনমালী, ময়ূরপিঞ্ছাবতংস ও কোটিচন্দ্রানন, যাঁহার নয়ন ঘূর্ণায়মান হইতেছে, কর্ণিকারপুষ্পরচিত কর্ণভূষণ ও ললাটস্থ চন্দনবিন্দুবেষ্টিত কুঙ্কুমবিন্দুরচিত মণ্ডলাকৃতি তিলকে ও কর্ণমূল-ধৃত তরুণাদিত্যতুল্য কুণ্ডলযুগলে যিনি সুশোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, যাঁহার দর্পণতুল্য কপোলে ঘর্ম্মজল কণিকাসমূহ শোভা পাইতেছে, প্রিয়া-

তরুণাদিত্যসঙ্কাশকুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্ ।
ঘর্ম্মাম্বুকণিকারাজদ্দর্পণাভকপোলকম্ ॥৩৪৯॥

প্রিয়ামুখে কৃতাপাঙ্গলীলয়া চোন্নতভ্রুবম্ ।
অগ্রভাগলসন্মুক্তাস্ফুরদুচ্চসুনাসিকম্ ॥৩৫০॥

দশনজ্যোৎস্নয়া রাজৎপক্কবিম্বফলাধরম্ ।
কেয়ূরাঙ্গদসদ্রত্নমুদ্রিকাদিলসৎকরম ॥৩৫১॥

বিভ্রতং মুরলীং বামে পাণৌ পদ্মং তথোত্তরে ।
কাঞ্চীদামস্ফুরন্মধ্যং নূপুরাভ্যাং লসৎপদম্ ॥৩৫২॥

রতিকেলিরসাবেশচপলং চপলেক্ষণম্ ।
হসন্তং প্রিয়য়া সার্দ্ধং হাসয়ন্তং চ তাং মুহুঃ ॥৩৫৩॥

ইত্থং কল্পতরোর্ম্মূলে রত্নসিংহাসনোপরি ।
বৃন্দারণ্যে স্মরেৎ কৃষ্ণং সংস্থিতং প্রিয়য়া সহ ॥৩৫৪॥

মুখার্পিত নেত্রপ্রান্তের লীলায় যাঁহার ভ্রূযুগল উন্নত, অগ্রভাগন্যস্ত মুক্তায় নাসিকা, দন্তজ্যোৎস্নায় পক্কবিম্বফলবৎ অধর, কেয়ূরাঙ্গদ ও সুরত্নমুদ্রিকায় করযুগল শোভিত হইয়াছে, যিনি বামহস্তে মুরলী ও দক্ষিণ হস্তে লীলাকমল ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার কটিদেশ কাঞ্চীদামে ও চরণযুগল নূপুরে শোভা পাইতেছে, যিনি রতিকেলিরসাবেশে চপল ও চপলেক্ষণ এবং শ্রীরাধার সহিত হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে হাসাইতেছেন, এই প্রকার শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে কল্পতরুমূলে রত্নসিংহাসনোপরি শ্রীরাধার সহিত সুস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবেন ॥৩৪৬—৫৪॥ অতঃপর তাঁহার বামপার্শ্বে বিরাজিতা শ্রীরাধিকার স্মরণ করিবেন—যিনি সূক্ষ্ম নীলবস্ত্র ধারিণী, যাঁহার প্রভা দ্রবীভূত কাঞ্চনসম, যিনি পটাঞ্চলে সুস্মেরাননপঙ্কজকে অর্দ্ধাবৃত করিয়াছেন ও নৃত্যকারী চঞ্চল নয়ন চকোরকে কান্ত বদনে ন্যস্ত করিয়াছেন এবং প্রিয়তমের মুখাম্বুজে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা তাম্বূলার্পণ করিতেছেন, যাঁহার পীনোন্নত কুচযুগ্ম মুক্তাহারে সুশোভিত, যিনি ক্ষীণমধ্যা, পৃথুনিতম্বা, কিঙ্কিণীমালায় মণ্ডিতা ও

বামপার্শ্বে স্থিতাং তস্য রাধিকাং চ স্মরেৎ ততঃ।
সুচীননীলবসনাং দ্রুতহেমসমপ্রভাম্ ॥৩৫৫॥

পটাঞ্চলেনাবৃতাঙ্গাং সস্মিতাননপঙ্কজাম্।
কান্তবক্ত্রে ন্যস্তনৃত্যচ্চকোরীং চঞ্চলেক্ষণাম্ ॥৩৫৬॥

অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ নিজপ্রিয়মুখাম্বুজে।
অর্পয়ন্তীং নাগবল্লীং পূগচূর্ণসমন্বিতাম্ ॥৩৫৭॥

মুক্তাহারস্ফুরচ্চারুপীনোন্নতপয়োধরাম্।
ক্ষীণমধ্যাং পৃথুশ্রোণিং কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতাম্ ॥৩৫৮॥

রত্নতাড়ঙ্কমঞ্জরীররত্নপাদাঙ্গুরীয়কাম্।
লাবণ্যসারমুগ্ধাঙ্গীং সর্ব্বাবয়বসুন্দরীম্ ॥৩৫৯॥

আনন্দরসসংমগ্নাং প্রসন্নাং নবযৌবনাম্।
সখ্যশ্চ তস্যা বিপ্রেন্দ্র তৎসমানবয়োগুণাঃ।
তৎসেবনপরা ভাব্যাশ্চামরব্যজনাদিভিঃ ॥৩৬০॥

তথা চ— দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ইতি॥৩৬১॥

রত্নতাটঙ্ক-কেয়ূর-বলয় ধারিণী, যাঁহার শ্রীচরণে শব্দায়মান কনকনূপুর ও পাদাঙ্গুলী সমূহে রত্নাঙ্গুরীয়রাজি বিরাজ করিতেছে, যিনি লাবণ্যসার মনোহরাঙ্গী সর্ব্বাবয়বে পরমা সুন্দরী আনন্দরসসংমগ্না, নবযৌবনা ও সুপ্রসন্না। হে বিপ্রেন্দ্র! শ্রীরাধার সখীগণও তৎসমান বয়োগুণযুক্তা এবং চামরব্যজনাদি দ্বারা তৎসেবন পরায়ণা, তাঁহাদেরও ভাবনা করিতে হয় ॥৩৫৫—৬০॥ তথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে—পরমশোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের মূলে অবস্থিত যে শ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দদেব প্রেষ্ঠসখীগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি ॥৩৬১॥ সাধন সহকারে সাধক

স্মরেদেবং ক্রমেণৈব সিদ্ধদেহেন সাধকঃ।
সসাধনেন পদ্মস্থ ব্রজেশৌ কেশরস্থিতৌ ॥৩৬২॥

ইতি শ্রীশ্রীলধ্যানচন্দ্রগোস্বামিপাদকৃতা
শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চনস্মরণপদ্ধতিঃ
সম্পূর্ণা।

সিদ্ধদেহে যোগপীঠরূপ পদ্মের কেশরে অবস্থিত ব্রজেশ শ্রীরাধাগোবিন্দকে এই প্রকার ক্রমপূর্ব্বক স্মরণ করিবেন ॥৩৬২॥

ইতি শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামিপাদকৃত শ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন স্মরণ পদ্ধতির শ্রীবৃন্দাবনদাসকৃত বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীলধ্যানচন্দ্রগোস্বামিপাদকৃতা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাষ্টকালীয়লীলাস্মরণ-ক্রমপদ্ধতিঃ

এবং পদ্মোপরি ধ্যাত্বা রাধাকৃষ্ণৌ ততস্তয়োঃ
অষ্টকালোচিতাং সেবাং বিদধ্যাৎ সিদ্ধদেহতঃ।
গুরুবর্গাজ্ঞয়া তত্র পূজয়েদ্ রাধিকাহরী ॥১॥
বাহ্যপূজাং ততঃ কৃত্বা পাদ্যমর্ঘ্যং ক্রমেণ চ।
বিধিপূর্ব্বকশুশ্রূষানন্তরং সাধকঃ ক্রমাৎ।
দ্বাত্রিংশদক্ষরমুখান্ জপেন্মন্ত্রানতন্দ্রিতঃ ॥২॥
মহামন্ত্রং জপেদাদৌ দশার্ণং তদনন্তরম্।
ততঃ শ্রীরাধিকামন্ত্রং গায়ত্রীং কামিকীং ততঃ।
ততো যুগলমন্ত্রঞ্চ জপেদ্ রাসস্থলীপ্রদম্ ॥৩॥

সাধক এই প্রকার পদ্মোপরি স্থিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া তদনন্তর সিদ্ধদেহে উভয়ের সেবা করিবেন এবং গুরুবর্গের আদেশে ঐ পদ্মোপরি স্থিত শ্রীরাধাহরির পূজা করিবেন ॥১॥ অনন্তর বাহ্যপূজা করিয়া ক্রমপূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্যাদি উপচার সমর্পণ করিবেন। সাধক ক্রম করিয়া বিধিপূর্ব্বক শুশ্রূষানন্তর নিরলস হইয়া বত্রিশাক্ষর প্রধান মন্ত্র সমূহ জপ করিবেন ॥২॥ সাধক প্রথমে মহামন্ত্র জপ, তদনন্তর দশাক্ষরমন্ত্র জপ, তদনন্তর শ্রীরাধামন্ত্র ও কামিকী অর্থাৎ প্রেমবিষয়িনী শ্রীরাধাগায়ত্রী জপ করিবেন, তদনন্তর রাসস্থলীপ্রদ যুগলমন্ত্র জপ করিবেন, তদনন্তর অষ্টসখী ও অষ্টমঞ্জরীর স্ব-স্ব মন্ত্র ক্রমপূর্ব্বক জপ করিবেন ॥৩—৪॥ তদনন্তর অষ্টকালীয়

ততোঽষ্টানাং সখীনাঞ্চ জপেন্মন্ত্রান্ যথাক্রমম্।
ততোঽষ্টমঞ্জরীণাঞ্চ স্ব-স্বমন্ত্রান্ ক্রমাজ্জপেৎ ॥৪॥

অষ্টকালীয়সূত্রমাহ, যথা—

নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ণো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্ণকঃ।
সায়ং প্রদোষো রাত্রিশ্চ কালা অষ্টৌ যথাক্রমম্ ॥৫॥
মধ্যাহ্নো যামিনী চোভৌ ষন্মুহূর্ত্তমিতৌ স্মৃতৌ।
ত্রিমুহূর্ত্তমিতা জ্ঞেয়া নিশান্তপ্রমুখাঃ পরে ॥৬॥

তেষু **সিদ্ধদেহেন সেবনং** যথা সনৎকুমারসংহিতায়াম্, শ্রীনারদ উবাচ—

ভগবন্ সর্ব্বমাখ্যাতং যদ্‌যৎপৃষ্টং ত্বয়া গুরো।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি রাগমার্গমনুত্তমম্ ॥৭॥

শ্রীসদাশিব উবাচ—

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বিপ্র সর্ব্বলোকহিতৈষিণা।
রহস্যমপি বক্ষ্যামি তন্মে নিগদিতং শৃণু ॥৮॥
পরকীয়াভিমানিন্যস্তথাস্য চ প্রিয়াঙ্গনাঃ।
প্রচুরেণৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্ ॥৯॥

সূত্র বলিতেছেন যথা—নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়ং, প্রদোষ ও রাত্রি ক্রমে এই অষ্টকাল বুঝিতে হইবে। মধ্যাহ্ন ৬ মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ১২ দণ্ড, রাত্রিও ৬ মুহূর্ত্ত। অন্যান্য প্রত্যেক কালই ত্রিমুহূর্ত্ত (৬ দণ্ড) বুঝিতে হইবে ॥৫—৬॥ এই সমস্ত কালে সাধক সিদ্ধদেহেই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিবেন, ইহা সনৎকুমার সংহিতায় উক্ত আছে—শ্রীনারদ শ্রীসদাশিবকে বলিলেন হে ভগবন্ হে গুরো! আপনি আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাগমার্গ ভজন শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৭॥ শ্রীসদাশিব বলিলেন হে বিপ্র! সর্ব্বলোক হিতৈষী তুমি সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছ তাহা রহস্য হইলেও তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর ॥৮॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াগণ (গোপীগণ) পরকীয়াভিমানিনী হইয়া প্রচুর ভাবসহকারে নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে রমণ করিয়া থাকেন ॥৯॥ সাধক তাঁহাদের মধ্যে নিজকে এক মনোরমা নবযৌবনসম্পন্না প্রমদাকৃতি কিশোরীরূপে চিন্তা করিবেন ॥১০॥

আত্মানং চিন্তযেত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্ ॥১০॥
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্।
প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন ততো ভোগপরাঙ্মুখীম্ ॥১১॥
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্।
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্ ॥১২॥
প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্।
তৎসেবনসুখাস্বাদভরেণাতিসুনির্বৃতাম্ ॥১৩॥
ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তমারভ্য যাবৎ সান্তা মহানিশা ॥১৪॥

শ্রীনারদ উবাচ,—

হরেরত্র গতাং লীলাং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
লীলামজানতাং সেব্যো মনসা তু কথং হরিঃ ॥১৫॥

শ্রীসদাশিব উবাচ,—

নাহং জানামি তাং লীলাং হরের্নারদ তত্ত্বতঃ।
বৃন্দাদেবীং সমাগচ্ছ সা তে লীলাং প্রবক্ষ্যতি ॥১৬॥

সেই প্রমদাকৃতি কিশোরী নানাশিল্পকলায় অভিজ্ঞা ও শ্রীকৃষ্ণের ভোগানুরূপা, কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভোগপরাঙ্মুখী ॥১১॥ সে শ্রীরাধিকার অনুচরী এবং নিত্যই তৎসেবাপরায়ণা। সে শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা শ্রীরাধার প্রতি অধিক প্রেম করিয়া থাকে এবং প্রীতি ও যত্ন সহকারে শ্রীরাধাগোবিন্দকে মিলন করায়। উভয়ের সেবা সুখাস্বাদনের প্রাচুর্য্যেই সে সাতিশয় সন্তুষ্টা। সাধক এই প্রকার নিজকে চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মহানিশা পর্য্যন্ত অষ্টকালে সেবা সম্যক্‌ভাবে করিবেন ॥ ১২—১৪॥ শ্রীনারদ বলিলেন—শ্রীহরির অষ্টকালে প্রকটিত লীলা তত্ত্বতঃ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়। কারণ লীলাজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে মনদ্বারা শ্রীহরির সেবা হইতে পারে না। শ্রীসদাশিব বলিলেন শ্রীহরির ঐ লীলা তত্ত্বতঃ আমার জানা নাই, তুমি শ্রীবৃন্দাদেবীর নিকট গমন কর। তিনি

অবিদুরে ইতঃ স্থানাৎ কেশীতীর্থসমীপতঃ।
সখীভিঃ সংবৃতা সাস্তে গোবিন্দপরিচারিকা ॥১৭॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ,—

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য গুরুং নত্বা পুনঃ পুনঃ।
বৃন্দাস্থানং জগামাসৌ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥১৮॥
বৃন্দাপি নারদং দৃষ্ট্বা প্রণম্যাপি পুনঃ পুনঃ।
উবাচ তং মুনিশ্রেষ্ঠং কথমত্রাগতিস্তব ॥১৯॥

শ্রীনারদ উবাচ,—

ত্বত্তো বেদিতুমিচ্ছামি নৈত্যিকং চরিতং হরেঃ।
তদাদিতো মম ব্রূহি যদি যোগ্যোঽস্মি শোভনে ॥২০॥

শ্রীবৃন্দাদেব্যুবাচ,—

রহস্যং ত্বাং প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণভক্তোঽসি নারদ।
ন প্রকাশ্যং ত্বয়া হ্যেতদ্‌গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং মহৎ ॥২১॥

তোমাকে ঐ লীলা বলিবেন। শ্রীগোবিন্দপরিচারিকা শ্রীবৃন্দা এই স্থান হইতে অবিদুরে সখীগণসহ কেশীতীর্থের সমীপে আছেন ॥১৫—১৭॥ শ্রীসনৎকুমার বলিলেন মুনিসত্তম নারদ শ্রীগুরু সদাশিবের এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকেই প্রদক্ষিণ ও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া শ্রীবৃন্দাদেবীর নিকট গমন করিলেন। শ্রীবৃন্দা শ্রীনারদকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে বলিলেন আপনার এখানে আগমনের কারণ কি? শ্রীনারদ বলিলেন তোমা হইতে শ্রীহরির নিত্যলীলা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছি, হে শোভনে যদি জানিতে আমি যোগ্য হই তাহা হইলে সেই সকল বল। শ্রীবৃন্দা বলিলেন হে নারদ আপনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত সুতরাং তাহা জানিতে আপনার যোগ্যতা আছে, তাহা রহস্য হইলেও আপনাকে বলিব, আপনি তাহা কোথায়ও প্রকাশ করিবেন না যেহেতু উহা গুহ্য হইতে গুহ্যতর ও মহৎ ॥১৮—২১॥ অনন্তর নিশান্ত সেবা—শ্রীবৃন্দা বলিলেন শ্রীবৃন্দাবনের রমণীয় মধ্যভাগ পঞ্চশৎ কুঞ্জে ভূষিত তাহাতে কল্পবৃক্ষময় নিকুঞ্জে দিব্যরত্নময় গৃহে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর নিবিড়ালিঙ্গিত হইয়া শয্যায় নিদ্রিত থাকেন। আমার আজ্ঞা-

অথ **নিশান্তসেবা—**

মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশৎকুঞ্জমণ্ডিতে।
কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জে তু দিব্যরত্নময়ে গৃহে ॥২২॥
নিদ্রিতৌ তিষ্ঠতস্তল্পে নিবিড়ালিঙ্গিতৌ মিথঃ।
মদাজ্ঞাকারিভিঃ পশ্চাৎ পক্ষিভির্বোধিতাবপি ॥২৩॥
গাঢ়ালিঙ্গননির্ভেদমাপ্তৌ তদ্ভঙ্গকাতরৌ।
ন মনস্কুরুতস্তল্পাৎ সমুত্থাতুং মনাগপি ॥২৪॥
ততশ্চ শারিকাসংঘৈঃ শুকাদ্যৈরপি তৌ মুহুঃ।
বোধিতৌ বিবিধৈঃ পদ্যৈঃ স্বতল্পাদুত্তিষ্ঠতাম্ ॥২৫॥
উপবিষ্টৌ ততো দৃষ্ট্বা সখ্যস্তল্পে মুদান্বিতৌ।
প্রবিশ্য চক্রিরে সেবাং তৎকালস্যোচিতাং তয়োঃ ॥২৬॥
পুনশ্চ শারিকাবাক্যৈরুত্থায় তৌ স্বতল্পতঃ।
গচ্ছতঃ স্ব-স্ব ভবনং ভীত্যুৎকণ্ঠাকুলৌ মিথঃ ॥২৭॥

ইতি নিশান্তসেবা।

অথ **প্রাতঃসেবা—**

প্রাতশ্চ বোধিতো মাত্রা তল্পাদুত্থায় সত্বরম্
কৃত্বা কৃষ্ণো দন্তকাষ্ঠং বলদেবসমন্বিতঃ ॥২৮॥

কারী পক্ষীগণ কর্ত্তৃক পশ্চাৎ প্রবোধিত হইলেও নির্ভেদ গাঢ়ালিঙ্গনের ভঙ্গে কাতর হইয়া শয্যা হইতে সমুত্থান করিতে অল্পও ইচ্ছা করেন না। তারপর শুকশারিকাগণ কর্ত্তৃক পঠিত বিবিধ পদ্যে উভয়ে প্রবোধিত হইয়া শয্যা হইতে সমুত্থিত হন এবং ঐ শয্যায় আনন্দ সহকারে উপবেশন করেন। তখন সখীগণ প্রবেশ করিয়া উভয়ের তৎকালোচিতা সেবা করেন। পুনরায় শারিকাগণের বাক্যে স্বতল্প হইতে উত্থিত হইয়া ভীতি ও উৎকণ্ঠা জনিত আকুলিত চিত্তে উভয়ে স্ব-স্ব ভবনে গমন করেন ॥২২—২৭॥ ইতি নিশান্তসেবা। অনন্তর প্রাতঃসেবা যথা—প্রাতঃকালে জননীকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধিত হইয়া সত্বর শয্যাত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবলদেবসহ দন্তকাষ্ঠ (দন্তমার্জ্জন) করেন এবং মাতা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া গোদোহন উৎকণ্ঠায় গোশালা যান। শ্রীরাধা ও

মাত্রাম্বুমোদিতো যাতি গোশালাং দোহনোৎসুকঃ।
রাধাপি বোধিতা বৃদ্ধবয়স্যাভিঃ স্বতল্পতঃ ॥২৯॥
উত্থায় দন্তকাষ্ঠাদি কৃত্বাভ্যঙ্গং সমাচরেৎ।
স্নানবেদীং ততো গত্বা স্নাপিতা ললিতাদিভিঃ ॥৩০॥
ভূষাগৃহং ব্রজেত্তত্র বয়স্যা ভূষয়ন্ত্যপি।
ভূষণৈর্বিবিধৈর্দিব্যৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥৩১॥
ততশ্চ স্বজনৈস্তস্যাঃ শ্বশ্রূং সংপ্রার্থ্য যত্নতঃ।
পক্তুমাহূয়তে তূর্ণং সসখী সা যশোদয়া ॥৩২॥

শ্রীনারদ উবাচ,—

কথমাহূয়তে দেবি পাকার্থং সা যশোদয়া।
সতীষু পাককর্ত্রীষু রোহিণীপ্রমুখাস্বপি ॥৩৩॥

শ্রীবৃন্দোবাচ,—

দুর্ব্বাসসা স্বয়ং দত্তো বরস্তস্যৈ মহর্ষিণা।
ইতি কাত্যায়নীবক্ত্রাচ্ছ্রুতমাসীন্ময়া পুরা ॥৩৪॥

বৃদ্ধা এবং সখীগণ কর্ত্তৃক জাগরিত হইয়া শয্যা হইতে উত্থান করিয়া দন্তকাষ্ঠাদি করেন এবং তৈলাদি দ্বারা অঙ্গমর্দ্দন হইলে স্নানবেদীতে যান, ললিতাদি কর্ত্তৃক স্নাপিতা হইয়া ভূষাগৃহে প্রবেশ করেন, কোন সখী তাঁহাকে বিবিধ দিব্যভূষণে ও দিব্যগন্ধমাল্যানুলেপনে বিভূষিত করেন ॥২৮—৩১॥ তদনন্তর শ্রীযশোদা স্বীয়জনদ্বারা শ্রীরাধার শ্বশ্রূকে সংপ্রার্থনা করিয়া পাকনিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক সসখী শ্রীরাধাকে সত্বর আহ্বান করেন ॥৩২॥ শ্রীনারদ বলিলেন হে দেবি! পাককর্ত্রী শ্রীরোহিণী প্রমুখা থাকা সত্ত্বেও শ্রীরাধিকাকে কেন আহ্বান করেন? শ্রীবৃন্দা বলিলেন মহর্ষি দুর্ব্বাসা স্বয়ংই শ্রীরাধাকে বর দিয়াছেন। ইহা আমি পূর্ব্বে শ্রীকাত্যায়নী মুখে শুনিয়াছি। দুর্ব্বাসা বলিয়াছেন হে দেবি (রাধে)। তুমি যাহা পাক করিবে মদনুগ্রহে সেই অন্ন সুমিষ্ট হবে এবং স্বাদুতাগুণে অমৃতকে স্পর্দ্ধা করিবে, ভোজনকারীর পরমায়ুও বৃদ্ধি করিবে। এই কারণে পুত্রবৎসলা সতী শ্রীযশোদা শ্রীরাধিকাকে নিত্যই পাকার্থ আহ্বান করিয়া থাকেন। তিনি ভাবেন শ্রীরাধার হস্তনির্ম্মিত

ত্বয়া যৎ পচ্যতে দেবি তদন্নং মদনুগ্রহাৎ।
মিষ্টং স্বাদ্বমৃতস্পর্দ্ধি ভোক্তুরায়ুস্করং তথা ॥৩৫॥
ইত্যাহ্বয়তি তাং নিত্যং যশোদা পুত্রবৎসলা।
আয়ুষ্মান্ মে ভবেৎ পুত্রঃ স্বাদ্বলোভাৎ তথা সতী ॥৩৬॥
শ্বশ্রানুমোদিতা সাপি হৃষ্টা নন্দালয়ং ব্রজেৎ।
সসখীপ্রকরা তত্র গত্বা পাকং করোতি চ ॥৩৭॥
কৃষ্ণোঽপি দুগ্ধ্বা গাঃ কাশ্চিদ্ দোহয়িত্বা জনৈঃ পরাঃ।
আগচ্ছতি পিতুর্বাক্যাৎ স্বগৃহং সখিভির্বৃতঃ ॥৩৮॥
অভ্যঙ্গমর্দ্দনং কৃত্বা দাসৈঃ সংস্নাপিতো মুদা।
ধৌতবস্ত্রধরঃ স্রগী চন্দনাক্তকলেবরঃ ॥৩৯॥
দ্বিফালবদ্ধকেশৈশ্চ গ্রীবাভালোপরি স্ফুরন্।
চন্দ্রাকারস্ফুরদ্ভালতিলকালকরঞ্জিতঃ ॥৪০॥
কঙ্কণাঙ্গদকেয়ূররত্নমুদ্রালসৎকরঃ।
মুক্তাহারস্ফুরদ্বক্ষা মকরাকৃতিকুণ্ডলঃ ॥৪১॥
মুহুরাকারিতো মাত্রা প্রবিশেদ্ ভোজনালয়ে।
অবলম্ব্য করং মাতুর্বলদেবমনুব্রতঃ ॥৪২॥

পাকান্ন সুস্বাদু লোভে ভোজন করিয়া আমার পুত্র আয়ুষ্মান্ হইবে ॥৩৩—৩৬॥ শ্বশ্রূ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া শ্রীরাধাও সখীগণ সঙ্গে পরানন্দে নন্দালয়ে গমন করিয়া পাক করেন ॥৩৩—৩৭॥ শ্রীকৃষ্ণও কতিপয় গাভীদোহন করিয়া আর গাভীসকলকে লোকদ্বারা দোহন করাইয়া পিতার বাক্যে সখাগণ কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া স্বগৃহে আগমন করেন। দাসগণ তৈলাদি দ্বারা তাঁহার অঙ্গমর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে আনন্দ সহকারে স্নান করান, স্নানান্তে তাঁহার অঙ্গে ধৌত বস্ত্রাদি দেন। তখন ধৌত বস্ত্রধর স্রগ্বী শ্রীকৃষ্ণ চন্দনাক্ত কলেবরে শোভা পান। গ্রীবা ও ভালের উপরে দ্বিফালে বদ্ধ কেশদ্বারা এবং ভালে চন্দ্রাকারে রচিত তিলকে রঞ্জিত ও স্ফুরিত হন। তাঁহার শ্রীহস্ত কঙ্কণ, অঙ্গদ, কেয়ূর ও রত্নমুদ্রায় (মুদ্রিকায়) শোভ পাইতেছে। যাঁহার বক্ষঃস্থলে হার ও কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল বিরাজিত সেই শ্রীকৃষ্ণ মাতা কর্ত্তৃক বারম্বার

ভুক্ত্বা চ বিবিধান্নানি মাত্রা চ সখিভির্বৃতঃ।
হাসয়ন্ বিবিধৈর্বাক্যৈঃ সখীংস্তৈর্হাসিতঃ স্বয়ম্ ॥৪৩॥
ইত্থং ভুক্ত্বা তথাচম্য দিব্যখট্টোপরি ক্ষণাৎ।
বিশ্রমেৎ সেবকৈর্দত্তং তাম্বূলং বিভজন্নদন্ ॥৪৪॥
রাধাপি ভোজনানন্দং দৃষ্ট্বা যশোদয়াহূতা।
ললিতাদিসখীবৃতা ভুঙ্‌ক্তেঽন্নং লজ্জয়ান্বিতা ॥৪৫॥
ইতি প্রাতঃসেবা।

অথ **পূর্ব্বাহ্নসেবা**—

গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো ধেনুবৃন্দপুরঃসরঃ।
ব্রজবাসিজনৈঃ প্রীত্যা সর্ব্বৈরনুগতঃ পথি ॥৪৬॥
পিতরং মাতরং নত্বা নেত্রান্তেন প্রিয়াগণান্।
যথাযোগ্যং তথা চান্যান্ সন্নিবর্ত্ত্য বনং ব্রজেৎ ॥৪৭॥
বনং প্রবিশ্য সখিভিঃ ক্রীড়িত্বা চ ক্ষণং ততঃ।
বঞ্চয়িত্বা চ তান্ সর্ব্বান্ দ্বিত্রৈঃ প্রিয়সখৈর্যুতঃ ॥৪৮॥

আহূত হইয়া জননীর হস্ত অবলম্বন করিয়া শ্রীবলদেব ও সখাগণের সহিত ভোজনালয়ে প্রবেশ করেন ॥৩৮—৪২॥ মাতা ও সখাগণ কর্তৃক আবৃত হইয়া তিনি বিবিধ অন্ন ভোজন করেন এবং বিবিধ বাক্যে সখাগণকে হাসান, সখাগণও তদ্রূপ তাঁহাকে হাসাইতে থাকেন। এই হাস্যরসে মগ্ন থাকিয়া ভোজন পরিসমাপ্তি করেন অনন্তর আচমন (মুখধৌত) করিয়া অল্পসময় দিব্য খট্টোপরি বিশ্রাম করেন। সেবকগণ কর্তৃক দত্ত তাম্বূল সখাদের মধ্যে ভাগ করিয়া স্বয়ংও তাহা ভোজন করেন। শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের ভোজনানন্দ দর্শন করেন, শ্রীযশোদা কর্তৃক ভোজনার্থে আহূতা হইলে শ্রীললিতাদি সখীগণে আবৃত হইয়া লজ্জাসহকারে তিনি ভোজন করেন ॥৪৩—৪৫॥ এই প্রকার প্রাতঃ সেবা। অনন্তর পূর্ব্বাহ্নসেবা যথা—শ্রীকৃষ্ণ গোপবেশে ধেনুবৃন্দকে আগে করিয়া বনে গমন করেন। সমস্ত ব্রজবাসীরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলে তিনি পিতা ও মাতাকে নমস্কার করিয়া নেত্রপ্রান্তদ্বারা প্রিয়াগণের আদেশ প্রার্থনা ও তাঁহাদিগকে আদর জ্ঞাপন করিয়া এবং অন্যান্য

সঙ্কেতকং ব্রজেদ্ধর্ষাৎ প্রিয়াসন্দর্শনোৎসুকঃ।
সাপি কৃষ্ণে বনং যাতে দৃষ্ট্বা তং গৃহমাগতা ॥৪৯॥
সূর্য্যাদিপূজাব্যাজেন কুসুমাদ্যাহৃতিচ্ছলাৎ।
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ যাতি প্রিয়সঙ্গেচ্ছয়া বনম্ ॥৫০॥

ইতি পূর্ব্বাহ্নসেবা।

অথ **মধ্যাহ্নসেবা**—

ইত্থং তৌ বহুযত্নেন মিলিত্বা স্বগণাবৃতৌ।
বিহারৈর্বিবিধৈস্তত্র বনে বিক্রীড়তো মুদা ॥৫১॥
স্যন্দোলিকাসমারূঢ়ৌ সখীভির্দোলিতৌ কচিৎ।
কচিদ্বেণুং করভ্রস্তং প্রিয়য়া চোরিতং হরিঃ ॥৫২॥
অন্বেষয়ন্নুপালব্ধো বিপ্রলব্ধঃ প্রিয়াগণৈঃ।
হাসিতো বহুধা তাভির্হৃতস্ব ইব তিষ্ঠতি ॥৫৩॥
বসন্তঋতুনা জুষ্টং বনখণ্ডং কচিন্মুদা।
প্রবিশ্য চন্দনাম্ভোভিঃ কুঙ্কুমাদিজলৈরপি ॥৫৪॥

ব্রজবাসীদিগকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া সকলকে নিবর্ত্তন করিয়া বনে গমন করেন। বনে প্রবেশ করিয়া সখাগণের সঙ্গে এতক্ষণ ক্রীড়া করিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া দুই বা তিন জন প্রিয়সখা সহ যুক্ত হইয়া শ্রীরাধার দর্শন নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে সঙ্কেত স্থানে আনন্দ পূর্ব্বক গমন করেন। শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণ বনে গমন করিলে তাঁহাকে দেখিয়া গৃহে আগমন করেন, সূর্য্যপূজা ও কুসুমাদি আহরণছলে গুরুজনদিগকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণসহ মিলনের জন্য বনে গমন করেন ॥৪৬—৫০॥ এই প্রকার পূর্ব্বাহ্নসেবা। অনন্তর মধ্যাহ্নসেবা যথা—এই প্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণ বহুযত্নে মিলিত হন এবং নিজগণে আবৃত হইয়া আনন্দসহকারে সেই বনে (শ্রীকুণ্ডারণ্যে) বিবিধ বিহারে বিশেষ ক্রীড়া করেন। কোন স্থানে উভয়ে দোলায় সমারূঢ় হইলে সখীগণ কর্ত্তৃক দোলিত হন। শ্রীকৃষ্ণের হস্ত-বিচ্যুত বেণুকে শ্রীরাধা চুরি করিলে শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ করিয়া নিকটে বেণু না পাইয়া হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তির ন্যায় নিরানন্দে অবস্থান করেন, তিনি প্রিয়াগণ কর্ত্তৃক

বিষিঞ্চতো যন্ত্রমুক্তৈস্তৎপঙ্কেনাপি তৌ মিথঃ
সখ্যোঽপ্যেবং বিষিঞ্চন্তি তাশ্চ তৌ সিঞ্চতঃ পুনঃ ॥৫৫॥
তথান্যর্ত্তুসুজুষ্টাসু ক্রীড়তো বনরাজিষু।
তত্তৎকালোচিতৈর্নানাবিহারৈঃ সগণৌ দ্বিজ ॥৫৬॥
শ্রান্তৌ কচিদ্ বৃক্ষমূলমাসাদ্য মুনিসত্তম
উপবিশ্যাসনে দিব্যে মধুপানং প্রচক্রতুঃ ॥৫৭॥
ততো মধুমদোন্মত্তৌ নিদ্রয়া মীলিতেক্ষণৌ।
মিথঃ পাণিং সমালম্ব্য কামবাণবশঙ্গতৌ ॥৫৮॥
রিরংসু বিশতঃ কুঞ্জং স্খলৎপাদাব্জকৌ পথি।
ততো বিক্রীড়তস্তত্র করিণীযূথপৌ যথা ॥৫৯॥
সখ্যোঽপি মধুভির্মত্তা নিদ্রয়া পিহিতেক্ষণাঃ।
অভিতঃ কুঞ্জপুঞ্জেষু সার্দ্ধা এব বিলিল্যিরে ॥৬০॥

বঞ্চিত হইয়া তাঁহাদের বহুপ্রকার হাসির বিষয় হন ॥৫১—৫৩॥ কোন স্থলে বসন্ত ঋতুর বনখণ্ড দেখিয়া তাহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রবেশ করেন, যন্ত্রমুক্ত চন্দন কুঙ্কুমাদি জলে এবং পঙ্কে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে ও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সেচন করেন, সখীগণও শ্রীযুগল কিশোরকে, তাঁহারাও সখীগণকে সেচন করেন। হে নারদ! বসন্ত ঋতুর বনে এইরূপ বিহার করিয়া অন্যান্য ঋতুকর্ত্তৃক সেবিত বনরাজিতে গণসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্তৎকালোচিত নানাবিধ বিহারে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হে মুনিসত্তম। ক্রীড়ায় শ্রান্ত হইয়া কোন স্থানে বৃক্ষমূলে যাইয়া দিব্য আসনে উপবেশন করত অতিশয় মধুপান করেন ॥৫৪—৫৭॥ তারপর মধুমদে উন্মত্ত হন, নিদ্রায় নিমীলিতনয়ন হইয়া পরস্পর হস্তাবলম্বন করিয়া কামবাণে বশীভূত হন। রমণেচ্ছু হইয়া পথে স্খলিত পদগতি দ্বারা কুঞ্জ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া করিণী ও যূথপতির ন্যায় কুঞ্জে ক্রীড়া করেন। মধুপানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ন্যায় সখীগণও তৎপানে মত্ত হইয়া নিদ্রায় আচ্ছন্ননেত্র হইয়া পড়েন এবং ঐ ক্রীড়াকুঞ্জের চারিদিকে বিরাজিত কুঞ্জসমূহে লীন হইয়া যান। বিভু শ্রীকৃষ্ণ একই বিগ্রহে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যুগপৎ চারিদিকে অবস্থিত প্রিয়াগণের নিকট পুনঃ পুনঃ গমন করেন। গজরাজ যেমন করিণী

পৃথগেকেন বপুষা কৃষ্ণোঽপি যুগপদ্বিভুঃ।
সর্ব্বাসাং সন্নিধিং গচ্ছেৎ প্রিয়াণাং পরিতো মুহুঃ ॥৬১॥
রময়িত্বা চ তাঃ সর্ব্বাঃ রুক্মিণীগজরাড়িব।
প্রিয়য়া চ তথা তাভিঃ সরোবরমথাব্রজেৎ ॥৬২॥

শ্রীনারদ উবাচ,—

বৃন্দে শ্রীনন্দপুত্রস্য মাধুর্য্যক্রীড়নে কথম্।
ঐশ্বর্য্যস্য প্রকাশোঽভূদিতি মে ছিন্ধি সংশয়ম্ ॥৬৩॥

শ্রীবৃন্দোবাচ,—মুনে মাধুর্য্যময্যস্তি লীলাশক্তির্হরের্দৃঢ়া।
তয়া পৃথক্কৃতঃ ক্রীড়েদ্ গোপিকাভিঃ সমং হরিঃ ॥৬৪॥
রাধয়া সহ রূপেণ নিজেন রমতে স্বয়ম্।
ইতি মাধুর্য্যলীলায়াঃ শক্তির্নেশতায়া হরেঃ ॥৬৫॥
জলসেকৈর্মিথস্তত্র ক্রীড়িত্বা সগণৌ ততঃ।
বাসঃস্রক্চন্দনৈর্দিব্যভূষণৈরপি ভূষিতৌ ॥৬৬॥
তত্রৈব সরসস্তীরে দিব্যরত্নময়ে গৃহে।
অশ্নীতঃ ফলমূলানি কল্পিতানি ময়ৈব হি ॥৬৭॥

সমূহকে রমণ করে সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সখীগণকে রমণ করিয়া অনন্তর তাঁহাদের সহিত শ্রীরাধিকাকে সঙ্গে লইয়া সরোবরে (শ্রীরাধাকুণ্ডে) জলবিহারের জন্য আগমন করেন ॥৫৮—৬২॥ শ্রীনারদ বলিলেন হে বৃন্দে! শ্রীনন্দনন্দন একই বিগ্রহে সমস্ত রমণীকে রমণ করেন ইহা তাঁহার মাধুর্য্য ক্রীড়ায় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পায় কেন? আমার এইরূপ সংশয় তুমি ছেদন কর। শ্রীবৃন্দা বলিলেন হে মুনে! শ্রীহরির মাধুর্য্যময়ী লীলাশক্তি আছে, ঐ শক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া গোপীকাদের সহিত বিহার করেন, কিন্তু শ্রীরাধা-সহ স্বয়ং নিজরূপেই ক্রীড়া করেন। মাধুর্য্যময়ী লীলাশক্তিরই এই কার্য্য ইহা ঈশতার নহে জানিবেন ॥৬৩—৬৫॥ সগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর জল-সেচন লীলায় ঐ সরোবরে (শ্রীরাধাকুণ্ডে) ক্রীড়া করিয়া তদনন্তর বসন, মাল্য, চন্দন ও দিব্যভূষণে ভূষিত হন। অনন্তর সেই সরোবর তীরে দিব্য-রত্নময় গৃহে কেবল আমা কর্ত্তৃক সম্পাদিত ফলমূল সমুহ ভোজন করেন।

হরিস্তু প্রথমং ভুক্ত্বা কান্তয়া পরিবেশিতম্।
দ্বিত্রাভিঃ সেবিতো গচ্ছেচ্ছয্যাং পুষ্পবিনির্ম্মিতাম্ ॥৬৮॥
তাম্বূলৈর্ব্যজনৈস্তত্র পাদসম্বাহনাদিভিঃ।
সেব্যমানো ভৃশস্তাভির্মোদিতঃ প্রেয়সীং স্মরন্ ॥৬৯॥
শ্রীরাধাপি হরৌ স্বপ্তে সগণা মুদিতান্তরা।
কান্তদত্তং প্রীতমনা উচ্ছিষ্টং বুভুজে ততঃ ॥৭০॥
কিঞ্চিদেবো ততো ভুক্ত্বা ব্রজেচ্ছয্যানিকেতনম্।
দ্রষ্টুং কান্তমুখাম্ভোজং চকোরীবন্নিশাকরম্ ॥৭১॥
তাম্বূলচর্ব্বিতং তস্য তত্রত্যাভির্নিবেদিতম্।
তাম্বূলান্যপি চাশ্নাতি বিভজন্তী প্রিয়ালিষু ॥৭২॥
কৃষ্ণোঽপি তাসাং শুশ্রূষুঃ স্বচ্ছন্দং ভাষিতং মিথঃ।
প্রাপ্তনিদ্র ইবাভাতি বিনিদ্রোঽপি পটাবৃতঃ ॥৭৩॥
তাশ্চ ক্ষ্বেলীং ক্ষণং কৃত্বা মিথঃ কান্তকথাশ্রয়াঃ।
ব্যাজনিদ্রাং হরের্জ্ঞাত্বা কুতশ্চিদনুমানতঃ ॥৭৪॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে শ্রীরাধার পরিবেশিত ফলমূল ভোজন করিয়া পুষ্পনির্ম্মিত শয্যায় গমন করেন এবং দুই বা তিনজন সখী কর্ত্তৃক সেবিত হন। শয়নে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কর্ত্তৃক তাম্বূল, ব্যজন ও পাদসম্বাহনাদি দ্বারা পুনঃ পুনঃ সেব্যমান হইয়া শ্রীরাধাকে স্মরণ করিয়া থাকেন ॥৬৮—৬৯॥ শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করিলে তদনন্তর সগণা শ্রীরাধাও অন্তরে আনন্দানুভব করিয়া প্রীতি সহকারে কান্ত দত্ত উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে বসেন ॥৭০॥ যেরূপ চন্দ্রদর্শন করিতে চকোরী অতি বেগে উড়িয়া চলে তদ্রূপ শ্রীরাধা কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া ভোজনালয় হইতে শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দর্শন করিতে অতিবেগে শয়ন-মন্দিরে গমন করেন। ঐ শয়ন-মন্দিরে অবস্থিতা দাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল শ্রীরাধাকে দেন, তিনিও প্রিয়সখীদের মধ্যে তাহা ভাগ করিয়া স্বয়ং ভোজন করেন ॥৭০—৭২॥ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের পরস্পর আলাপ স্বচ্ছন্দে শ্রবণের জন্য নিদ্রা-রহিত হইয়াও নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় বস্ত্রাবৃত হইয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকথাকে আশ্রয় করিয়া পরস্পর একক্ষণ পরিহাসময় আলাপ করত কোন

বিমৃশ্য বদনং দৃগ্‌ভিঃ পশ্যন্ত্যোঽন্যোন্যমাননম্ ।
লীনা ইব লজ্জয়া স্যুঃ ক্ষণমুচুর্ন কিঞ্চনম্ ॥৭৫॥
ক্ষণাদেব ততো বস্ত্রং দূরীকৃত্য তদঙ্গতঃ ।
সাধু নিদ্রাং গতোঽসীতি হাসয়ন্ত্যো হসন্তি তম্ ॥৭৬॥
এবং তৌ বিবিধৈর্হাসৈ রমমাণৌ গণৈঃ সহ ।
অনুভূয় ক্ষণং নিদ্রাসুখং চ মুনিসত্তম ॥৭৭॥
উপবিশ্যাসনে দিব্যে সগণৌ বিস্তৃতে মুদা ।
পণীকৃত্য মিথো হারচুম্বাশ্লেষপরিচ্ছদান্ ॥৭৮॥
অক্ষৈর্বিক্রীড়িতঃ প্রেম্ণা নর্মালাপপুরঃসরম্ ।
পরাজিতোঽপি প্রিয়য়া জিতমিত্যব্রবীন্ মৃধা ॥৭৯॥
হারাদিগ্রহণে তস্যাঃ প্রবৃত্তস্তাড্যতে তয়া
তয়ৈবং তাড়িতঃ কৃষ্ণঃ কর্ণোৎপলসরোরুহৈঃ ॥৮০॥
বিষণ্ণবদনো ভূত্বা গতস্ব ইব নারদ ।
জিতোঽস্মি চ ত্বয়া দেবি গৃহ্যতাং যৎ পণীকৃতম্ ॥৮১॥

এক অনুমান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কপট নিদ্রা অবগত হইয়া পরস্পর বদন অবলোকন করেন এবং একক্ষণ কিছু না বলিয়া বদন মলিন করিয়া লজ্জায় যেন নিমগ্না হইয়া যান ॥৭৩—৭৫॥ তদনন্তর একক্ষণের পর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে বস্ত্র দূরীভূত করিয়া বলেন—কৃষ্ণ তুমি "উত্তম নিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছ" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হাসাইতে থাকেন এবং স্বয়ং হাসেন ॥৭৬॥ হে নারদ ! এই প্রকার গণসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণ হাস্যরসে রত হইয়া একক্ষণ নিদ্রাসুখ অনুভব করেন, তারপর বিস্তৃত দিব্য আসনে গণসহ উপবেশন করিয়া হার, চুম্বন, আলিঙ্গন ও পরিচ্ছদকে পণ রাখিয়া পাশাখেলায় প্রবৃত্ত হন, তাহাতে প্রেমে পরিহাসময় আলাপও হয় । খেলায় শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয় করিলেও শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না । তিনি মিথ্যায় বলেন—"আমি জয় করিয়াছি" এই বলিয়া শ্রীরাধার হারাদি গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরাধা কর্ণোৎপল ও লীলাকমল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে মৃদু প্রহার করেন । হে নারদ ! শ্রীকৃষ্ণ হৃতসর্বস্ব ব্যক্তির ন্যায় বিষণ্ণ বদনে হে দেবি ! তুমি যাহা পণ করিয়াছ

চুম্বনাদি ময়া দত্তমিত্যুক্তা চ তথাচরৎ।
কৌটিল্যং তদ্ভ্রুবোর্দ্রষ্টুং শ্রোতুং তদ্ভর্ৎসনং বচঃ ॥৮২॥
ততঃ শারীশুকানাঞ্চ শ্রুত্বা বাগাহবং মিথঃ।
নির্গচ্ছতস্ততঃ স্থানাদ্ গন্তুকামৌ গৃহং প্রতি ॥৮৩॥
কৃষ্ণঃ কান্তামনুজ্ঞাপ্য গবামভিমুখং ব্রজেৎ।
সা তু সূর্য্যগৃহং গচ্ছেৎ সখীমণ্ডলসংযুতা ॥৮৪॥
কিয়দ্দূরং ততো গত্বা পরাবৃত্য হরিঃ পুনঃ।
বিপ্রবেশং সমাস্থায় যাতি সূর্য্যগৃহং প্রতি ॥৮৫॥
সূর্য্যঞ্চ পূজয়েত্তত্র প্রার্থিতস্তৎসখীজনৈঃ।
তদৈব কল্পিতৈর্বেদৈঃ পরিহাস্যাবগর্ভিতৈঃ ॥৮৬॥
ততস্তা অপি তং কান্তং পরিজ্ঞায় বিচক্ষণাঃ।
আনন্দসাগরে লীনা ন বিদুঃ স্বং ন চাপরম্ ॥৮৭॥
বিহারৈর্বিবিধৈরেবং সার্দ্ধযামদ্বয়ং মুনে।
নিত্বা গৃহং ব্রজেয়ুস্তাঃ স চ কৃষ্ণো গবাং ব্রজেৎ ॥৮৮॥

ইতি মধ্যাহ্নসেবা।

সেই চুম্বনাদি আমি দিতেছি তাহা গ্রহণ কর ইহা বলিয়া শ্রীরাধার ভ্রূকৌটিল্য দর্শন করিতে এবং তাঁহার ভর্ৎসন বাক্য শ্রবণ করিতে সেই প্রকার আচরণ করেন ॥৭৭—৮২॥ তদনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ শারীশুকগণের পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ শ্রবণ করিয়া গৃহগমন মানসে সেই স্থান হইতে নির্গত হন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে জানাইয়া গাভীগণের অভিমখে গমন করেন শ্রীরাধা কিন্তু সখীগণ সহ সূর্য্যমন্দিরে সূর্য্যপূজা করিতে যান ॥৮৩, ৮৪॥ শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থান হইতে কিছুদুর গিয়া পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিপ্রবেশে সূর্য্যমন্দিরে যান, সখীগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া সূর্য্য পূজাও করেন। তখন বিপ্রবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসগর্ভ কল্পিত বেদমন্ত্র পাঠ শুনিয়া বিচক্ষণ শ্রীরাধা প্রভৃতি তাঁহাকে অবগত হইয়া আনন্দ সাগরে লীনা হন, তাহাতে তাঁহাদের স্ব-পর পরিচয় থাকে না ॥৮৫—৮৭॥ হে মুনে নারদ! এই প্রকার সার্দ্ধ দুই যাম কাল বিবিধ বিহার করিয়া শ্রীরাধা সখীসহ গৃহে যান, শ্রীকৃষ্ণও গাভীগণের

অথাপরাহ্নসেবা—

সঙ্গম্য তু সখীন্ কৃষ্ণো গৃহীত্বা গাঃ সমন্ততঃ ।
আগচ্ছতি ব্রজং কর্ষন্ তানমুরলীরবৈঃ ॥৮৯॥
ততো নন্দাদয়ঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা বেণুরবং হরেঃ ।
গোধূলিপটলৈর্ব্যাপ্তং দৃষ্ট্বা চাপি নভঃস্থলম্ ॥৯০॥
বিসৃজ্য সর্ব্বকর্ম্মাণি স্ত্রিয়ো বালাদয়োঽপি চ ।
কৃষ্ণস্যাভিমুখং যান্তি তদ্দর্শনসমুৎসুকাঃ ॥৯১॥
রাধিকাপি সমাগত্য গৃহং স্নাত্বা বিভূষিতা ।
সংপাচ্য কান্তভোগার্থং দ্রব্যাণি বিবিধানি চ ।
সখীসংযুতা যান্তি কান্তং দ্রষ্টুং সমুৎসুকাঃ ॥৯২॥
রাজমার্গে ব্রজদ্বারি যত্র সর্ব্বে ব্রজৌকসঃ ।
কৃষ্ণোঽপ্যেতান্ সমাগম্য যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥৯৩॥
দর্শনৈঃ স্পর্শনৈর্বাপি স্মিতপূর্ব্বাবলোকনৈঃ ।
গোপবৃদ্ধান্নমস্কারৈঃ কায়িকৈর্বাচিকৈরপি ॥৯৪॥

অভিমুখে গমন করেন ॥৮৮॥ ইতি মধ্যাহ্নসেবা। অনন্তর অপরাহ্ণ সেবা যথা—অপরাহ্ণে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত মিলিত হন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া উত্তান মুরলীরবে গাভীদিগকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করত ব্রজে আগমন করেন ॥৮৯॥ আগমন কালে শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শ্রবণ করিয়া এবং গোধূলি সমূহে ব্যাপ্ত আকাশস্থল দেখিয়া শ্রীনন্দ প্রভৃতি গোপগণ ও স্ত্রী বালকাদি সকলেই সর্ব্বকর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সমুৎকণ্ঠিত হইয়া তদভিমুখে গমন করেন ॥৮৯—৯১॥ শ্রীরাধাও গৃহে আসিয়া স্নান করেন এবং বিভূষিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণভোগের জন্য বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য সম্যক্ প্রকারে পাক করিয়া সখীসংঘে মিলিত হন। শ্রীরাধা প্রভৃতি কান্তাগণ কান্তদর্শনার্থ সমুৎকণ্ঠিত হইয়া যে স্থলে সমস্ত ব্রজবাসীরা আছেন সেই রাজমার্গে ব্রজদ্বারে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণও সমাগত ব্যক্তিগণের প্রতি যথাক্রমে দর্শন, স্পর্শন ও ও স্মিত পূর্ব্বক অবলোকন দ্বারা সমাগমন করেন। হে নারদ! কায়িক ও বাচিক নমস্কার দ্বারা গোপবৃদ্ধদিগকে, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দ্বারা পিতা, মাতা ও

সাষ্টাঙ্গপাতৈঃ পিতরৌ রোহিণীমপি নারদ।
নেত্রান্তসূচিতেনৈব বিনয়েন প্রিয়াস্তথা ॥৯৫॥
এবং তৈশ্চ যথাযোগ্যং ব্রজৌকোভিঃ প্রপূজিতঃ।
গবালয়ং তথা গাশ্চ সংপ্রবেশ্য সমন্ততঃ ॥৯৬॥
পিতৃভ্যামর্থিতো যাতি ভ্রাত্রা সহ নিজালয়ম্।
স্নাত্বা পিত্বা তথা কিঞ্চিদ্ভুক্ত্বা মাত্রানুমোদিতঃ।
গবালয়ং পুনর্যাতি দোগ্ধুকামো গবাং পয়ঃ ॥৯৭॥
ইত্যপরাহ্নসেবা।

অথ সায়ং সেবা—

তাশ্চ দুগ্ধ্বা দোহয়িত্বা পায়য়িত্বা চ কাশ্চন।
পিত্রা সার্দ্ধং গৃহং যাতি পয়োভারিশতানুগঃ ॥৯৮॥
তত্রাপি মাতৃবৃন্দৈশ্চ তৎপুত্রৈশ্চ বলেন চ।
সংভুঙ্ক্তে বিবিধান্নানি চর্ব্ব্যচূষ্যাদিকানি চ ॥৯৯॥
ইতি সায়ংসেবা।

রোহিণীকে সম্মান দান করেন নেত্রপ্রান্তে সূচিত বিনয় দ্বারা প্রিয়াগণকেও আদর জ্ঞাপন করেন ॥৯২—৯৫॥ এই প্রকার সেই সকল ব্রজবাসী জন কর্ত্তৃকও শ্রীকৃষ্ণ যথাযোগ্য আদৃত হন। তারপর তিনি গোশালায় গাভীদিগকে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করাইয়া পিতা ও মাতার অনুরোধে শ্রীবলরাম সহ নিজালয়ে গমন করেন। তথায় স্নান, পান ও কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া জননীকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া গোদোহন মানসে পুনরায় গোশালায় গমন করেন ॥৯৬—৯৭॥ ইতি অপরাহ্নসেবা। অনন্তর সায়ংসেবা যথা—শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল গাভীদিগকে দোহন করিয়া এবং অন্য দ্বারা দোহন করাইয়া কতিপয় গাভীকে জলপানও করাইয়া পিতার সহিত গৃহে গমন করেন, গৃহে আগমনকালে তাঁহার পশ্চাৎ শত শত দুগ্ধভারবাহীরা থাকেন ॥৯৮॥ শ্রীকৃষ্ণ গৃহে আসিয়া মাতৃবৃন্দ, তাঁহাদের পুত্রবৃন্দ ও শ্রীবলদেবসহ চর্ব্ব্য চূষ্যাদি বিবিধ অন্ন ভোজন করেন ॥৯৯॥ ইতি সায়ং সেবা। অনন্তর প্রদোষসেবা যথা—শ্রীযশোদার প্রার্থনায় পূর্ব্বেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ভোজন সময়ে সখীদ্বারা

অথ প্রদোষসেবা—

তন্মাতুঃ প্রার্থনাৎ পূর্ব্বং রাধয়াপি তদৈব হি।
প্রস্থাপ্যন্তে সখীদ্বারা পক্কান্নানি তদালয়ম্ ॥১০০॥
শ্লাঘমানশ্চ হরিস্তানি ভুক্ত্বা পিত্রাদিভিঃ সহ।
সভাগৃহং ব্রজেত্তৈশ্চ জুষ্টং বন্দিজনাদিভিঃ ॥১০১॥
পক্কান্নানি গৃহীত্বা যাঃ সখ্যস্তত্র সমাগতাঃ।
বহূনি চ পুনস্তানি প্রদত্তানি যশোদয়া ॥১০২॥
সখ্যা তত্র তয়া দত্তং কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং তথা রহঃ।
সর্ব্বং তাভিঃ সমানীয় রাধিকায়ৈ নিবেদ্যতে ॥১০৩॥
সাপি ভুক্ত্বা সখীবর্গযুতা তদনুপূর্ব্বশঃ।
সখীভির্মণ্ডিতা তিষ্ঠেদভিসর্ত্তুং মুদান্বিতা ॥১০৪॥
প্রস্থাপ্যতেঽনয়া কাচিদিত এব ততঃ সখী।
তয়াভিসারিতা সাঽথ যমুনায়াঃ সমীপতঃ ॥১০৫॥
কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জেঽস্মিন্ দিব্যরত্নময়ে গৃহে।
সিতকৃষ্ণনিশাযোগ্যবেশা যাতি সখীযুতা ॥১০৬॥

পক্কান্ন সমূহ শ্রীকৃষ্ণালয়ে প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল পদার্থকে প্রশংসা করিতে করিতে ভোজন করেন ও তাঁহাদের সহিত সভাগৃহে গমন করিলে বন্দীজনগণ তাঁহার সেবা করেন ॥১০০—১॥ শ্রীরাধার যে সখীরা পক্কান্ন লইয়া নন্দালয়ে সমাগত হন, তাঁহাদের হাতেই শ্রীরাধা প্রভৃতির জন্য শ্রীযশোদা বহু পক্কান্ন দান করেন। কোন সখী (অর্থাৎ ধনিষ্ঠা) গোপন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত তাঁহাদের হাতে দেন তাঁহারা তাহা আনিয়া শ্রীরাধিকাকে নিবেদন করেন। শ্রীরাধাও সখীবর্গসহ সেই সকল অন্ন ক্রমপূর্ব্বক ভোজন করেন, ভোজনান্তে আনন্দ সহকারে অভিসার করিতে সমুদ্যত হইলে সখীগণ তাঁহাকে বিভূষিত করেন ॥১০২—৪॥ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্কেত দিতে কোন এক সখীকে নন্দালয়ে প্রেরণ করেন, উক্ত সখী শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্কেত স্থান জানাইয়া শ্রীরাধাকে শ্রীযমুনার সমীপে অভিসার করান। শ্রীরাধা শুক্লকৃষ্ণ নিশাযোগ্য বেশ ধারণ করিয়া সখীসহ এই (অর্থাৎ শ্রীবৃন্দা-

কৃষ্ণোঽপি বিবিধং তত্র দৃষ্ট্বা কৌতুহলং ততঃ।
কবিত্বানি মনোজ্ঞানি—শ্রুত্বা চ গীতকান্যপি ॥১০৭॥
ধনধান্যাদিভিস্তাংশ্চ প্রীণয়িত্বা বিধানতঃ
জনৈরাকারিতো মাত্রা যাতি শয্যানিকেতনম্ ॥১০৮॥
মাতরি প্রস্থিতায়ান্তু ভোজয়িত্বা ততো গৃহাৎ।
সঙ্কেতকং কান্তয়াত্র সমাগচ্ছেদলিক্ষিতঃ ॥১০৯॥

ইতি প্রদোষসেবা।

অথ রাত্রিসেবা—

মিলিত্বা তাবুভাবত্র ক্রীড়তো বনরাজিষু।
বিহারৈর্বিবিধৈর্হাস্যলাস্যগীতপুরঃসরৈঃ ॥১১০॥
সার্দ্ধযামদ্বয়ং নীত্বা রাত্রেরেবং বিহারতঃ।
সুষুপ্সূ বিশতঃ কুঞ্জং পঞ্চষাভিরলক্ষিতৌ।।১১১॥
নির্বৃন্তকুসুমৈঃ কৢপ্তে কেলিতল্পে মনোরমে।
সুপ্তাবতিষ্ঠতাং তত্র সেব্যমানৌ প্রিয়ালিভিঃ ॥১১২॥

ইতি রাত্রিসেবা।

বনে) কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জে দিব্যরত্নময় গৃহে আগমন করেন ॥১০৫—৬॥ শ্রীকৃষ্ণও সভাগৃহে বিবিধ কৌতুহল দেখিয়া এবং মনোজ্ঞ কবিত্ব ও গীত শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে যথাবিধানে ধনধান্যাদিদ্বারা আপ্যায়িত করিয়া মাতা কর্ত্তৃক জন দ্বারা আহূত হইয়া শয়নগৃহে আগমন করেন। মাতা তাঁহাকে ভোজন করাইয়া প্রস্থান করিলে সেই গৃহ হইতে অলক্ষিত ভাবে শ্রীরাধার সঙ্কেতস্থানে আগমন করেন ॥১০৭—৯॥ ইতি প্রদোষসেবা। অনন্তর রাত্রিসেবা যথা—শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়া বনরাজিতে হাস্য, নৃত্য ও গান পূর্ব্বক বিবিধ বিহারে ক্রীড়া করেন। এইরূপ বিহার বশতঃ রাত্রির সার্দ্ধদ্বয় যাম অতীত হইলে তাঁহারা শয়ন ইচ্ছায় পাঁচ বা ছয় জন সখীগণে অলক্ষিত ভাবে কুঞ্জে প্রবেশ করেন। প্রিয় সখীগণ কর্ত্তৃক বৃন্তরহিত কুসুমরাশিতে রচিত কেলি-তল্পে তাঁহাদের কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ শয়ন করেন। ইতি রাত্রি-সেবা ॥১১০—১২॥ শ্রীবৃন্দাদেবীর নিকট শ্রীনারদ এইরূপ লীলা শ্রবণ করিয়া

শ্রীনারদ উবাচ,—

শ্রোতুমিচ্ছামি ভো দেব ব্রজরাজসুতস্য চ
বৃন্দাবনে রসং দিব্যং রাধয়ৈকান্তিকং সহ ॥১১৩॥

শ্রীসদাশিব উবাচ,—

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি রাধাকৃষ্ণরসং শুচিম্।
সুগোপ্যং পরমোদারং ন বক্তব্যং হি কস্যচিৎ ॥১১৪॥
ঐকান্তিকরসাস্বাদং কর্ত্তুং বৃন্দাবনে মুনে
ব্রজরাজকুমারঞ্চ বহুকালমভাবয়ম্ ॥১১৫॥
ময়ি প্রসন্নঃ শ্রীকৃষ্ণো মন্ত্রযুগ্মমনুত্তমম্।
যুগলাখ্যং দদৌ মহ্যং স্বীয়োজ্জ্বলরসাপ্লুতম্ ॥১১৬॥
সমব্রবীত্তদা কৃষ্ণঃ স্বশিষ্যং মাং স্বকং রসম্।
ব্রবীমি ত্বাং শৃণুষ্বাদ্য ব্রহ্মাদীনামগোচরম্।১১৭॥
ব্রজরাজসুতো বৃন্দাবনে পূর্ণতমো বসন্।
সম্পূর্ণষোড়শকলো বিহারং কুরুতে সদা ॥১১৮॥
বাসুদেবঃ পূর্ণতরো মথুরায়াং বসন্ পুরি।

শ্রীসদাশিবের নিকট আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন হে দেব! শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক দিব্য রস শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। শ্রীসদাশিব বলিলেন হে নারদ শ্রীরাধাকৃষ্ণের উজ্জ্বল রস পরমোদার ও সুগোপ্য কিন্তু ইহা বলিব। তুমি কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না। হে মুনে! শ্রীবৃন্দাবনে ঐকান্তিক রস আস্বাদন করিতে আমি শ্রীনন্দনন্দনকে বহুকাল ব্যাপিয়া ভাবনা করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া নিজের উজ্জ্বল রসাপ্লুত যুগলাখ্য মন্ত্রদ্বয় আমাকে দান করিলেন। আমি শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য হইলাম, তখন তিনি আমাকে স্বীয় রস বলিলেন। হে আদ্য! ব্রহ্মাদির অগোচর সেই রস তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর—শ্রীবৃন্দাবনে সদা ক্রীড়া পরায়ণ পূর্ণতম শ্রীনন্দনন্দনই সম্পূর্ণ ষোড়শকলাযুক্ত হইয়া বাস করেন। শ্রীমথুরাপুরে পঞ্চদশকলাযুক্ত হইয়া পূর্ণতররূপে শ্রীবাসুদেব সর্ব্বদা ক্রীড়াসহ বাস করেন। শ্রীদ্বারকায় চতুর্দ্দশকলাযুক্ত হইয়া পূর্ণরূপে শ্রীদ্বারকাধিপতি

কলাভিঃ পঞ্চদশভির্যুতঃ ক্রীড়তি সর্ব্বদা ॥১১৯॥
দ্বারকাধিপতির্দ্বারবত্যাং পূর্ণস্বরূপে বসন্।
চতুর্দ্দশকলাযুক্তো বিহরত্যেব সর্ব্বদা ॥১২০॥
একয়া কলয়া দ্বাভ্যাং মথুরাদ্বারকাধিপৌ।
বৃন্দাবনপতে রূপৌ পূর্ণৌ স্বে স্বে পদে রসে ॥১২১॥

মথুরানাথো বৃন্দাবনাধিপাপেক্ষয়া স্বরূপেণ লীলয়া চ একয়া কলয়া উনঃ। মথুরালীলায়াং মথুরায়াঞ্চ সম্পূর্ণষোড়শকলঃ। তথা দ্বারকানাথো বৃন্দাবনাধিপাপেক্ষয়া স্বরূপেণ লীলয়া চ দ্বাভ্যাং কলাভ্যামূনঃ। দ্বারকায়াং দ্বারকালীলায়াঞ্চ পূর্ণষোড়শকলঃ।

শ্রীর্ভূলীলা যোগমায়া চিন্ত্যাচিন্ত্যা তথৈব চ।
মোহিনী কৌশলীত্যষ্টৌ বহিরঙ্গাশ্চ শক্তয়ঃ ॥১২২॥
লীলা প্রেমস্বরূপা চ স্থাপন্যাকর্ষণী তথা।
সংযোগিনী বিয়োগিন্যাহ্লাদিনীত্যন্তরঙ্গিকা ॥১২৩॥
ব্রজে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য সন্তি ষোড়শশক্তয়ঃ।
পোষিকা মধুরস্যৈব তস্যৈতা বৈ সনাতনাঃ ॥১২৪॥

সর্ব্বদা বিহার সহকারে বাস করেন ॥১১৩—২০॥ একয়া ইত্যাদি ১২১ শ্লোকের অর্থ—শ্রীবৃন্দাবনাধিপাপেক্ষা শ্রীমথুরানাথ স্বরূপে এবং লীলায় এক-কলায় ন্যূন। তিনি কিন্তু মথুরায় মথুরালীলায় সম্পূর্ণ ষোড়শকলাযুক্ত। সেই প্রকার শ্রীবৃন্দাবননাথাপেক্ষা শ্রীদ্বারকানাথ স্বরূপে ও লীলায় দুই কলায় ন্যূন। তিনি কিন্তু দ্বারকায় দ্বারকালীলায় সম্পূর্ণ ষোড়শ কলাযুক্ত বুঝিতে হইবে।

শ্রী, ভূ, লীলা, যোগমায়া, চিন্ত্যা, অচিন্ত্যা, মোহিনী ও কৌশলী এই অষ্টশক্তিই বহিরঙ্গা শক্তি। লীলা (মাধুর্য্যময়ী লীলাশক্তি), প্রেম, স্বরূপা, স্থাপনী, আকর্ষণী, সংযোগিনী, বিয়োগিনী ও হ্লাদিনী এই অষ্টশক্তিই অন্তরঙ্গা। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই সনাতনী ষোড়শশক্তি আছেন, ইঁহারা মধুর রসের পোষিকা ॥১২১—২৪॥ হ্লাদিনী নামক যে মহাশক্তি আছেন, তিনি সর্ব্বশক্তি বরীয়সী। তাঁহারই সারভূতরূপা শ্রীরাধা! হে মুনে! শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সময়ে ক্রীড়া হয় ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী

হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিবরীয়সী।
তৎসারভাবরূপা শ্রীরাধিকা পরিকীর্ত্তিতা ॥১২৫॥
তয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য ক্রীড়ায়াঃ সময়ে মুনে।
তদাবিষ্টং বাসুদেবং সহক্ষীরাব্ধিনায়কম্ ॥১২৬॥
অন্তরীক্ষ্যগতং কুর্য্যাচ্ছক্তিরাকর্ষণী হরেঃ।
ক্রীড়ান্তে স্থাপয়েত্তস্ত স্থাপনী কৃষ্ণদেহতঃ ॥১২৭॥
সম্পূর্ণষোড়শকলঃ কেবলো নন্দনন্দনঃ।
বিক্রীড়ন্ রাধয়া সার্দ্ধং লভতে পরমং সুখম্ ॥১২৮॥

শ্রীনারদ উবাচ,—

গতে মধুপুরীং কৃষ্ণে বিপ্রলম্ভরসঃ কথম্।
বাসুদেবে রাধিকায়াঃ সংশয়ং ছিন্ধি মে প্রভো ॥১২৯॥

শ্রীসদাশিব উবাচ,—

শক্তিঃ সংযোগিনী কামা বামা শক্তির্বিয়োগিনী।
হ্লাদিনী কীর্ত্তিদাপুত্রী চৈবং রাধাত্রয়ং ব্রজে ॥১৩০॥

নামক শক্তি তদাবিষ্ট (* শ্রীকৃষ্ণদেহে আবিষ্ট) ক্ষীরাব্ধিশায়ী সহ বাসুদেবকে (বসুদেব নন্দনকে) শ্রীকৃষ্ণদেহ হইতে আকর্ষণ করিয়া আকাশে লইয়া যান, কেবল শ্রীকৃষ্ণের সহিতই শ্রীরাধার লীলা হয়। ঐ রাধাসহ ক্রীড়ার অন্তে স্থাপনী নামক শক্তি (শ্রীকৃষ্ণশক্তি) আকাশ হইতে ক্ষীরাব্ধিনায়কসহ বাসুদেবকে আনয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণদেহেই স্থাপন করেন। সম্পূর্ণ ষোড়শকলাযুক্ত কেবল নন্দনন্দনই শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়া করিয়া পরম সুখলাভ করেন ॥১২৫—২৮॥ শ্রীনারদ বলিলেন হে প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ মথুপুরী গমন করিলে শ্রীরাধার বাসুদেবের প্রতি বিপ্রলম্ভ (বিয়োগ) রস কেমন করিয়া সঙ্গত হয় অর্থাৎ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণেই নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, বাসুদেবাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার নিষ্ঠা নাই, বাসুদেবাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণই মথুরা যান, তাঁহাতে শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভ রস কি প্রকার উদয় হইতে পারে? এই সংশয় ছেদন করুন। শ্রীসদাশিব বলিলেন

---

* "ক্ষীরাব্ধিশায়িযদ্রূপং" ইত্যাদি ও "প্রাবিশদ্ বাসুদেবস্ত" ইত্যাদি শ্লোকাবলী প্রমাণ। (শ্রীলঘুভাগবতামৃতে কৃষ্ণামৃত)।

মম প্রাণেশ্বরঃ কৃষ্ণস্ত্যক্ত্বা বৃন্দাবনং ক্বচিৎ।
কদাচিন্নৈব যাতীতি জানীতে কীর্ত্তিদাসুতা ॥১৩১॥
কামাবামে ন জানীত ইতি চ ব্রহ্মনন্দন।
রাসারম্ভ ইবান্তর্দ্ধিং গতবান্নন্দনন্দনঃ ॥১৩২॥
মথুরাং মথুরানাথো বাসুদেবো জগাম হ।
অন্তর্হিতে নন্দসুতে শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনে মুনে ॥১৩৩॥
প্রবাসাখ্যং রসং লেভে রাধা বৈ কীর্ত্তিদাসুতা।
ততো বদন্তি মুনয়ঃ প্রবাসং সঙ্গবিচ্যুতিম্ ॥১৩৪॥
মম জীবননেতা চ ত্যক্ত্বা মাং মথুরাং গতঃ।
ইতি বিহ্বলিতা বামা রাধা যা বিরহাদভূৎ ॥১৩৫॥
যমুনায়াং নিমগ্না সা প্রকাশং গোকুলস্থ চ।

—কামা (সংযোগিনী শক্তি, বামা (বিয়োগিনী শক্তি) ও কীর্ত্তিদাপুত্রী (হ্লাদিনী) এই রাধাত্রয়ই ব্রজে বিরাজমান করেন। (কীর্ত্তিদাসুতা শ্রীরাধারই প্রকাশ বিশেষ কামা ও বামা বুঝিতে হইবে) ॥১২৯—৩০॥ আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে কোন সময়েও যান না, কীর্ত্তিদাসুতা এই প্রকার জানেন কিন্তু কামা ও বামা ইহা জানেন না। হে ব্রহ্মনন্দন! রাসারম্ভে অন্তর্দ্ধানের ন্যায় শ্রীনন্দনন্দন শ্রীবৃন্দাবনেই অন্তর্দ্ধান করেন। মথুরানাথ বাসুদেব মথুরায় গমন করেন, * হে মুনে! শ্রীনন্দনন্দন শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনে অন্তর্দ্ধান করিলে কীর্ত্তিদাসুতা শ্রীরাধা প্রবাস নামক বিপ্রলম্ভ রস প্রাপ্ত হন। এই কারণে মুনিগণ সঙ্গবিচ্যুতিকে প্রবাস বলিয়া থাকেন ॥৩১—৩৪॥ আমার জীবন নায়ক আমাকে ত্যাগ করিয়া মথুরা গমন করিলেন, এই মনে করিয়া বামা রাধা শ্রীকৃষ্ণবিরহবশতঃ বিহ্বলিতা হইয়া শ্রীযমুনায় নিমগ্না হন।

* কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে ॥ চৈঃ চঃ ॥ শ্রীপাদ শ্রীরূপের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রকার আদেশ আছে, এবং শ্রীলঘুভাগবতামৃত শ্রীকৃষ্ণামৃতে "কেচিদ্ ভাগবতাঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ। ইত্যাদি কারিকা এবং প্রমাণে ইহা মতান্তর রূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

গোলকং প্রাপ্য তত্রাভূৎ সংযোগরসপেশলা ॥১৩৬॥
কামা রাধা চ মথুরাবিরহেণ নিপীড়িতা।
কুরুক্ষেত্রং গতা তীর্থযাত্রাপরমলালসা ॥১৩৭॥
নন্দনন্দনভাবজ্ঞ উদ্ধবো ব্রজমাগতঃ।
সান্ত্বয়িষ্যন্ কীর্ত্তিদায়াঃ সুতাং মাসদ্বয়ে গতে ॥১৩৮॥
রাধামাস্বাদয়ামাস শ্রীমদ্ভাগবতার্থকম্।
কথায়াং ভাগবত্যাস্তু জাতায়াং মুনিপুঙ্গব ॥১৩৯॥
ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ শ্রীমাংস্তদা প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥ইতি॥১৪০॥

অতএব পাদ্মোত্তরখণ্ডোক্তং দ্বারকাধিপতের্বৃন্দাবনং প্রতিগমনং ক্ষীরাব্ধিশায্যাবিষ্টত্বাং ক্ষীরাব্ধিশায়িনো দ্রোণাদীনাং লব্ধবরত্বাৎ, তেষাং পুনঃ স্বস্থানপ্রাপণার্থমেবেত্যবগন্তব্যম্। শ্রীমদ্ভাগবতবাক্যানামেবং বিচারোঽবগন্তব্যঃ পদ্মোত্তরখণ্ডে তু "কালিন্দীপুলিনে রম্যে" ইত্যত্র শ্রীদ্বারকানাথস্য শ্রীনন্দনন্দনমধুরলীলাসংদর্শনে সোৎকণ্ঠত্বাদ্ ব্যোমযানৈরেত্য শ্রীবৃন্দাবনে মাসদ্বয়মুবাসেত্যভিপ্রায়ো জ্ঞেয়ঃ। তদ্ যথা শ্রীললিতমাধবে (৮।৩৪)—"অপরিকলিতপূর্ব্বঃ" ইত্যাদি।

ইতি তে সর্ব্বমাখ্যাতং নৈত্যিকং চরিতং হরেঃ।
পাপিনোঽপি বিমুচ্যন্তে স্মরণাদ্ যস্য নারদ ॥১৪১॥

তদনন্তর তিনি গোকুলের প্রকাশ বিশেষ গোলক প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসহ সংযোগ রস লাভ করেন। কামা রাধা কিন্তু মাথুর বিরহে নিপীড়িতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিতে পরমলালসায় তীর্থযাত্রাছলে কুরুক্ষেত্র গমন করেন ॥১৩৫—৩৭॥ কীর্ত্তিদাসুতা শ্রীরাধাকে সান্ত্বনা দিতে শ্রীউদ্ধব ব্রজে আগমন করিয়া দুই মাস যাবৎ শ্রীরাধাকে শ্রীমদ্ভাগবতার্থ আস্বাদন করান। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ঐ ভাগবতী কথা প্রবর্ত্তিত হইলে তৎকালে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই প্রত্যক্ষে আগমন করেন ॥১৩৮—৪০॥

এই বিষয়ে গ্রন্থকার বলেন—অতএব পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডোক্ত প্রমাণ বাক্যও সঙ্গত হয়—শ্রীদ্বারকানাথদেহে ক্ষীরাব্ধিশায়ী শ্রীবিষ্ণু অবতারকাল হইতে আবিষ্ট আছেন বলিয়া শ্রীদ্বারকানাথ শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমন

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োরষ্টকালীয়সেবাস্মরণপদ্ধতিঃ সমাপ্তা।

অষ্টকালোক্তশুশ্রূষানন্তরং সাধকঃ ক্রমাৎ।
দ্বাত্রিংশদক্ষরমুখ্যান্ জপেন্মন্ত্রানতন্দ্রিতঃ ॥১৪২॥
মহামন্ত্রং জপেদাদৌ দশার্ণং তদনন্তরম্।
ততঃ শ্রীরাধিকামন্ত্রং গায়ত্রীং কামকীং তথা ॥১৪৩॥
ততো যুগলমন্ত্রঞ্চ জপেদ্ রাসস্থলীপ্রদম্।
ততোঽষ্টানাং সখীনাঞ্চ জপেন্মন্ত্রান্ যথাক্রমম্।
ততঃ ষণ্মঞ্জরীণাঞ্চ স্ব-স্বমন্ত্রান্ ক্রমাজ্জপেৎ ॥১৪৪॥

করেন, কারণ ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণু হইতে দ্রোণ প্রভৃতি বর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা শ্রীনন্দ প্রভৃতির দেহে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলাস্বাদন করিতে ছিলেন। তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার স্ব-স্থান (দেব-লোক) প্রাপ্ত করাইবার জন্যই বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতবাক্য সমূহেরও (ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি প্রতিপাদক বাক্যাবলীরও) এই প্রকার বিচার আছে বুঝিতে হইবে। পাদ্মোত্তর খণ্ডে কিন্তু "কালিন্দীপুলিনে রম্যে" ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রায়—শ্রীনন্দনন্দনের মধুর লীলাদর্শন করিতে উৎকণ্ঠা সহকারে শ্রীদ্বারকানাথ ব্যোমযান দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া মাসদ্বয় বাস করিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। ইহা শ্রীললিত মাধব নাটকে (৮।৩৪) "অপরিকলিতপূর্ব্বঃ" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত আছে। হে নারদ! তোমার নিকট শ্রীকৃষ্ণের নৈত্যিক (প্রাত্যহিক) চরিত সকল বলিলাম। যে চরিতাবলীর স্মরণে পাপীসকলও বিমুক্ত হইয়া যায় ॥১৪১॥ ইতি অষ্টকালীয় সেবাস্মরণপদ্ধতি সমাপ্ত।

সাধক এই অষ্টকালোক্ত পরিচর্য্যানন্তর দ্বাত্রিংশৎ অক্ষর মুখ্য মন্ত্র সমূহ নিরলস হইয়া ক্রমপূর্ব্বক জপ করিবেন, প্রথমে মহামন্ত্র, তদনন্তর দশাক্ষর, তার পর শ্রীরাধিকার মন্ত্র ও প্রেমদাত্রী গায়ত্রী জপ করিবেন। তারপর রাসস্থলীপ্রদ যুগলমন্ত্র, তারপর ক্রমপূর্ব্বক অষ্টসখীর মন্ত্র ও ছয় মঞ্জরীর (উপলক্ষণে) শ্রীমঞ্জুলালী ও কস্তুরীমঞ্জরীর স্ব-স্ব মন্ত্র জপ

গোপীভাবাঙ্গীকরণফলং যথা (আদিপুরাণে)—

গোপীভাবেন যে ভক্তা মামেব পর্য্যুপাসতে।
তেষু তাস্বিব তুষ্টোঽস্মি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয় ॥১৪৫॥
বেশভূষাবয়োরূপৈর্গোপিকাভাবমাশ্রিতাঃ।
ভাবুকীয়াশ্চ তদ্ভাবং যান্তি পাদরজোঽর্চনাৎ ॥১৪৬॥

যথা একাম্বর (একাম্র) পুরাণে—

অহো ভজনমাহাত্ম্যং বৃন্দাবনপতের্হরেঃ।
পুমান্ যোষিদ্ ভবেদ্ যত্র যোষিদাত্মসমানিকা ॥১৪৭॥

পাদ্মে চ (উত্তরখণ্ডে)—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
রামং দৃষ্ট্বা হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্ ॥১৪৮॥

করিবেন ॥১৪২—৪৪॥ গোপীভাব অঙ্গীকারের ফল শাস্ত্র প্রমাণে কথিত হইতেছে—যথা আদি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণোক্তি—হে ধনঞ্জয়! যে ভক্তগণ গোপীগণের ভাবে আমার পর্য্যুপাসনা করে, গোপীবৎ তাহাদের প্রতি আমি তুষ্ট হই ইহা সত্য সত্যই। গোপীগণের পদধূলির অর্চ্চনা বশতঃ তদ্ভাব সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণ বেশ, ভূষা, বয়স ও রূপে গোপীভাবাশ্রিত হইয়া ঐ গোপীপ্রেম প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১৪৫—৪৬॥ যথা একাম্র পুরাণে—বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজনমাহাত্ম্য বড়ই আশ্চর্য্য; কারণ যে ভজনে পুরুষ ব্যক্তি বৃন্দাবন যোষিৎ সমান (গোপীসমান) যোষিৎ দেহ পাইয়া থাকেন ॥১৪৭॥ পদ্মপুরাণেও উক্ত আছে—শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের পুর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষি সকল গোপালোপাসক হইলেও অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে অসমর্থ ছিলেন। বহুদিনের পর শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দর্শনে সুন্দর বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের রতি বা ভাব উদয় হইয়াছিল এবং তাঁহারা সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ভাব প্রাপ্তি করত ব্রজে গোপীদেহে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাদৃশ প্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া ভবার্ণব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। বৃহদ্বামন পুরাণেও কথা আছে—পূর্ব্বকালে শ্রুতিগণও গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া গোকুলে গোপীদেহে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুপাদও বলেন—যে নরোত্তম কেবল

তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥ ইতি ॥১৪৯॥

বৃহদ্বামনসিদ্ধাশ্চ শ্রুতয়োঽপি যথা পুরা
গোপীভাবেন সংসেব্য সমুদ্ভূতা হি গোকুলে ॥১৫০॥

যদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ—

হরিং স্বরাগমার্গেণ সেবতে যো নরোত্তমঃ।
কেবলেনৈব স তদা গোপিকাত্বমিয়াদ্ ব্রজে ॥১৫১॥

ভক্তিতত্ত্বকৌমুদ্যাম্—

একস্মিন্ বাসনাদেহে যদি চান্যস্য ভাবনা।
তর্হি তৎ সাম্যমেব স্যাৎ যথা বৈ ভরতে নৃপে ॥১৫২॥

অষ্টকালসেবাফলম্, যথা সনৎকুমারসংহিতায়াম্—

শ্রীনারদ উবাচ,—

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ত্বয়া দেবি ন সংশয়ঃ।
হরের্মে নৈত্যিকী লীলা যতো মেঽদ্য প্রকাশিতা ॥১৫৩॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ,—

ইত্যুক্ত্বা তাং পরিক্রম্য তয়া চাপি প্রপূজিতঃ।
অন্তর্দ্ধানং গতো রাজন্ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥১৫৪॥

স্বরাগমার্গে শ্রীহরিসেবা করেন, তিনি ভাব ও সিদ্ধিলাভকালে ব্রজে গোপিকাত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১৪৮—৫১॥ ভক্তিতত্ত্ব কৌমুদী গ্রন্থে উক্ত আছে—একই বাসনাদেহে যদি অন্য দেহের ভাবনা হয় তাহা হইলে সেই দেহসাম্যে দেহলাভ ঘটিয়া থাকে, যেরূপ মৃগশরীর ভাবনা করিয়া শ্রীভরত নৃপ মৃগদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেইরূপ বুঝিতে হইবে ॥১৫২॥ শ্রীসনৎকুমার সংহিতায় অষ্টকালসেবা ফল উক্ত আছে যথা—শ্রীবৃন্দাদেবীর নিকট শ্রীনারদ বলিলেন হে দেবি! তোমা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া আমি ধন্য হইলাম যেহেতু তুমি অদ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রাত্যহিকী লীলা আমার নিকটে প্রকাশ করিলে ॥১৫৩॥ শ্রীসনৎকুমার বলিলেন হে রাজন্! শ্রীনারদ এইরূপ বলিয়া শ্রীবৃন্দাদেবীকে প্রদক্ষিণ করিলে তিনি তাঁহাকে পূজা করেন, তারপর মুনি-

ময়াপ্যেতদানুপূর্ব্ব্যং সর্ব্বং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্।
* জপন্নিত্যং প্রযত্নেন মন্ত্রযুগ্মমনুত্তমম্ ।।১৫৫॥
কৃষ্ণবক্ত্রাদিদং লব্ধং পুরা রুদ্রেণ যত্নতঃ।
তেনোক্তং নারদায়াথ নারদেন ময়োদিতম্ ॥†১৫৬॥
সংসারাগ্নিবিনাশায় ময়াপ্যেতৎ তবোদিতম্।
ত্বয়া চৈতদ্ গোপনীয়ং রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ॥১৫৭॥

শ্রীঅম্বরীষ উবাচ,—

কৃতকৃত্যোঽভবং সাক্ষাৎ ত্বৎপ্রসাদাদহং গুরো।
রহস্যাতিরহস্যং যৎ ত্বয়া মহ্যং প্রকাশিতম্ ॥১৫৮॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ,—

ধর্ম্মানেতানুপাদিষ্টো জপন্মন্ত্রমহর্নিশম্
অচিরাদেব তদ্দাস্যমবাপ্স্যসি ন সংশয়ঃ ॥১৫৯॥

"এতান্ ধর্ম্মান্—অষ্টকালসেবারূপান্; 'মন্ত্রং'—যুগলমন্ত্রম্; 'তদ্দাস্যম্'—তয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্দাস্যং দাসীভাবম্" ইতি।

সত্তম নারদ অন্তর্দ্ধান করিলেন। আমিও প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বমন্ত্রশ্রেষ্ঠ যুগলমন্ত্র জপ করিতে করিতে যথাক্রমে এই সকল সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তন করিলাম ॥১৫৪—৫৫॥ শ্রীরুদ্র পূর্ব্বকালে যত্নসহকারে শ্রীকৃষ্ণবক্ত্র হইতে এই সকল চরিত শ্রবণ করিয়া শ্রীনারদকে বলেন, শ্রীনারদ আমাকে বলেন, আমিও সংসারাগ্নি বিনাশের জন্য তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম, তুমি এই পরমাদ্ভুত রহস্য গোপন করিয়া হৃদয়মধ্যে রাখিবে। শ্রীঅম্বরীষ বলিলেন হে গুরো! আপনার সাক্ষাৎ প্রসাদে আমি কৃতকৃত্য (সিদ্ধমনোরথ) হইয়াছি, যেহেতু যাহা রহস্য হইতেও অতি রহস্য তাহা আমার নিকট আপনি প্রকাশ করিয়াছেন ॥১৫৬—৫৮॥ শ্রীসনৎকুমার বলিলেন—এই সকল অষ্ট-কালসেবারূপ ধর্ম্ম তোমাকে উপদেশ করিলাম, তুমি যুগলমন্ত্র অহোরাত্র জপ করিতে করিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাস্য (দাসীভাব) অচিরেই প্রাপ্ত হইবে •

---

* আর্ষপ্রয়োগহেতু 'জপতা' স্থানে 'জপন্' হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

† 'মম' স্থানে 'ময়া' প্রয়োগও আর্ষ।

ময়াপি গম্যতে রাজন্ গুরোরায়তনং মম।
বৃন্দাবনে যত্র নিত্যং গুরুর্মেঽস্তি সদাশিবঃ॥ ইতি॥১৬০॥

দ্বাত্রিংশদক্ষরাদীনাং মন্ত্রাণাং ক্রমেণ ফলম্ যথা পাদ্মে—
দ্বাত্রিংশদক্ষরং মন্ত্রং নামষোড়শকান্বিতম্।
প্রজপন্ বৈষ্ণবো নিত্যং রাধাকৃষ্ণস্থলং লভেৎ॥১৬১॥

গৌতমীয়তন্ত্রে চ—
অহর্নিশং জপেন্মন্ত্রং মন্ত্রী নিয়তমানসঃ।
স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপরূপিণমীশ্বরম্॥১৬২॥

গৌরীতন্ত্রে চ—
শ্রীমদষ্টাক্ষরং মন্ত্রং রাধায়াঃ প্রেমসিদ্ধিদম্।
প্রজপেৎ সাধকো যস্তু স রাধান্তিকমাপ্নুয়াৎ॥১৬৩॥

সনৎকুমারসংহিতায়াম্—
জপেদ্ যঃ কামগায়ত্রীং কামবীজসমন্বিতাম্।
তস্য সিদ্ধির্ভবেৎ প্রেম রাধাকৃষ্ণস্থলং ব্রজেৎ॥১৬৪॥

হে রাজন্ আমার গুরুদেব সদাশিব শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে যে স্থানে নিত্যই আছেন সেই স্থানে আমিও গমন করিতেছি॥১৫৯—৬০॥ ইতি।

দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাদি মন্ত্রের ক্রমানুসারে ফল কথিত হইতেছে, যথা পাদ্মে —বৈষ্ণব ষোড়শ নামযুক্ত বত্রিশাক্ষর মন্ত্র নিত্যই প্রকৃষ্টরূপে জপ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্থান (শ্রীবৃন্দাবন) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥১৬১॥ গৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত আছে—মন্ত্র জপকারী সংযত চিত্তে দিবারাত্র কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিবেন। তিনি নিশ্চয় গোপরূপী ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন সন্দেহ নাই॥১৬২॥ গৌরী তন্ত্রেও উক্ত আছে—যে সাধক প্রেমসিদ্ধিদ শ্রীমৎ অষ্টাক্ষর রাধামন্ত্র জপ করিবেন তিনি কিন্তু শ্রীরাধার চরণ সন্নিধান প্রাপ্ত হইবেন॥১৬৩॥ সনৎকুমার সংহিতায় উক্ত আছে—যিনি কামবীজ সমন্বিতা কামগায়ত্রী জপ করিবেন, তিনি প্রেমসিদ্ধি লাভ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রদেশে (শ্রীবৃন্দাবনে) গমন করিবেন। যিনি শ্রদ্ধায় কিম্বা অশ্রদ্ধায় এই সার্দ্ধপদী কামগায়ত্রী পুনঃ পুনঃ জপ করিবেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাস্য

এতাং পঞ্চপদীং জপ্ত্বা শ্রদ্ধয়াঽশ্রদ্ধয়াসকৃৎ ।
বৃন্দাবনে তয়োর্দাস্যং গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ ॥১৬৫॥

কিশোরীতন্ত্রে চ—

এতান্ সখীনামষ্টানাং মন্ত্রান্ যঃ সাধকো জপেৎ ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ ক্ষিপ্রং বিহারস্থলমাপ্নুয়াৎ ॥১৬৬॥

তত্রৈব— মন্ত্রানেতান্ মঞ্জরীণামষ্টানাং যো জপেৎ সদা ।
প্রেমসিদ্ধির্ভবেত্তস্য শ্রীবৃন্দাবনমাপ্নুয়াৎ ॥১৬৭॥
স্মরণানন্তরং সিদ্ধদেহস্যৈব চ সাধকঃ ।
অষ্টকালোদিতাং লীলাং সংস্মরেৎ সাধকাগ্রকঃ ॥১৬৮॥

তদ্‌যথা— কালৌ নিশান্তপূর্ব্বাহ্ণাবপরাহ্ণপ্রদোষকৌ !
বিজ্ঞেয়ৌ ত্রিত্রিঘটিকৌ প্রাতঃ সায়ং দ্বয়ং দ্বয়ম্ ॥১৬৯॥
দ্বির্দ্বিপ্রঘটিকৌ জ্ঞেয়ৌ মধ্যাহ্নরাত্রিকাবিতি ॥১৭০॥

প্রাপ্ত হইবেনই সন্দেহ নাই ॥১৬৪—৬৫॥ কিশোরীতন্ত্রে উক্ত আছে—যে সাধক শ্রীললিতাদি অষ্টসখীর মন্ত্র জপ করিবেন তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার-স্থল (শ্রীবৃন্দাবন) শীঘ্র প্রাপ্ত হইবেন ॥১৬৬॥ ঐ গ্রন্থে আরও উক্ত আছে যিনি শ্রীরূপাদি অষ্টমঞ্জরীর মন্ত্র সদা জপ করিবেন তিনি সিদ্ধিলাভ করত শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্ত হইবেন ॥ ইতি ॥১৬৭॥ যে সাধকের ভক্ত্যঙ্গসমূহ নিষ্পাদিত হইয়াছে তিনি সিদ্ধদেহের স্মরণানন্তর অষ্টকালোদিতা লীলা স্মরণ করিবেন ॥১৬৮॥ ঐ অষ্টকালের সময় পরিমাণ যথা—নিশান্ত, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও প্রদোষ এই চারিটী প্রত্যেক তিন ঘটিকা পরিমাণে ১২ ঘটিকা অর্থাৎ ৩০ দণ্ড প্রাতঃ ও সায়ং প্রত্যেক দুই ঘটিকা পরিমাণে ৪ ঘটিকা অর্থাৎ ১০ দণ্ড, মধ্যাহ্ন ও রাত্রি প্রত্যেক দুই দুই প্রঘটিকা (৪ ঘটিকা) পরিমাণে ৮ ঘটিকা অর্থাৎ

এতেষু সময়েষেবং যা যা লীলা পুরোদিতা।
তাং তামেব যথাকালং সংস্মরেৎ সধকো জনঃ ॥১৭১॥

ইতি শ্রীশ্রীধ্যানচন্দ্রগোস্বামিপাদকৃতা
অষ্টকালীয়স্মরণক্রমপদ্ধতিঃ
সম্পূর্ণা।

২০ দণ্ড। * ॥১৬৯—৭০॥ এই অষ্টকাল যে যে লীলা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সাধক সেই সেই লীলা যথাকালে স্মরণ করিবেন ॥১৭১॥

ইতি শ্রীধ্যানচন্দ্রগোস্বামিপাদকৃত অষ্টকালীয় স্মরণক্রমপদ্ধতির শ্রীবৃন্দাবনবাসকৃত বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ।

* অষ্টকালের সময় নিয়ম পূর্ব্বে উক্ত আছে, শ্রীগ্রন্থকার এ স্থলে পুনরায় উল্লেখ করাতে ইহা মতান্তর বলিয়া মনে হয়।